# তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ।
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৭০৪৩৩৮ / ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক
মোহাঃ সাইদুর রহমান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট রুম নং-৫০), মালদহ।
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

# তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য

মুফতী গোলাম হামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ।
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৭০৪৩৩৮ / ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক
মোহাঃ সাইদুর রহমান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট রুম নং-৫০), মালদহ।
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রকাশক
মোহাঃ সাইদুর রহমান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট রুম নং-৫০), মালদহ।
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

গ্রন্থ স্বত্ব লেখকের

পঞ্চম প্রকাশ ১লা রামজান ১৪৩১ হিজরী

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

ঃঃ প্রাপ্তিস্থান ঃঃ
মোহাঃ সাইদুর রহমান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট রুম নং-৫০), মালদহ।
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১। তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা | ১ |
| ২। আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন! | ৩ |
| ৩। তাবলিগী জামাআত কি বলিতে চায়? | ৪ |
| ৪। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব বলিয়াছেন | ৫ |
| ৫। থানুবী সাহেবের শিক্ষা সম্পর্কে | ৭ |
| ৬। এই সেই 'বেহেশ্‌তী জেওর' | ১২ |
| ৭। উলামায়ে ইসলামের ফতোয়া | ১২ |
| ৮। ইলিয়াস সাহেবের প্রথম পীর | ১৪ |
| ৯। ইলিয়াস সাহেবের দ্বিতীয় পীর | ২০ |
| ১০। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা 'কাসেম নানুতুবী | ২১ |
| ১১। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য | ২২ |
| ১২। সর্বত্র বিচ্ছেদের আগুন জ্বলিতেছে | ২৪ |
| ১৩। ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতেছে | ২৬ |
| ১৪। ওহাবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব | ২৭ |
| ১৫। ভারতে ওহাবী মতবাদ | ২৯ |
| ১৬। উলামায়ে দেওবন্দের ওহাবী হইবার স্বীকৃতি | ৩১ |
| ১৭। নজদী ফিৎনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী | ৩২ |
| ১৮। নজদের বাদশার সহিত চুক্তি | ৪৬ |
| ১৯। ইংরেজরা আর্থিক সাহায্য করিয়াছিল | ৪৯ |
| ২০। হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের সহিত সুসম্পর্ক | ৫৫ |
| ২১। কত বড় ধোকা বাজ! | ৫৮ |
| ২২। একটি জটিল প্রশ্ন | ৬০ |
| ২৩। তাবলীগের নামে বিদেশে ব্যবসা | ৬৪ |
| ২৪। শাহ সাহেবের শেষ কথা | ৮৩ |
| ২৫। আরো একটি গুপ্ত সহস্য | ৮৬ |
| ২৬। হযরতজীর চরিত্র দেখুন! | ৯৪ |
| ২৭। তাবলিগী জামায়াতের কৌশল | ৯৮ |
| ২৮। মাওলানা ইউসুফের নাম চিঠি | ১০২ |
| ২৯। মাওলানা ইউসুফের উত্তর | ১০৩ |
| ৩০। একটি ছোট সমীক্ষা | ১০৪ |
| ৩১। তাবলিগী জামাআতের জঘন্য পরিকল্পনা | ১০৮ |
| ৩২। এক ভুঁইফোড় ঐতিহাসিক | ১১৭ |
| ৩৩। ফুরফুরা পন্থীদের ধারনায় 'তাবলিগী জামাআত' | ১২১ |
| ৩৪। ফুরফুরা পন্থীদের বর্তমান অবস্থা | ১২৬ |
| ৩৫। এখন প্রতিরোধের উপায় কি? | ১৩৬ |


pdf By Syed Mostafa Sakib

## পুস্তক লিখিবার পূর্বকথা

'তাবলিগী জামায়াত' কমবেশি প্রায় ভারতের সর্বত্র পৌঁছিয়া গিয়াছে। শত শত মানুষ ইহাদের সম্পর্কে সম-অবগত হইতে না পারিয়া এবং ইহাদের বাহ্যিক কিছু ভাল আমল দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। এই জামায়াত প্রাথমিক অবস্থায় কোন মতভেদী মসলা সম্পর্কে আলোচনা করে না। অনুরূপ ইহারা নিজেদের আসল আক্বায়েদ কাহাকেও জানিতে দেয়না। কেবল কিছু ইসলামী আমল সম্পর্কে আলোচনা করিয়া থাকে। ইহারা আরো বলিয়া থাকে যে, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কালেমার দাওয়াত দেওয়া এবং নামাযী বানানো। কে কোন পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকে এবং কে উঠায় না, কে নাভীর নিচে হাত বাঁধিয়া থাকে এবং কে বাঁধে না, কে আমীন জোরে বলিয়া থাকে এবং কে আস্তে বলিয়া থাকে ইত্যাদি আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে সাধারণ মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন মানুষের উপর ইহাদের পূর্ণ প্রভাব পড়িয়া যায়, তখন তাহাদের নিকট আসল আক্বায়েদ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় মানুষ এমনই মত্ত হইয়া যায় যে, ইহাদের বাতিল আক্বীদাহকে ইসলামী আক্বীদাহ বলিয়া গণ্য করিয়া ফেলে। শত শত মানুষ যাহারা মীলাদ, ক্বিয়াম, উরূস ও ফাতেহা ইত্যাদি ইসলামী কাজ পালন করিতেন, তাহারা আজ এই কাজগুলিকে অনৈসলামিক বলিয়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি যে ভক্তিশ্রদ্ধাকে ঈমানী জিনিস বলিয়া গণ্য করিতেন, আজ সেইগুলিকে অনৈসলামিক ধারনা বলিয়া গণ্য করিতেছেন। ফলে মিলনের পরিবর্তে সমাজে বিচ্ছেদ ও অশান্তির আগুন জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৫ শে অক্টোবর ১৯৯৪ সালে আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শাইখুল হাদীস মাওলানা মোমতাজুদ্দীন সাহেব কিবলা ও মুফতী আয়েজুল হক সাহেব কিবলা 'তাবলিগী জামায়াত' সম্পর্কে একমাসের মধ্যেই একটি পুস্তক প্রণয়নের জন্য বাধ্য করিয়াছেন। হাতে কয়েকটি জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও আজ ৩১.১০.১৯৯৪, সোমবার সকালে শাহানশাহে দো জাঁহার প্রতি দরুদ, সালাম পাঠ করতঃ মহান আল্লাহর নামে লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

*ইতি - মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী*

## তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা

তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব আজ হইতে ১১২ বৎসর পূর্বে ১৩০৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এগারো বৎসর বয়সে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহীর নিকটে বায়েত গ্রহণ করেন। ১৩২৩ হিজরীতে গাংগুহী সাহেবের ইন্তেকালের পর দ্বিতীয়বার মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠীর নিকট বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য এখানে সামান্য বলিয়া রাখাই ভাল যে, ইলিয়াস সাহেবের এই সেই দুই আধ্যাধিক গুরু, পীর ও মুর্শিদ রশীদ আহমাদ গাংগুহী ও খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠী। যাহাদের প্রতি উলামায়ে ইসলাম কাফের বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। ১৩৩৪ সালে ইলিয়াস সাহেব একটি পঞ্চায়েত গঠন করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম 'তাবলিগী জামায়াত'-এর ভিত্তি স্থাপন হয় এবং ছয় উসুল বা ধারার মাধ্যমে জামায়াতের কাজ পরিচালিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। যথা, ১) কালেমা শুদ্ধ করিয়া পাঠ করা, ২) নামায শুদ্ধভাবে আদায় করা, ৩) ইল্‌ম ও জিকির হাসেল করা, ৪) মুসলমানের সম্মান করা, ৫) নিয়াত শুদ্ধ করা, ৬) সময় ব্যয় করা [১]। ১৩৫১ হিজরী হইতে তাবলীগের কাজ আঞ্চলিকভাবে আরম্ভ হইয়া যায় এবং ১৩৫৬ হিজরী হইতে বিভিন্ন স্থানে জামায়াত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ১৩৬০ হিজরীতে একটি বড় ইজতেমা হইয়াছিল। ইহার পর হইতে জামায়াত ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়া ফেলে। ১৩৬৩ হিজরীতে মাওলানা ইলিয়াস পরলোক গমন করেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৩২ পৃষ্ঠা হইতে ১৫২ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াস সাহেবের ইন্তেকালের পর যখন তাঁহার মৃতদেহ ময়দানে আনা

[১] মাওলানা জাকারিয়া সাহেব আরো একটি উসুল বা ধারা বাড়াইয়া দিয়াছেন যে, উল্লেখিত ছয়টি উসুল বা ধারার বাহিরে কোন কথা না বলা। (তাবলিগী জামায়াত পার ইতেরাজাত পৃষ্ঠা ৪৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়াছিল, তখন মাওলানা জাকারিয়া সাহেব ও মাওলানা ইউসুফ সাহেব সমবেত মানুষকে সম্বোধন করিয়া কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতটি পাঠ করিয়া শোনাইয়া ছিলেন- "অমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বদ খালাত মিন ক্বাবলি হির রসূল।" (দ্বীনী দাওয়াত ১৮৬ পৃষ্ঠা) অনুরূপ ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্বে দিল্লিতে তাহার মৃত্যু সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু মানুষ সমবেত হইয়াছিল। তখনও মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেব মসজিদের নিচে একটি বৃক্ষতলে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করতঃ একটি ভাষণ দিয়াছিলেন। (দ্বীনী দাওয়াত ১৮১ পৃষ্ঠা) প্রকাশ থাকে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদীয়াল্লাহু আনহু সাহাবাগণের সম্মুখে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। আয়াতটির অনুবাদ ঃ- "এবং মোহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তাঁহার পূর্বেও বহু রসূল চলিয়া গিয়াছেন।"- চিন্তা করিবার বিষয়, আয়াতের অর্থ ও মর্মার্থ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যুর পর বারবার ঐ আয়াত পাঠ করা হইয়াছিল কেন! উক্ত আয়াতে সরাসরি মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। কোরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সমস্ত আয়াত নির্বাচন না করিয়া ঐ আয়াতটি নির্বাচন করা হইয়াছিল কেন! হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পর হইতে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার সাহাবা, ওলী, গওস, কুতুব, পীর দরবেশ ইন্তেকাল করিয়াছেন। কিন্তু কাহারো ইন্তেকালের পর ঐ আয়াতটি পাঠ করা হয় নাই। যে আয়াত রসূলুল্লাহর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়া ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম হুযূরের ইন্তেকালে তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। সেই আয়াত ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যুর পর পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে কি ইহাই নয় যে, উলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলিগী জামায়াতের মানুষেরা তাহাকে একজন নবীর ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। কারণ ইলিয়াস সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাবলীগের হুকুম আমার প্রতি ইলহামে হইয়াছিল। (মালফুজাতে ইলিয়াস ৫০ পৃষ্ঠা)



## আপনি অবশ্যই মনে রাখিবেন!

কেহ এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে না যে, আসুন আমি আপনাকে ধোকা দিব। বরং ধোকাবাজ প্রথমে অত্যন্ত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কায়েম করিবার পর ধোকা দিয়া থাকে।

❊ কেহ কাউকে এই বলিয়া বিষপান করাইতে পারে না যে, আসুন আমি আপনাকে বিষ পান করাইয়া চির নিদ্রায় শোয়াইয়া দিব। বরং বিষদাতা গোপনে মধুর সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিয়া থাকে।

❊ যখন শিকারী শিকার করিবার ইচ্ছা করে, তখন সে পাখির বোল বলিতে থাকে। অথচ শিকারীও একজন মানুষ। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সাময়িক পাখি হইয়া যায়।

❊ হাতির দুইটি বড় দাঁত দূর হইতে দেখ যায়। কিন্তু ঐ দাঁত দিয়া সে খায় না। যে দাঁত দিয়া খায়, সে দাঁত কিন্তু দেখা যায় না। অনুরূপ কিছু মানুষ মনের কথা গোপন রাখিয়া মুখে অন্য কথা প্রকাশ করিয়া থাকে।

❊ কোন ব্যক্তি এই বলিয়া ইসলামের মধ্যে নতুন দল আবিষ্কার করেনা যে, আসুন আমি ইসলামের মধ্যে নতুন দল করিতেছি। আপনারা আমার সঙ্গী হইয়া যান। বরং সে ইসলামের মধ্যে দলাদলি করিবার পূর্ণ বিরোধিতা করিবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নতুন দল করিয়া থাকে।

❊ আমাদের শত্রুদেশের গুপ্তচর এই বলিয়া গুপ্তচরী করিতে আসিবে না যে, আমি আপনাদের দেশে গুপ্তচর হিসাবে আসিয়াছি। বরং সে আমাদের কাছে থাকিয়া আমাদের শিকড় কাটিয়া দিবার চেষ্টা করিবে।

❊ হাদীস অস্বীকারকারী কখনই এই বলিয়া মুসলমানদের ডাকিবে না যে, আমি হাদীস অস্বীকার করিয়া থাকি, আপনারা আমার সঙ্গী হইয়া যান। বরং মির্জা গোলাম আহমাদ করিয়ানীর ন্যায় নিজের পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের হাদীস লিখিয়া ধোকা দিবার চেষ্টা করিবে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

❋ কেহ এই বলিয়া নিজের মাল বিক্রয় করে না যে, আমার মাল খারাপ। বরং নিজের মালকে সমস্ত মাল অপেক্ষা ভাল বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

❋ উপরের কথাগুলি হইতে ইহাই প্রমাণ হইয়া গেল যে, যদি কোন জামায়াত বাহ্যিক ভাল কথা বলে অথবা ভাল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে উহা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত হইবে না। বরং ভাল করিয়া যাঁচাই করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ, অনেক সময় রাহবার হইয়া রাহজানী করিয়া থাকে, পথ প্রদর্শক হইয়া কুপথে লইয়া যায়।

## তাবলিগী জামায়াত কি বলিতে চায়?

অধিকাংশ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, শহর ও গ্রামের মসজিদে ইমামের সালাম ফিরাইবার পর দুই-একজন মানুষ দাঁড়াইয়া বলিতে থাকে, আপনারা নামাযের পর কিছুক্ষণ বসিয়া যাইবেন। আমরা সবাই আল্লাহ ও রসূলের কথা বলিব। তারপর নামায শেষ করিয়া উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি 'তাবলিগী নিসাব' নামী কিতাবটি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তারপর উহারা দলবদ্ধ হইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া মানুষকে মসজিদে আসিবার দাওয়াত দিয়া থাকে। উহারা প্রাথমিক ভাবে বলিয়া থাকে যে, ১) মানুষকে কালেমা শিখাইয়া আল্লাহ তাআলার স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। ২) উহাদিগকে খোদার ঘরে আনিয়া ইসলামের কথা শুনাইতে হইবে। ৩) উহাদের নামাযে অভ্যস্ত করিয়া দিতে হইবে এবং মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগ করিবার প্রেরণা দিতে হইবে ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, এই উদ্দেশ্যগুলি নিঃসন্দেহে ভাল, ইহাতে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। তাবলিগী জামায়াতের আমীরগণ যাহাই প্রকাশ করুন না কেন! সাধারণ মানুষ উহাদের সম্পর্কে যাহাই ধারণা রাখুন না কেন! তাবলিগী জামায়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি! তাহা জানিতে হইলে ঐ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতার মতামত সংগ্রহ করিতে



হইবে। অন্যথায় আসল উদ্দেশ্যে পাওয়া যাইবে না। তাবলিগী জামায়াত প্রতিষ্ঠা করিবার পিছনে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

## মাওলানা ইলিয়াস সাহেব বলিয়াছেন

"হযরত মাওলানা থানুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব বড় কাজ করিয়াছেন। সুতরাং আমার আন্তরিক ইচ্ছা ইহাই যে, শিক্ষা হইবে তাঁহার এবং প্রচার মাধ্যম হইবে আমার তাবলীগ। এই প্রকারে তাহার শিক্ষা সবার নিকটে পৌঁছিয়া যাইবে।" (মালফুজাতে ইলিয়াস ৫৬-৫৭ পৃঃ) ইলিয়াস সাহেবের উক্তি হইতে প্রমাণ হয় যে, বর্তমান তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ইলিয়াস সাহেব। অতএব, যে সমস্ত দেওবন্দী আলেম ও তাবলিগী জামায়াতের মানুষ বলিয়া থাকে যে, ইহা নবীয়ানা কাজ এবং সাহাবাদিগের তারিকা, তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি নবী ও সাহাবাদিগের কাজ হইত, তাহা হইলে তিনি 'আমার তাবলীগ' বলিতেন না।

ইলিয়াস সাহেবের উক্তি হইতে আরো প্রমাণ হয় যে, আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচার করাই হইল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এইবার বলুন, যাহারা তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে বলিয়া থাকেন যে, ইহা একমাত্র দ্বীনের কাজ, তাহারা কত বড় ধোকাবাজ। প্রতিটি মানুষ নিজের উদ্দেশ্যে নিজেই নির্ধারিত করিতে পারেন। অতএব ইলিয়াস সাহেব তাহার উদ্দেশ্য তিনিই নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু আপত্তি এখানেই যে, তাবলীগের আমীরগণ ও ঐ জামায়াতের মানুষ ইলিয়াস সাহেবের উদ্দেশ্যকে গোপন করিয়া থাকেন কেন? কেন বলেন না যে, আমরা থানুবী সাহেবের শিক্ষা, মত ও পথকে প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। তাহা হইলে যাহারা থানুবী ভক্ত হইত,



pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহারা উহাদের সহিত যাইত এবং যাহারা থানুবী সাহের সম্পর্কে অবগত আছেন, তাহারা উহাদের কাছ থেকে দূরে থাকিবার সুযোগ পাইতেন। যে জামায়াত প্রথম অবস্থায় মানুষের ধোকা দিয়া থাকে, সে জামায়াত কি শেষ পর্যন্ত মানুষকে গন্তব্যস্থলে পৌছাইবে বলিয়া আশা করা যায়! আশা করি নিরপেক্ষ পাঠক পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্তমান 'তাবলিগী জামায়াত' না আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের , না উহার শিক্ষা কোরআন ও হাদীসের।

"ইলিয়াস সাহেব আরো বলিয়াছেন যে, হযরত থানুবী রহমাতুল্লাহির সহিত সম্পর্ক গাঢ় করিতে, তাঁহার বর্কাত হইতে উপকার লইতে, সেই সঙ্গেই পদোন্নতির চেষ্টায় অংশগ্রহণ করিতে এবং তাহার আত্মার সন্তুষ্টি বাড়াইবার জন্য সব চাইতে বড় এবং মজবুত মাধ্যম ইহাই যে, তাঁহার যথাযথ শিক্ষা ও নির্দেশের উপর দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া থাকা এবং ঐগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার চেষ্টা করা।" (মালফুজাতে ইলিয়াস ৬৭ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃতিটি চিৎকার করিয়া বলিতেছে যে, তাবলিগী জামাআতের মেহনত আল্লাহ ও তাঁহার রসূলরে সন্তুষ্টি লাভ করিবার জন্য নয়। বরং থানুবী সাহেবের রুহকে খুশি করিবার জন্য এবং তাঁহার শিক্ষা ও নির্দেশকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া দেওয়া। আল্লহ্ তাআলা সবাইকে ইনসাফ করিবার তাওফীক দান করেন।



# থানুবী সাহেবের শিক্ষা সম্পর্কে

ইলিয়াস সাহেব যে থানুবী সাহেবের আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং তাহার শিক্ষাকে সমাজে ব্যাপক চালু করিবার জন্য 'তাবলিগী জামায়াত' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজও উলামায়ে দেওবন্দ যে থানুবী সাহেবের মত ও পথ প্রচারের উদ্দেশ্যে তাবলীগের মাধ্যমে মেহনত করিতেছেন। সেই থানুবী সাহেব কে ছিলেন এবং তাহার শিক্ষা কি ছিল, সে সম্পর্কে কতিপয় নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) "আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের জনৈক মুরীদ বর্ণনা করিয়াছেন। আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, কালেমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' পাঠ করিতেছি। কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর স্থানে হুজুরের (থানুবী সাহেবের) নাম লইতেছি। এমতাবস্থায় আমার স্মরণ হইল যে, আমার ভুল হইতেছে। পুণরায় সঠিক ভাবে পড়িবার জন্য দ্বিতীয়বার কালেমা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অনিচ্ছায় রসূলুল্লাহর নামের পরিবর্তে 'আশরাফ আলী' বাহির হইয়া গেল। আমি জানিতেছি যে, ইহা আমার ভুল হইতেছে। কিন্তু আমার জবান আয়ত্তে না থাকিবার কারণে অনিচ্ছায় দুই-তিনবার এই প্রকার হইয়া গেল। ঘুম ভাঙিবার পর ভুল কালেমা সংশোধন করিবার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমি বলিতেছি, "আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়েদিনা অ নাবী আনা অ মাওলানা আশরাফ আলী।" অথচ আমি জাগ্রত অবস্থায় আছি। স্বপ্ন নয়। কিন্তু জবান আমার আয়ত্তে নাই। ইহার উত্তরে থানুবী সাহেব বলিয়াছেন- এই ঘটনায় সান্ত্বনা ছিল যে, তুমি যাহার দিকে ধাবিত হইয়াছ, তিনি (অর্থাৎ আমি) আল্লাহর সাহায্যে সুন্নাতের তাবেদার" (আল ইমদাদ ৩৫ পৃষ্ঠা সফর মাস, ১৩৩৬ হিঃ)

মুসলমান ঈমান শর্তে বলুন! থানুবী সাহেবের উত্তর কি সঠিক হইয়াছে?



pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি এই ঘটনাটি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদেয়ানীর দিকে সম্বোধন করিয়া কোন তাবলিগী জামায়াতের মানুষকে শোনানো হয়, তাহা হইলে বিনা চিন্তায় বলিয়া দিবে যে, ইহা কুফরী। কিন্তু থানুবী সাহেবের নাম দিয়া বলিলে অনেক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিবে। আমি পশ্চিম বাংলার বহু জেলায় বক্তৃতা কালে থানুবী সাহেবের নাম প্রকাশ না করিয়া শুধুমাত্র ঘটনাটি বলিয়া মতামত জানিতে চাহিয়াছি। বহু মানুষ কাফের হইবার ফতোয়া দিয়াছেন। কিন্তু যখনই থানুবী সাহেবের নাম প্রকাশ করতঃ মতামত জানিতে চাহিয়াছি, তখন অনেকেই ইনসাফ হারাইয়া নীরবতা পালন করিয়াছেন। কত বড় ধোকাবাজ মুরীদ যে, পীরের অসম্মান করিতে জবান কোন সময় আয়ত্তের বাহিরে যায় না। কিন্তু পীরকে নবী বলিয়া স্বীকার করিবার সময় জবান আয়ত্তে থাকে না। যদি মুহূর্তের জন্য মুরীদের ল্যাংড়া আপত্তি মানিয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীতে শান্তি বলিয়া কিছুই থাকিবে না। কারণ, আল্লাহ্ ও রসূল সম্পর্কে মানুষ যত বড় বেয়াদবী করুক না কেন! সবাই এই বলিয়া নির্দোষ হইয়া যাইবে যে, আমার জবান আমার আয়ত্তে ছিল না। যদি মুহূর্তের জন্য মানিয়া নেওয়া যায় যে, মুরীদের জবান আয়ত্তে ছিল না, তাহা হইলে পীরের কলম কি আয়ত্তে ছিল না? ইচ্ছাকৃত একটি কুফরী বাক্যের সমর্থনে কেন এই প্রকার উত্তর লিখিলেন? থানুবী সাহেবের উত্তর ইঙ্গিত করিতেছে যে, পীর ও মুরীদ কেহ বেহুঁশ ছিলেন না। থানুবী সাহেবের বলা উচিত ছিল যে, শয়তান তোমাকে ধোকা দিয়াছে। অবিলম্বে তওবা কর। অন্যথায় কাফের হইয়া যাইবে। যেহেতু কাসেম নানুতুবী সাহেব নবুওয়াতের দ্বার চির উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পর যদি কেহ নবী হয় তাহা হইলে তাঁহার শেষত্বে ক্ষতি হইবে না, সেইহেতু মনে হয়, এটাই ছিল থানুবী সাহেবের নবুওয়াত দাবি করিবার প্রথম পদক্ষেপ। থানুবী সাহেবের উত্তরটি ঈমান ও ইসলাম বিরুদ্ধ ছিল। ইহা কেবল উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কথা নয় বরং মাওলানা আহমদ সাঈদ আকবারাবাদী দেওবন্দী পর্যন্ত উহা



স্বীকার করিয়াছেন। জনাব আকবার আবাদী সাহেব থানুবী সাহেবের প্রতিবাদ করতঃ লিখিয়াছিলেন যে, উহার সোজা "উত্তর ইহাই ছিল যে, ইহা কুফরী বাক্য। শয়তান ও নফ্সের ধোকা। তুমি শীঘ্র তওবা কর। কিন্তু থানুবী সাহেব এই বলিয়া কথা বাড়াইয়া দিয়াছেন যে, আমার প্রতি তোমার অগাধ মুহাব্বাত। এই ঘটনাটি উহার ফল।" (বুরহান, ১০৭ পৃষ্ঠা, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৫২ সাল, সংগৃহীত তাবলিগী জামায়াত ৫৬ পৃষ্ঠা)

আরো একবার ইনসাফ করিয়া বলুন! যদি থানুবী সাহেবের এই কুফরী শিক্ষা তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হয়, তাহা হইলে উহাদের ঈমান ও ইসলামের পরিনাম কি ঘটিবে! অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, এই প্রকার প্রকাশ্য গোমরাহীর পরেও তাবলিগী জামায়াত জোর দিয়া থাকে যে, থানুবী সাহেবের শিক্ষা মুসলিম সমাজে ব্যাপক চালু করিতে হইবে।

(২) জনৈক ব্যক্তি থানুবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র জন্মের খুশিতে দাসী আযাদ করিবার কারণে আখেরাতে আবু লাহাবের ন্যায় একজন বিখ্যাত কাফের পর্যন্ত পুরস্কার পাইয়াছে। তাহা হইলে মুসলমান যদি হুযূরের পবিত্র জন্মের খুশি প্রকাশ করিয়া থাকে, সে সওয়াব পাইবে কিনা? ইহার উত্তরে থানুবী সাহেব বলিয়াছেন ঃ- "এই খুশি আমাদের জন্য জায়েজ হইত, যদি শরীয়তের দলীল খারাপ জিনিসগুলি নিষেধ না করিত। প্রকাশ থাকে যে, জায়েজ ও নাজায়েজের সমষ্টি নাজায়েজ হইয়া থাকে।" (কামালাতে আশরাফীয়া ৪৪৪ পৃষ্ঠা) থানুবী সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, হুজুরের জন্ম শরীফের খুশি প্রকাশ করা জায়েজ নয়। আর যে জিনিস জায়েয নয়, তাহার জন্য আখেরাতে কোন সওয়াবও নাই। দেওবন্দী জগতের হাকীমুল উম্মত থানুবী সাহেবের



pdf By Syed Mostafa Sakib

আরো একটি ফতোয়ার দিকে লক্ষ্য করুন।

থানুবী সাহেবের জীবনীকার এবং তাহার একজন অন্যতম মুরীদ খাজা আজীজুল হাসান নিজের সম্পর্কে লিখিয়াছেন- "একবার আমি লজ্জার সহিত থানুবী সাহেবকে বলিলাম, আমার অন্তরে সবসময় এই কথা মনে হয় যে, যদি আমি মহিলা হইয়া হুযুরের স্ত্রী হইতাম! এই ভালবাসার কথা যখন প্রকাশ করিলাম, তখন হুযূর অত্যন্ত খুশি হইয়া অস্বাভাবিক হাসিতে লাগিলেন এবং এই বলিতে বলিতে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিলেন- ইহা তোমার মুহাব্বাত। সাওয়াব পাইবে, সাওয়াব পাইবে।" (আশরাফুস সাওয়ানেহ্ খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা ২৮)

রাসুলুল্লাহর পবিত্র জন্মের খুশি প্রকাশ করা বা মীলাদ শরীফ করা না জায়েয। যাহা থানুবী সাহেব ফতোয়া দিয়াছেন। কিন্তু থানুবী সাহেবের প্রতি মুহাব্বাত করিলে এবং তাহার স্ত্রী হইবার অসভ্য আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে সাওয়াব পাওয়া যায়। মুসলমান ইনসাফ করিয়া বলুন, যদি থানুবী সাহেবের এই শিক্ষা তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হইয়া যায়, তাহা হইলে পরিণাম কি ঘটিবে! নামাযী হইবার পর কি নাজাতের আশা করা যাইবে? ইহার অপর নাম কি রসূল দুশমনী নয়? মানুষ যদি বেআমল হয়, তাহার সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু নবীর প্রতি যাহার ধারণা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সওয়াব দিয়ে তাহাকে সংশোধন করা সম্ভব নয়।

(৩) থানুবী সাহেব পুরুষগণকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন- "আক্বীকা, খাৎনা ও বিসমিল্লাখানির মজলিসে উপস্থিত হওয়া ত্যাগ করিয়া দাও। নিজের বাড়িতে এইগুলি করিও না এবং অপরের বাড়িতেও ঐ কাজের



জন্য শরীক হইও না। শবে বরাতের হালুয়া, মুহার্‌রামের খিচুড়ি নিজে করিবে না এবং ঐ কাজের জন্য অপরের বাড়িতে যাইও না।" (কসদুস্ সাবীল ২৫ পৃষ্ঠা)

থানুবী সাহেব মহিলাগণকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন- "ওলীগণের নিয়াজ ও ফাতেহা করিবে না। ..... 'বেহেশ্‌তী জেওর' একটি কিতাব রহিয়াছে। উহা পড়িয়া নিবে অথবা পড়াইয়া শুনিয়া নিবে এবং উহার প্রতি আমল করিবে।" (কসদুস্ সাবীল ২৬ পৃষ্ঠা)

"মৃত্যুর ৩, ১০, ২০, ৪০ তারিখে (মীলাদ শরীফ) পালন করা, উরূসে যাওয়া, বুজর্গদের জন্য মিন্নাত করা, ফাতেহা, নিয়াজ, ১১ই শরীফ ইত্যাদি পালন করা, প্রচলিত ভাবে মীলাদ শরীফ করা শবে বরাতের হালুয়া তৈরি করা ছাড়িয়া দিতে হইবে।" (কসদুস্ সাবীল, ৩১ পৃষ্ঠা)

সুখ ও দুঃখ দুই অবস্থায় মানুষ মানুষের পাশে গিয়া সম্পর্ক কায়েম করিয়া থাকে। থানুবী সাহেবের শিক্ষা অনুযায়ী যদি বর্ণিত জিনিষগুলি তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মুসলিম সমাজে ক্ষতি হইবে, না লাভ হইবে? অবশ্য আল্লাহ্ ও তাহার রসূল যদি ঐ জিনিসগুলি নিষেধ করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতাম। কোরআন, হাদীসের নির্দেশে যাহা নিষেধ নয়, থানুবী সাহেব তাহা নিষেধ করিবার অধিকার পাইলেন কোথা হইতে?



pdf By Syed Mostafa Sakib

# এই সেই 'বেহেশ্‌তী জেওর'

আপনি নিশ্চয় ভুলিয়া যান নাই যে, ইলিয়াস সাহেব থানুবী সাহেবের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তাবলিগী জামায়াত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। থানুবী সাহেবের শিক্ষার কিছু নমুনাও উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। থানুবী সাহেব শিক্ষা বা উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা 'বেহেশ্‌তী জেওর' অনুসরণ করিয়া চলিবে। বর্তমানে উলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলিগী জামায়াত প্রত্যেক মানুষের হাতে 'বেহেশ্‌তী জেওর' পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। এই কারণে 'বেহেশ্‌তী জেওর' হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন- "দূর হইতে কাহারো ডাকা, এই ধরণায় যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কাহারো নিকট সাহায্য চাওয়া, কাহারো সামনে নত হওয়া, অথবা ছবির মত দাঁড়াইয়া থাকা, আলী বখ্‌শ, হুসাইন বখ্‌শ, আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা, এই প্রকার কোন কথা বলা যে, আল্লাহ ও তাহার রসূল যদি চায়, তাহা হইলে অমুক কাজ হইয়া যাইবে।" (বেহেশ্‌তী জেওর খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৭, কুফর ও শির্কের বিবরণ) যদি থানুবী সাহেবের কথাগুলি সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে পাক-ভারত উপমহাদেশে হাজারে একজন মুসলমান পাওয়া কঠিন হইয়া যাইবে। সম্ভবত এই কারণে তাবলিগী জামায়াত কোন অমুসলিম মহল্লায় কালেমার দাওয়াত নিয়ে যায় না। বরং তাহারা মুসলিম মহল্লায় কালেমার দাওয়াত দিয়া থাকে। কারণ, তাহাদের ধারণায় অধিকাংশই কাফের মুশরিক হইয়া রহিয়াছে!



# উলামায়ে ইসলামের ফতোয়া

আপনি থানুবী সাহেবের শিক্ষা সম্পর্কে আংশিক অবগত হইয়াছেন। কিন্তু কতটুকু মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে থানুবী সম্পর্কে উলামায়ে ইসলামের ফতোয়া কি, তাহা জ্ঞাত করিয়া দেওয়া আমার একটি বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেছি।

থানুবী সাহেব হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের খোদা প্রদত্ত ইল্মে গায়েবকে অস্বীকার করতঃ লিখিয়াছেন- "যদি জায়েদের কথা অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তার উপর ইল্মে গায়েবের হুকুম দেওয়া যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য ইহাই যে, এই ইলমে গায়েবের অর্থ সম্পূর্ণ গায়েব, না আংশিক গায়েব। যদি সম্পূর্ণ গায়েব অর্থ হয়, তাহা হইলে উহা তো দলীলের বিপরীত হইবে। আর যদি আংশিক গায়েব অর্থ হয়, তাহা হইলে ইহাতে হুযূরের বিশেষত্ব কি রহিয়াছে! এই প্রকার ইল্মে গায়েব তো জায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল এমনকি প্রত্যেক 'জন্তু জানোয়ারেরও রহিয়াছে।" (হিফজুল ঈমান ১৫ পৃষ্ঠা)

থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান'-এর এই উক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অখন্ড ভারতের মুসলিম সমাজ দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র ইল্মকে জানোয়ারের ইল্মের সহিত তুলনা করিয়া থানুবী সাহেব নবুওয়াতের দরবারে চরম অপরাধী হইয়াছেন। যাহার কারণে উলামায়ে কিরামগণ ঐ আপত্তিকর উক্তি পরিবর্তনের জন্য তাহাকে বহু প্রেরণা দিয়াছেন। থানুবী সাহেব কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজের জিদের উপর অটল ছিলেন। উলামায়ে ইসলাম নিজেদের ইসলামী দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য হইয়া তাহাকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মক্কা ও মদীনা শরীফের মহান মুফতীগণ তাহার প্রতি যে কাফেরের ফতোয়া দিয়াছেন, সেগুলি 'হুসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনুরূপ অখন্ড



pdf By Syed Mostafa Sakib

ভারতের ২৬৮ জন আলেমের ফতোয়াগুলি 'আসসাওয়ারিমুল হিন্দীয়া' নামে মুদ্রিত রহিয়াছে। মোট কথা, থানুবী সাহেব ইসলাম জগতে কম কলঙ্কের মানুষ নহেন। থানুবী সাহেবের শিক্ষা সাধারণ মানুষ অতি সহজে গ্রহণ করিবেন না। থানুবী সাহেবের এই কুফরের কলঙ্ক মুছিবার জন্য এবং তাহার শিক্ষা সাধারণ মানুষের নিকট পৌছাইবার জন্য মাওলানা ইলিয়াস সাহেব তাবলিগী জামায়াত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন- "তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে থানুবীর শিক্ষা প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।"

## ইলিয়াস সাহেবের প্রথম পীর

মাওলানা ইলিয়াস সাহেব সর্বপ্রথম মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহীর নিকট বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইলিয়াস সাহেব স্বীয় পীর গাংগুহী সাহেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন-

"হযরত গাংগুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই যুগের কুতুব এবং মুজাদ্দিদ ছিলেন। মুজাদ্দিদের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, তাহার সমস্ত সংস্কারের কাজ তাহারই হাত দিয়ে প্রকাশ হইয়া যাইবে। বরং তাহার মানুষের দ্বারায় যে কাজ হইবে সেগুলিও মাধ্যম হইয়া তাহার কাজ হইবে।" (মালফুজাতে ইলিয়াস, পৃষ্ঠা ১২৩)

উল্লেখিত উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণ হয় যে, ইলিয়াস সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন, আমার পীর গাংগুহী মুজাদ্দিদ ছিলেন। তাহার তাজদিদী কাজের যে অংশ বাকি রহিয়া গিয়াছে তাহা আমার হাত দিয়া পূর্ণতা লাভ করিবে। এক কথায়, ইলিয়াস সাহেব নিজেকে মুজাদ্দিদ হইবার ভূমিকা নিয়াছেন। এখন জানিবার বিষয় যে, গাংগুহী সাহেব কেমন মুজাদ্দিদ ছিলেন এবং তাহার সংস্কারমূলক কাজ কি ছিল? এখানে নমুনা স্বরূপ গাংগুহী সাহেবের



কতিপয় কথা ও কর্ম উল্লেখ করা হইল ঃ-

১) হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পর হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতের ধারণা ইহাই যে, আল্লাহ তাআলা হুযূরকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' উপাধি দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম একমাত্র 'রহমাতুল্লিল আলামীন'। সৃষ্টির মধ্যে দ্বিতীয় কাহারো 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বলা জায়েজ নয়। কিন্তু গাংগুহী সাহেব বলিয়াছেন ঃ-

"রহমাতুল্লিল আলামীন' হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের জন্য খাস নয়। বরং আউলিয়া, আম্বিয়া ও উলামায়ে রব্বানীগণও 'রহমাতুল্লিল আলামীন' হইতে পারেন।" (ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ৯৬ পৃষ্ঠা)

কোনো জিনিসকে সঠিক স্থান হইতে হটাইবার নাম জুলুম বা অত্যাচার। কোরআন মাজীদ 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' এই বিশেষ উপাধিটি হুযূরের জন্য খাস করিয়া দিয়াছে। গাংগুহী সাহেব রসূলুল্লাহর নির্দিষ্ট সিফাত বা গুণকে জগদ্বাসীর প্রতি বন্টন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি বাস্তব করিয়াও দেখাইয়াছেন। তিনি তাহার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহর ইন্তেকালের পর হাজী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া "হায় রহমাতুল্লিল আলামীন, হায় রহমাতুল্লিল আলামীন" বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলেন। অনুরূপ থানুবী সাহেবের জীবনীকার থানুবী সাহেবকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন।" (আশরাফুস্ সাওয়ানেহ্ খঃ ৩ পৃঃ ১৫৩) পাঠক, নিশ্চয় এবার গাংগুহী সাহেবের কর্ম সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন। এইবার বলুন, যদি ইলিয়াস সাহেব তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে গাংগুহী সাহেবের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ইসলামের উন্নতি হইবে, না অবনতি হইবে?

২) হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পর হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানদের ধারণা ইহাই যে, হুযূর সার্কারে দোআলাম আল্লাহ তাআলার আখিরী পয়গম্বর। একমাত্র তাঁহার ইত্তেবা করিলে মানুষ হিদায়েত ও নাজাত পাইবে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, গাংগুহী সাহেব দৃঢ়তার সহিত



pdf By Syed Mostafa Sakib

দাবি করিয়াছেন যে, এই যুগে একমাত্র আমাকে ইত্তেবা করিলে হিদায়েত ও নাজাত পাইবে। যথা তিনি বলিয়াছেন, যাহা তাহার জীবনীকার লিখিয়াছেন ঃ "বার বার তাহার জবান হইতে বলিতে শোনা গিয়াছে যে, শুনিয়া রাখ! উহাই সত্য, যাহা রশীদ আহমাদের জবান হইতে বাহির হইয়া থাকে। আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, বর্তমান যুগে একমাত্র আমার ইত্তেবার মধ্যে হিদায়েত ও নাজাত রহিয়াছে।" (তাজকীরাতুর রশীদ খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১৭)

'হিদায়েত ও নাজাত একমাত্র আমার ইত্তেবার উপর নির্ভর করিতেছে' এই প্রকার দাবি একমাত্র পয়গম্বর করিতে পারেন। কিন্তু গাংগুহী সাহেব স্বয়ং পয়গম্বরগণের ন্যায় দাবি করতঃ বলিতে চাহিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন নাজাত নির্ভর করিতেছে নতুন হাদীর ইত্তেবার উপর। অবশ্য নায়েবে রসূল হইবার দিক দিয়া উলামাগণ ইত্তেবায়ে রাসূলের দাওয়াত দিতে পারেন। কিন্তু নিজের ইত্তেবার দাওয়াত দেওয়ার অধিকার কাহারো নাই। গাংগুহী সাহেবের উক্তি হইতে প্রমাণ হয় যে, তিনি উম্মাতের দরজায় থাকিতে সন্তুষ্ট নন। বরং নবীর স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছেন। হয়তো এখানে নিয়্যাতের প্রশ্ন আসিতে পারে যে, গাংগুহী সাহেবের নিয়্যাত খারাপ ছিল না। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ইলিয়াস সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া থানুবী ও গাংগুহী সাহেব পর্যন্ত প্রত্যেকেই নবুওয়াতের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। একজনের কথা হইলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। কিন্তু একই জামায়াতে একাধিক ব্যক্তির জন্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, পয়গম্বরকে উম্মাতের দরজায় এবং নিজেকে নবীর দরজায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই মুহূর্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে গাংগুহী সাহেবের কাজ পূর্ণতা লাভ করে, তাহা হইলে কাদিয়ানী ফিতনার ন্যায় আরো একটি নতুন ফিতনা ভারতের জমীনে জওয়ান হইয়া উঠিবে কিনা !



৩) পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রতি শতকে ৯০/৯৫ জন মানুষ উরুষ, ফাতিহা করিয়া থাকেন। অনুরূপ আউলিয়ায় কিরামগণের মাযারে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখিয়া থাকেন। এই প্রকার মানুষদের প্রতি ইসলামী জগৎ মুসলমান বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং উহাদের সহিত যুগ যুগ হইতে সমস্ত প্রকার ইসলামী সম্পর্ক করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গাংগুহী সাহেব উরুষ, ফাতিহা ইত্যাদি পালনকারী মানুষদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে জোর দিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন ঃ-

"যদি কোন ব্যক্তি কবরে চাদর চড়ায় এবং বুজর্গদের নিকট হইতে চাহায্য চায় অথবা বেদয়াতীরা উরুষ রসুম ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং ঐ জিনিসগুলি ভাল ধারণা করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই রকম মানুষের সহিত বিবাহ জায়েজ কিনা?

**উত্তর ঃ-** যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করিয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই ফাসেক এবং কাফের হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ইহার সহিত মুসলমান মহিলার বিবাহ দেওয়া এই কারণে নাজায়েজ যে, ফাসেকের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করা হারাম... এই প্রকার মানুষকে প্রথমে সালাম দেওয়া জায়েজ নয়। যদি ফিতনার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে দিবে। অসুস্থ হইলে উহাকে দেখিতে যাইবে না এবং জানাজাও পড়িবে না। যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে করিবে।" (ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ২ খণ্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা)

গাংগুহী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী যাহারা উরুষ, ফাতিহা, মীলাদ কিয়াম, জিয়ারত ইত্যাদি প্রচলিত মসলার উপর আমল করিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত বিবাহ দেওয়া, সালাম দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং উহাদের জানাজা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করা হইবে না। এখন যদি তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে গাংগুহী সাহেবের এই রীতি-নীতিগুলি পূর্ণতা লাভ করে, তাহা হইলে সমাজে ঐক্য বলিতে কিছুই থাকিবে কি ? এইবার ইলিয়াস সাহেবের উদ্দেশ্য কি ছিল ভাল করিয়া চিন্তা করুন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

৪) গাংগুহী সাহেব লিখিয়াছেন- "মুহার্রম মাসে হযরত হাসান, হোসাইন আলাইহিমাস সালামের শাহাদাৎ সম্পর্কে আলোচনা করা, যদিও উহা সহী হাদীস অনুযায়ী হয়, পথিকের জন্য পানির ব্যবস্থা করা, শরবত পান করানো, পানি ও শরবতের জন্য চাঁদা দেওয়া অথবা দুধ পান করানো সমস্ত নাজায়েজ এবং রাফিজীদের অনুকরণ হইবার কারণে হারাম।" (ফাতাওয়ায় রাশিদীয়া খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা১১১)

ইহা কাহারো অজানা নয় যে, প্রতি বৎসর মুহার্রম মাসে পাক-ভারত উপমহাদেশে হাজার হাজার স্থানে ইমাম হোসাইন রাদীয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত সম্পর্কে সভা হইয়া থাকে এবং সহী হাদীসের আলোকে তাঁহার ফাজায়েল বর্ণনা করা হইয়া থাকে। অনুরূপ তাঁহার ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শরবত, দুধ ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়া থাকে। জনাব গাংগুহী সাহেব এই পবিত্র ও নেক কাজগুলি হারাম বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য হইতে হয় যে, যিনি ইমাম হোসাইনের নামে ইসালে সওয়াবের শরবত ও দুধ হারাম বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। তিনি আবার হিন্দুদের হোলী ও কালীপূজা, দেওয়ালীর প্রসাদ খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ বলিয়াছেন। যথা -

প্রশ্ন ঃ- হিন্দু মানুষ হোলী অথবা দেওয়ালীর সময় মুসলমান ওস্তাদ, হাকীম ও খাদেমকে পুরী অথবা অন্য কোন খাদ্য উপঢৌকন দিয়া থাকে। মুসলমানদের জন্য ঐ জিনিসগুলি নেওয়া এবং খাওয়া জায়েয, না নাজায়েয?

উত্তর- জায়েয। (ফাতোয়ায় রশিদীয় ৪৮৮ পৃষ্ঠা) গাংগুহী সাহেবের আরো একটি ফতোয়া দেখুন।

প্রশ্ন ঃ- যে স্থানে দেশী কাক খাওয়া অধিকাংশ মানুষ হারাম বলিয়া থাকে এবং ভক্ষণকারীকে নিন্দা করিয়া থাকে, এই রকম স্থানে ঐ কাক ভক্ষণকারীর সওয়াব হইবে, না আযাব হইবে?

উত্তর- সওয়াব হইবে। (ফাতোয়ায় রাশিদীয়া পৃষ্ঠা ৪৯২)



ইমাম হোসাইন রাদীয়াল্লাহু আনহুর ইসালে সওয়াবের পানি, শরবত ও দুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, উহা পান করা ইত্যাদি গাংগুহী সাহেবের নিকট কঠিন হারাম। কিন্তু হিন্দুদের যে পানি সুদের পয়সাতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান করা জায়েজ বলিয়া গাংগুহী সাহেব ফতোয়া দিয়াছেন। অনুরূপ তাহার ফতোয়ায় কালীপূজার প্রসাদ খাওয়াও জায়েজ। [১] কেবল তাই নয়, কালো কাক যাহা আমাদের দেশে উড়িয়া থাকে, তাহাও পর্যন্ত গাংগুহী মাযহাবে হালাল। এইবার নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এইগুলি কি ইমাম হোসাইনের প্রতি দুশমনী নয়? গাংগুহী সাহেবের সমস্ত দাস্তান জানিতে হইলে দফতরের প্রয়োজন হইবে। - ইলিয়াস সাহেব গাংগুহী সাহেবের এই সমস্ত কাজ তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিবার কল্পনায় সারা জীবন মেহনত চালাইয়া গিয়াছেন। আজও সেই মেহনত চলিতেছে পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু এইগুলি কালেমা ও নামাযের আড়ালে থাকিবার কারণে সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

[১] গাংগুহী সাহেব কালীপূজার প্রসাদ খাওয়া জায়েজ বলিয়াছেন। হুসাইন আহমদ মাদানী কালীপূজা করিতে প্রেরণা দিয়েছেন। যথা, 'হিন্দুরাজ আওর মুসলমান' নামক পুস্তকে ৩২ পৃষ্ঠায় আছে - "হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, পারসী ইত্যাদি সবাই আপসে মিলিত ভাবে হোলী, দেওয়ালী, দশরা, মুহার্‌রাম, গুরু নানকের জন্মদিন এবং বড়দিন আনন্দ সহকারে পালন করিবে।" এই পুস্তকের সমর্থনে হুসাইন আহমাদ মাদানী ৫ই জানুয়ারী ১৯৫১ সালে লিখিয়াছেন- "আমার নিকটে এই পুস্তিকাটি দেশের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমার বিশ্বাস, যদি দেশের মানুষ উহার প্রতি আমল করে, তাহা হইলে দেশ অতি শীঘ্র আগে বাড়িবে।" (সংগৃহীত ইলিয়াসী জামাত, ১২ পৃষ্ঠা)



pdf By Syed Mostafa Sakib

# ইলিয়াস সাহেবের দ্বিতীয় পীর

রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেবের ইন্তেকালের পর মাওলানা ইলিয়াস সাহেব মাওলানা খলীল আহমদ আম্বেঠীর নিকট বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। খলীল আহমাদ সাহেব দেওবন্দী জগতের একজন দেবতা। তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে কেবল একটি উদ্ধৃতি প্রদান করাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের ইল্‌ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌মকে বেশি বলিতেন। কেবল তাই নয়, শয়তান অপেক্ষা হুযূরের ইল্‌মকে বেশি বলা শির্ক ধারণা করিতেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন- "শয়তান ও মালাকুল মাওতের এই বিস্তীর্ণতা অকাট্য দলিলে প্রমাণ হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিস্তীর্ণ ইল্‌মের স্বপক্ষে কোন্ অকাট্য দলিল রহিয়াছে? যাহাতে সমস্ত অকাট্য দলিল বাতিল করতঃ একটি শির্ক প্রমাণ করা হইবে।" (বারাহীনে কাত্মিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান ধারণা রাখে যে, সৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম। কিন্তু খলীল আহমাদ সাহেবের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী ইহাতে একমত হইয়া উক্ত 'বারাহীনে কাতিয়ার' সমর্থমে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আল্লাহর রসূলের প্রতি এই প্রকার জঘন্য উক্তি প্রকাশের কারণে উলামায়ে ইসলাম খলীল আহমাদ ও রশীদ আহমাদ সাহেবকে শরীয়তের সংবিধান অনুযায়ী কাফের বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। যাহা 'হুসামুল হারামাইন'ও 'আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।



# দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা 'কাসেম নানুতুবী'

ইলিয়াস সাহেবের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে ১২৯৭ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৯ সালে মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেব ইন্তেকাল করেন। ইলিয়াস সাহেব নানুতুবী সাহেবের যুগ না পাইলেও তাহার প্রতি ইলিয়াস সাহেবের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তিনি গাংগুহী ও আম্বেহঠীর ন্যায় নানুতুবীকেও একজন বুজর্গ বলিয়া জানিতেন। বর্তমানে উলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের মানুষেরা কাসেম নানুতুবীকে ফেরেশ্‌তা বলিয়া থাকেন। যথা, মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব বলিয়াছেন- "আমি হযরত মাওলানা নানুতুবীর দরবারে পঁচিশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছি। কখনো বিনা অজুতে যাই নাই। আমি তাহাকে মানুষরে উর্দ্ধে দেখিয়াছি। তিনি একজন নিকটস্থ ফেরেশ্‌তা ছিলেন। যাহাকে মানুষের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে।" (আরওয়াহে সালাসা ২৪০ পৃষ্ঠা).

কাসেম নানুতুবী সাহেব একটি ইসলাম-বিরোধী অভিমত প্রকাশ করিবার কারণে ইসলাম-জগতে কলঙ্ক হইয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন- "যদি মানিয়া নেওয়া যায়, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এরপর কোন নবী পয়দা হন, তাহা হইলে হুযূরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসিবে না।" (তাহ্‌জীরুলন্নাস ২৮ পৃষ্ঠা)

পবিত্র ক্বোরআন হুযূরকে 'খাতামান্নাবীঈন' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অনুরূপ হুযূর নিজেকে শেষনবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। হুযূরের পর হইতে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদী ইহাতে একমত যে হুযূরের পরে কোন নবী আসিবে না। যদি কেহ নবী বলিয়া দাবি করিয়া থাকে অথবা হুযূরের পর নবী আসা সম্ভব বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কাফের হইবে। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৯০১ সালে নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষনা



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বে ১৮৭২ সালে মাওলানা কাসেম নানুতুবী তাহজীরুন্নাসের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, হুযূরের পরে নবী হইলে তাঁহার শেষত্বে ক্ষতি হইবে না। ইহা হইতে পারে যে, 'তাহজীরুন্নাস' কিতাবটি ছিল নানুতুবীর নবী দাবী কারিবার পূর্বাভাষ অথবা মির্জাজীর নবী দাবি করিবার জন্য ছিল প্রেরণা স্বরূপ। তাই উলামায়ে ইসলাম নানুতুবীকে ক্ষমা করেন নাই। থানুবী, আম্বেহঠী ও গাংগুহীর ন্যায় কাসেম নানুতুবীকেও কাফের বলিয়া ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন। দেখুন, 'হুসামুল হারামাইন' ও আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া'।

## তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য

যেহেতু থানুবী হইতে নানুতুবী পর্যন্ত কেহ কুফরের কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহেন। থানুবী, আম্বেহঠী, গাংগুহী ও নানুতুবী প্রত্যেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশের মানুষের নিকট বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছেন। সেইহেতু সরাসরি উহাদের নাম দিয়া কোন কাজ করিলে সবাই সহজে তাহা স্বীকার করিবে না। যাহা ইলিয়াস সাহেব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি উহাদের নাম অপ্রকাশ রাখিয়া তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে কালেমা ও নামাযের আড়ালে নিজের বুজর্গদিগের কলঙ্ক মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইলিয়াস সাহেব তাহার বুজর্গদিগের কলঙ্ক মুছিবার জন্য তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যম অবলম্বন করিয়াছিলেন এই কারণে যে, সর্ব যূগে এক শ্রেণীর মানুষ বেনামাযী, এক শ্রেণীর মানুষ মদ্যপায়ী, এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম-কর্ম হইতে উদাসীন থাকে। যদি এই লোকগুলিকে কোন প্রকারে আয়ত্বে আনা যায়, তাহা হইলে তাহারা কোনদিন তাহাদের কাফের বলিতে সাহসী হইবে না। ইলিয়াস সাহেব আরো উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে যেমন তাহার



গুরুজনদের কলঙ্কমুক্ত করা সম্ভব হইবে, তেমনই ওহাবী মতবাদ প্রচার করা সহজ হইবে। বাস্তবে তাহাই হইতেছে। তাবলীগের মধ্যে আক্বায়েদ সম্পর্কে আদৌ আলোচনা হয় না। কেবল আমলের উপর গুরুত্ব দিয়া থাকে। কারণ, আক্বায়েদ সম্পর্কে আলোচনা করিলে সর্ব শ্রেণীর মানুষ তাহাদের সহিত যোগ দিবে না। মানুষ আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া যাইবে। কিন্তু আমলের কথা বলিলে এই ভয়টি থাকিবে না। তাই উহাদের মধ্যে সব জামায়াতের মানুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরে ভিন্ন জামায়াতে মানুষ থাকে না। সবাই তাবলিগী জামায়াতের মানুষ হইয়া যায়। শত শত মানুষকে দেখা গিয়াছে, তাহারা তাবলীগে যোগ দিয়া প্রাথমিক অবস্থায় নিজ মাজহাব অনুযায়ী আমল করিতেছে এবং নিজের পীরের সবকাদি যথা নিয়মে আদায় করিতেছে। কিন্তু যখন তাহাদের উপর তাবলীগের প্রভাব পড়িয়া গিয়াছে, তখন তাহারা সবকিছু ত্যাগ করিয়া তাবলিগী জামায়াতের তিন তাসবীহ্‌কে সব কিছু মনে করিয়া আমল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনি বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, যাহারা তাবলীগের মাধ্যমে প্রস্রাব, পায়াখানা, খাওয়া ওশোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু দোয়া শিখিয়াছে, তাহারা বড় বড় আলেমকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। অথচ এই দোয়াগুলি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয় যে, ঐগুলি শিক্ষা না করিলে অথবা যথাসময়ে পাঠ না করিলে ঈমান চলিয়া যাইবে। আক্বায়েদ বা ইসলামী ধারণাগুলি হইল ইসলামের মৌলিক বিষয়। আক্বায়েদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহারা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া রহিয়াছে। ইহারা আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কেরামগণের প্রতি যত ভক্তি-শ্রদ্ধা না রাখিয়া থাকে, তদপেক্ষা বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ও উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি। ইহাদের সম্মুখে ইলিয়াস সাহেব অথবা কোন দেওবন্দী আলেমের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আউলিয়া ও আম্বিয়াগণের দুশমনদের বিরুদ্ধে ইহাদের দেহের লোম পর্যন্ত খাড়া হইয়া থাকে না। উলামায়ে



pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দের বদ আক্বীদাহগুলি কিতাব খুলিয়া দেখাইয়া দিন, থানুবী, আম্বেহঠী, গাংগুহী ও নানুতুবীর কুফরী বাক্যগুলি শুনাইয়া দিন, দেখিবেন! আপনার কথা স্বীকার করা তো দূরের কথা, শুনিতেও পর্যন্ত প্রস্তুত হইব না।

## সর্বত্র বিচ্ছেদের আগুন জ্বলিতেছে

আপনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন, তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানের ঈমান ও আক্বীদাহ জবাহ হইয়া যাইতেছে। উহারা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের আড়ালে নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর আক্রমন করিতেছে। আবার কালেমা ও নামাযের আড়ালে মিল্লাত ও মাযহাবকে কতল করিতেছে। যাহারা নামায পড়ে না ও রোযা রাখে না, তাহাদের সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু যাহাদের ঈমান ও আক্বীদাহ খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সংশোধন করা অসম্ভব । যে ব্যক্তি নামায পড়িল না, সে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতিসাধন করিল। কিনতু যে ব্যক্তি নামায পড়িয়া ঈমান ও আক্বীদার বিরুদ্ধাচারণ করিল, সে অবশ্যই মাযহাব ও মিল্লাতের ক্ষতিসাধন করিল। চোখে ধূলা দিয়া কাহারো মাল লুঠ করিয়া নেওয়া অবশ্যই অপরাধ ও পাপের কাজ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় অপরাধ ও পাপের কাজ হইল- আমলের দোকান খুলিয়া দিয়া মুসলমানদের ঈমান লুঠ করিয়া নেওয়া। বাহ্যিকভাবে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে মসজিদে কিছু মুসাল্লী বেশি দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহাদের দ্বারা মসজিদের বাইরে হাজার হাজার মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদাহ জবাহ হইতেছে। যাহার কারণে সর্বত্র বিচ্ছেদের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের মনের মাঝে চরম অশান্তি বিরাজ করিতেছে। যেখানে তাবলিগী জামায়াতের প্রভাব পড়িয়াছে, সেখানে মতভেদের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পিতা-পুত্রের মধ্যে মতভেদ, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে মতভেদ, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পিতা মীলাদ কিয়াম জায়েয বলিতেছে।



পুত্র বলিতেছে উহা বেদআত। এক ভাই ফাতিহা, উরুষ জায়েয বলিতেছে। অপর ভাই উহা নাজায়েয বলিতেছে। এক পাড়ার মানুষ কবর জিয়ারত করিতে হইবে বলিতেছে। অন্য পাড়ার মানুষ উহার বিরোধীতা করিতেছে। কেহ বলিতেছে আউলিয়ায়ে কিরাম ও আম্বিয়া আলাইহি মুস্সালামগণের অসীলা দিয়া দোয়া চাওয়া জায়েয। কেহ বলিতেছে উহা শির্ক। এই প্রকার শত শত জিনিসে মতভেদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। উলামায়ে কিরামগণের প্রেরণায় যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যে সমস্ত জিনিস ইসলামের অঙ্গ বলিয়া পালন করিয়া আসিতেছিল, তাবলিগী জামায়েতের প্ররোচনায় সেই জিনিসিগুলি অন্ইসলামিক আচরণ বলিয়া এক শ্রেণীর মানুষ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

## ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতেছে

তাবলিগী জামায়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমটি হইল, উলামায়ে দেওবন্দের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা। দ্বিতীয়টি হইল, সারা বিশ্বে ওহাবী মতবাদ প্রচার করা। যেমন উলামায়ে দেওবন্দ বদ আক্বীদার কারণে পাক-ভারত উপমহাদেশে কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছেন, তেমনই ওহাবী সম্প্রদায় বদ আক্বীদার কারণে সারা পৃথিবীতে কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে না উলামায়ে দেওবন্দের নামে সংগঠন করা সম্ভব হইবে, না ওহাবীদের নামে সংগঠন করা সম্ভব হইবে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব নতুন কৌশল অবলম্বনে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে কালেমা ও নামাযের আড়ালে ওহাবী মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আজও ঐ জামায়াত ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতেছে। আমলের দ্বারা যেভাবে মানুষকে নিকটে আনা সম্ভব, সেভাবে আক্বীদার দ্বারা সম্ভব নয়। যদি কোন মানুষ বদ আক্বীদাহ হয় এবং বাহ্যিক আমল ভাল রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে মানুষ সহজে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। পরে বদ আক্বীদাহ প্রকাশ করিলেও মানুষ সহজে উহার



pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট হইতে দূরে সরিতে পারিবে না। বাস্তবে ইহা দেখাও যাইতেছে। হাজার হাজার মানুষ যাহারা ওহাবী মতবাদকে ঘৃণা করিত, ওহাবী সম্প্রদায়কে গোমরাহ জানিত। আজ তাহারা তাবলিগী জামায়াতের বাহ্যিক আমলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি তাবলীগের বড় বড় আলেম বর্তমানে নিজেদের ওহাবী বলিয়া গৌরব করিতেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করা সম্ভব হইতেছে না।

## ওহাবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব

মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নাজদীর মতালম্বীগণকে ওহাবী বলা হয়। ইসলামের মধ্যে যত ফিৎনা হইয়াছে, তন্মধ্যে ওহাবী ফিতনা সব চাইতে মারাত্মক। ওহাবী সম্প্রদায়ের সমূহ মতামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে। এখানে দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমাদ (নকলী) মাদানীর কিতাব 'আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব' হইতে ওহাবী সম্প্রদায়ের ইসলাম বিরুদ্ধ আক্বীদাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। যথা, মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন- "মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের নজ্‌দ্ নামক স্থান হইতে প্রকাশ হইয়াছে। যেহেতু তাহার বদ আক্বীদাহ- ভ্রান্ত ধারণা ছিল। এই কারণে সে আহলে সুন্নাতকে জোরপূর্বক তাহার মতাবলম্বী করিতে চাহিয়াছিল। সুন্নীদের সম্পদ জোরপূর্বক নেওয়া হালাল ধারণা করিত। উহাদের কতল করা সওয়াবের কাজ মনে করিত। আরববাসীকে বিশেষ করিয়া মক্কা ও মাদীনাবাসীকে অত্যন্ত নির্যাতন করিয়াছিল। পূর্ববর্তী বুজর্গদের সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহার কঠিন অত্যাচারে বহু মানুষ পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হাজার হাজার মানুষ তাহার এবং তাহার সৈনিকদের হাতে



শহীদ হইয়াছিল। মোট কথা, সে একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্তপিপাসু ও ফাসেক মানুষ ছিল। মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের ধারণা ছিল যে, সমস্ত মুসলমান মোশরেক ও কাফের। উহাদের হত্যা করা এবং উহাদের সম্পদ লুঠ করিয়া নেওয়া হালাল জায়েজ ও অয়াজেব। আজও নজদী ও উহার অনুসারীদের এই ধারণা রহিয়াছে যে, নবীগণ যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন হায়াতে ছিলেন মাত্র। ইন্তেকালের পর উহাদের অবস্থা এবং সাধারণ মুসলমানের অবস্থা ছিল সমান। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করিতে যাওয়া উহারা বেদআত হারাম ইত্যাদি বলিয়া থাকে। জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েয জানিয়া থাকে। এমনকি হুযূরের রওজা জিয়ারত করিবার জন্য সফর করা ব্যভিচারের সমপর্যায় বলিয়া থাকে। উহারা যদি মসজিদে নবুবীতে যাইত, তাহা হইলে আল্লাহর রসূলের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করিত না। এমনকি রওজা পাকের দিকে তাকাইয়া দোওয়া করিত না। জিয়ারত সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহারা সেগুলিকে মিথ্যা বলিত। উহারা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর শাফায়াত অস্বীকার করিয়া থাকে। উহারা রসূলপাককে নিজেদের ন্যায় ধারণা করিয়া থাকে। আরো বলিয়া থাকে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহর রসূলের কোন অধিকার নাই। আমাদের প্রতি তাহার কোন অবদান নাই। তাহার ইন্তেকালের পর তাহার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় নাই। এই কারণে হুযূরের অসীলা দিয়া দোয়া চাওয়া নাজায়েয বলিয়া থাকে। উহারা বলিয়া থাকে যে, আল্লাহর রসূল অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশি সাহায্যকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াইতে পারি। নবীর দ্বার এতটুকু সাহায্যও পাই না। উহাদের ধারণায় ইলমে মারেফাত, আউলিয়ায় কিরামগণের মুরাকাবা ইত্যাদি বিদআত ও গোমরাহী এবং আউলিয়ায় কিরামের কার্যকলাপ শির্ক ইত্যাদি বলিয়া থাকে। উহারা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুকরণ করা শির্ক বলিয়া থাকে। চার ইমাম এবং উহাদের অনুসরণকারীদের প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। হুযূর



pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর প্রতি বেশি দরূদ সালাম পাঠ করা ভীষণ অপছন্দ করিয়া থাকে। (আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব ৪২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার ৪র্থ খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠায় ওহাবীদের অমানুষিক অত্যাচার ও জঘন্য আক্বীদাহ সম্পর্কে বহু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এখানে সেগুলি উদ্ধৃত না করিয়া কেবল হোসাইন আহমাদ মাদানীর কলমকে নকল করিবার একমাত্র কারণ ইহাই যে, যাহাতে উলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলিগী জামায়াতের মানুষ ওহাবীদের আক্বীদাহ সম্পর্কে কোন প্রকার মতভেদ করিতে না পারেন।

## ভারতে ওহাবী মতবাদ

ভারতে সর্ব প্রথম ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন সাঈয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী ও তাঁহার শিষ্য মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী। যথা "ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমাদ।" (আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ১৯৯ পৃষ্ঠা) "বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ ছিলেন ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন নেতা।" (ইতিহাস কথা কয়, ১১৭ পৃষ্ঠা, লেখক মোহাম্মাদ মোদাব্বের, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১, প্রকাশনায় ইসলামি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ) মোদাব্বের সাহেব আরো লিখিয়াছেন - "সৈয়দ আহমাদ সবে মাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নতুন মন্ত্র- ওয়াহাবী মতবাদ।" (ইতিহাস কথা কয়, ১১৭ পৃষ্ঠা) উক্ত পুস্তকে আরো আছে- "মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমাদ ওয়াহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন।" (ইতিহাস কথা কয়, ১১৭ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী একজন জাহেল, মুর্খ মানুষ। সেই সঙ্গে ছিলেন ইংরেজদের পলিটিক্যাল এজেন্ট ও তদীয় গোত্রের ভন্ড পীর। মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবীর পৌত্র



এবং সেই যুগের স্বনামধন্য আলেম। ইনি সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীকে মূলত পরিচালনা করিতেন। ওহাবী মতবাদের অনুকরণে ইসমাঈল দেহলবী সাহেব একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যথাক্রমে পুস্তকটির নাম "তাকবীয়াতুল ঈমান"। এই পুস্তকটি অখন্ড ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদের প্রথম বীজ। তিনি কেবল পুস্তক লিখিয়া সমাপ্ত করেন নাই। বরং প্রকাশ্যে ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহার কারণে তাঁহার বংশের বড় বড় আলেম, বিশেষ করিয়া তাঁহার চাচা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেহেতু অখন্ড ভারত হানাফী প্রধান দেশ। সেই হেতু ইসমাইল দেহলবীর শিষ্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যান। একদল তাঁহার মতবাদ প্রকাশ্যে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ইহাদিগকে গায়ের মুকাল্লিদ বা লামাজহাবী বলিয়া থাকি। আর একদল তাঁহার মতবাদ পূর্ণভাবে মানিয়াছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী আমল করিতে থাকিলেন। ইহাদিগকে দেওবন্দী বলা হইয়া থাকে। শত্রু যদি প্রকাশ্যে সামনে আসিয়া থাকে তাহা হইলে সাবধান হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু শত্রু যদি বন্ধুর বেশে আসিয়া থাকে তাহা হইলে সাবধান হওয়া অসম্ভব হইয়া যায়। গায়ের মুকাল্লিদ লামাজহাবী সম্প্রদায় হানাফী মাজহাবকে যত ক্ষতি করিতে না পারিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণে বেশি ক্ষতি করিয়াছেন উলামায়ে দেওবন্দ। কারণ, ইহারা হানাফী বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন এবং হানাফী মাজহাব অনুযায়ী আমলও করিয়া থাকেন। যখন উলামায়ে দেওবন্দের আসল রূপ প্রকাশ হইয়া গেল তখন তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর সম্বন্ধে অপমানজনক উক্তি প্রকাশ করিবার কারণে কাফের বলিয়া কলঙ্ক হইয়া পড়িলেন। তখন মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ভিজা বিড়াল সাজিয়া তাবলিগী জামায়াত আবিস্কার করিয়াছিলেন। হায় আফসোস! আজ



pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামায়াতের আসল রূপ বুঝিতে না পারিয়া হাজার হাজার মুসলমান নিজেদের ঈমান ইসলামকে জবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন।

## উলামায়ে দেওবন্দের ওহাবী হইবার স্বীকৃতি

প্রথম অবস্থায় উলামায়ে দেওবন্দ ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন। তাহাদের কেহ ওহাবী বলিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। এমনকি প্রয়োজনে ওহাবীদের বদনাম করিতে পিছপা হইতেন না। যখন যুগো মুজাদ্দিদ, কলমের বাদশাহ, শায়খুল ইসলাম অল মুসলেমীন, ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াদিলেন, তখন হুসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব 'আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব' কিতাবে ওহাবীদের বদ আক্বীদাহ ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে প্রাণ খুলিয়া কলমের কালি ব্যয় করিয়াছেন। মাদানী সাহেবের উক্ত কিতাবখানা পাঠ করিলে কোন মানুষ উলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলিতে পারিবেন না। বর্তমানে উলামায় দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের বড় বড় আলেম নিজদিগকে ওহাবী বলিয়া গৌরব করিতেছেন। কিন্তু মানুষ তাবলিগী জামায়াতের প্রভাবে এমনই প্রভাবিত হইয়াছেন যে, তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। উলামায়ে দেওবন্দের খ্যাতনামা আলেম ও তর্কবাগীস মঞ্জুর নোমানী ও তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব এক বিশেষ মসলা আলোচনাকালে নিজেদের ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা, নোমানী সাহেব বলিতেছেন- "আমি আমার সম্পর্কে পরিষ্কার ঘোষণা করিতেছি, আমি বড় কঠিন ওহাবী।" (সাওয়ানেহে ইউসুফ, ১৯১ পৃষ্ঠা) ইহার উত্তরে মাওলানা জাকারিয়া সাহেব বলিতেছেন- "মৌলবী সাহেব! আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী।" (সাওয়ানেহে ইউসুফ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)



যদি কেহ নিজেকে খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে মুসলমান বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না। মঞ্জুর নোমানী ও জাকারিয়া সাহেব কোন সাধারণ আলেম নন। উলামায়ে দেওবন্দের ও তাবলীগের শীর্ষস্থানীয় আলেম। যখন তাহারা স্বেচ্ছায় ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন আমাদের বলিতে আর আপত্তি কোথায়? মুসলমান ঈমান শর্তে বলুন! মাদানী সাহেবের কলমে ওহাবীদের আক্বায়েদ যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে তাহারা কি মুসলমান! যদি দেহে এক বিন্দু ঈমানী রক্ত থাকে, তাহা হইলে কি কোন মানুষ ওহাবীদের মুসলমান বলিতে পারেন, না কোন মুসলমান তাবলিগী জামিয়াতের সমর্থন করিতে পারেন? হায়, হায়! কালেমা ও নামাযের লেবেল দেখিয়া হাজার হাজার মানুষ কি বিভ্রান্ত না হইতেছেন।

## নাজদী ফিৎনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী

ভবিষ্যৎ বক্তা হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাআইহি অসাল্লাম সাহাবাগণের সম্মুখে ঐ সমস্ত ফিতনার কথা আলোচনা করিয়া দিয়াছেন, যেগুলি কিয়ামতের প্রাক্কাল পর্যন্ত হইবে। ঐ ফিতনাগুলির মধ্যে নজদের ওহাবী ফিতনা অন্যতম। "হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদীয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম শাম ও ইয়ামান-এর জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। হে আল্লাহ! আমাদের শাম ও ইয়ামানে বর্কাত নাজিল কর। সাহাবাগণ বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের নজদে! হুযূর আবার বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের শাম ও ইয়ামানে বর্কাত নাজিল কর। সাহাবাগণ আবার বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের নাজদে! বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, "আমার ধারণা যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম তৃতীয় বারে বলিয়াছেন, ঐখান হইতে ভূমিকম্প ও ফিতনা হইবে। ঐখান হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে।" (বোখারী ২



pdf By Syed Mostafa Sakib

খণ্ড মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮২)

উল্লেখিত হাদীস হইতে বোঝা যায় যে, 'নজদ' বর্কাতময় স্থান নয়, বরং ফিতনা ফাসাদের স্থান। যেহেতু নজদ, আল্লাহর রসূলের দোআ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সেইহেতু উহা একটি অভিশপ্ত স্থান হিসাবে ধরিতে হইবে। 'নজদ' হইতে কোন সময় ভালোর আশা করা ভাগ্যের সহিত ঝগড়া করিবার নামান্তর। বর্ণিত হাদীস হইতে আরো বোঝা যায় যে, নজদ হইতে এমন এক ব্যক্তি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে, যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ কারী হইবে এবং নজদ হইতে শয়তানী ফিতনা বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িবে। নজদ মদীনা শরীফ হইতে পূর্বদিকে বর্তমান সৌদী আরবের রাজধানী রিয়ায শহর। এই নজদ বা রিয়ায শহর হইল মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর জন্মস্থান। এখান হইতেই ওহাবী ফিতনার সূত্রপাত হইয়াছে।

২) "হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদীয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া পূর্বদিকে হাতের ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন, ইহা ফিতনার স্থান। এখান হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে। বর্ণনা কারী বলেন, হুযূর এই কথা দুইবার অথবা তিনবার বলিয়াছেন।" (মুসলিম শরীফ খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৯৪)

৩) "হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পূর্ব দিকে মুখ করতঃ বলিয়াছেন, এখান হইতে ফিতনা উঠিবে, এখান হইতে ফিতনা উঠিবে, এখান হইতে ফিতনা উঠিবে, এখান হইতে শয়তানের শিং প্রকাশ হইবে।" (মুসলিম খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৯৩)

৪) "হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদীয়াল্লাহু আনহার ঘর হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন, এখানেই কুফরের ঘাটি হইবে, এখান হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে।" (মুসলিম খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৯৪)



উল্লেখিত হাদীসগুলি হইতে প্রমাণ হয় যে, নজদ কেবল ফিতনা ও শয়তানের দল বাহির হইবার স্থান নয় বরং কুফরের গড় হইবে। যদিও উপরের হাদীসগুলিতে নজদ-এর কথা উল্লেখ নেই। যেহেতু প্রথম হাদীসে নজদের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, সেই হেতু নজদ ছাড়া অন্য কোন স্থান হইবে না।

৫) "হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, অবিলম্বে আমার উম্মাতের মধ্যে মতভেদ ও ফিরকাবন্দী হইবে। একটি দল বাহির হইবে। তাহাদের কথা খুবই সুন্দর হইবে এবং কর্ম হইবে অত্যন্ত খারাপ। তাহারা কোরআন পাঠ করিবে। কিন্তু কোরআন গলদেশের নিচে নামিবে না। তাহারা দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুণরায় তাহারা দ্বীনের দিকে ফিরিতে পারিবে না, যতক্ষণ তীর ধনুকের দিকে ফিরিয়া না আসে। তাহারা স্বভাবের দিক দিয়া হইবে নিকৃষ্ট মাখলুক। তাহারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকিবে। কিন্তু দ্বীনের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যে তাহাদের সহিত লড়াই করিবে, সে হইবে আল্লাহ তাআলার নিকটস্থ বান্দা। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহাদের নিদর্শন কি হইবে? হুযূর বলিলেন, মস্তক মুন্ডা করা।" (মিশকাত ৩০৮ পৃষ্ঠা)

৬) "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, খোদার কসম আকাশ থেকে ঝাঁপ দেওয়া আমার জন্য সহজ। কিন্তু রসূলুল্লাহর নাম দিয়া মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, শেষ যুগে নওজোয়ান ও জাহেলদের একটি দল বাহির হইবে। কথাবার্তা বাহ্যিক ভাল বলিবে। কিন্তু ঈমান তাহাদের গলদেশের নিচে নামিবে না। তাহারা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে, যেমন তীর শিকারকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।" (বোখারী শরীফ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৪)

৭) "হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, শেষ যুগে পড়ুয়ার



pdf By Syed Mostafa Sakib

দল পিপীলিকার ন্যায় বাহির হইবে। ঐ যুগ যে পাইবে, সে যেন আল্লাহর নিকট উহাদের থেকে সাহায্য চায়।" (হুলইয়া, তাবলিগী জামায়াত ১৯৪ পৃষ্ঠা)

৮) "হযরত অবু সাঈদ খুদরী রাদীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুযূর গণীমাতের মাল বন্টন করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় বানু তামীম বংশের 'জুল খুয়াই সারাহ' নামী এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইনসাফ করিয়া কাজ করুন। হুযূর বলিলেন, তোমার সাহস দেখিয়া দুঃখ হইতেছে। যদি আমি ইনসাফ না করি, তাহা হইলে ইনসাফ কে করিবে? যদি আমি ইনসাফ না করিতাম, তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইতে। হযরত উমার বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন! আমি উহাকে কতল করিয়া দিব। হুযূর বলিলেন, উহাকে ছাড়িয়া দাও। উহার অনেক সঙ্গী রহিয়াছে। উহাদের নামায ও রোযা দেখিয়া তোমাদের নামায ও রোজাকে তুচ্ছ মনে করিবে। উহারা কোরআন পাঠ করিবে। কোরআন উহাদের গলদেশের নিচে নামিবে না। উহারা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে, যেমন তীর শিকারকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। (মিশকাত ৫৩৫ পৃষ্ঠা, বোখারী শরীফ ২ খণ্ড ২২৪ পৃষ্ঠা) এই ঘটনাটি অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপে আসিয়াছে।

৯) "এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে মোহাম্মাদ খোদাকে ভয় কর। হুযূর বলিলেন, যদি আমি আল্লার অবাধ্য হইয়া যাই, তাহা হইলে খোদার অনুগত কে হইবে? আল্লাহ্ পাক জগৎবাসীর জন্য আমাকে আমীন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি আমাকে আমীন বলিয়া স্বীকার কর না। জনৈক সাহাবী তাহাকে কতল করিবার অনুমতি চাহিলে হুযূর নিষেধ করিলেন। যখন সে চলিয়া গেল, তখন হুযূর বলিলেন উহার বংশ হইতে একটি জামাআত বাহির হইবে, যাহারা কোরআন পাঠ করিবে। কিন্তু কোরআন তাহাদের গলদেশের নিচে নামিবে না। তাহারা ইসলাম হইতে বাহির হইয়া



যাইবে, যেমন তীর শিকারকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহারা মুসলমানদের হত্যা করিবে এবং প্রতিমা পূজকদের ছাড়িয়া দিবে।" (মিশকাত ৫৩৫ পৃষ্ঠা)

১০) "হযরত আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, মাদীনা শরীফে এক বড় আবেদ জাহেদ যুবক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহর নিকটে তাহার নাম বলিলাম। হুযূর চিনিতে পারিলেন না। অতঃপর তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করিলাম। হুযূর চিনিতে পারিলেন না। সেই যুবক হঠাৎ একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর দরবারে আসিল। আমরা বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সেই যুবক। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন- উহার আকৃতিতে শয়তানী দাগ দেখিতে পাইতেছি। যুবক নিকটে আসিয়া সালাম দিল। হুযূর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইহা কি সত্য নয়? তুমি মনে করিতেছ যে, তোমার থেকে কেহ ভাল নাই। সে উত্তর দিল হ্যাঁ। তারপর সে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিল। হুযূর বলিলেন, কে উহাকে কতল করিতে পারিবে? হযরত আবু বাকার বলিলেন- আমি। কতল করিবার উদ্দেশ্যে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে নামাযের অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি এই চিন্তা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, একজন নামাযীকে কেমন করিয়া কতল করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম তো নামাযীকে কতল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হুযূর আবার বলিলেন- কে উহাকে কতল করিতে পারিবে? হযরত উমার বলিলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। কতলের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন সে সিজদার অবস্থায় রহিয়াছে। তিনি হযরত আবু বাকারের ন্যায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আবু বাকার যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আবার বলিলেন- উহাকে কে কতল করিতে পারিবে? হযরত আলী বলিলেন- আমি। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, যদি উহাকে পাও, তাহা হইলে তুমি উহাকে কতল করিতে পারিবে। হযরত আলী মসজিদে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন



pdf By Syed Mostafa Sakib

সে চলিয়া গিয়াছে। হুযূর বলিলেন, খোদার কসম, যদি তুমি উহাকে কতল করিতে পারিতে, তাহা হইলে আমার উম্মাতের ফিতনাকারীদের মধ্যে এই হইত প্রথম ও শেষ এবং আমার দুইজন উম্মাতের মধ্যে কোন দিন মতভেদ হইত না।" (ইবরীজ ২৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক, মোহতারাম মুসলমান! ধারাবাহিক দশটি হাদীস উদ্ধৃত করিলাম। আপনি একবার নয় একশত বার পাঠ করিতে পারেন। তবে ঈমান শর্তে ইনসাফের আলোকে রসূলে আরাবীর ভবিষ্যৎবাণীগুলি কতখানি সত্য ও সঠিক তাহা চিন্তা করুন। সূর্য পশ্চিম হইতে উদয় হইয়া পূর্ব দিকে অস্ত যাইতে পার। কিন্তু নবীর একটি কথা মিথ্যা হইতে পারে না। এইবার আপনি অনুসন্ধান করুন, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম যে দলের কথা বলিয়াছেন এবং যে জামায়াতের নির্দশনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, সেই জামায়াত আজ কোথায়? মুসলমান যাহাতে ঈমান বাঁচাইতে পারে, তাহার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বাতিল ফিরকার বিভিন্ন প্রকার নিদর্শনাবলী বলিয়া দিয়াছেন। যদি মানুষ নফসের গোলামী না করিয়া নিছক আল্লাহ ও তাহার রসূলকে সন্তুষ্ট করিতে চায় এবং হাদীসগুলির আলোকে ঈমান ও ইনসাফের নজরে তাকায়, তাহা হইলে দিবালোকের ন্যায় নজদী, ওহাবী জামায়াত অথবা তাবলিগী জামায়াতকে অবশ্যই দেখিতে পাইবে। আসুন, হাদীসের আলোকে সেই অভিশপ্ত সম্প্রদায়কে অনুসন্ধান করি। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার পূর্ব দিকে নজদ নামক স্থান হইবে ফিতনা ও কুফরের স্থান। এই পূর্ব দিক দিয়া মুসলমান নামী একটি জামায়াত বাহির হইবে। যাহারা কোরআন পড়িবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের গলদেশের নিচে নামিবে না। তাহারা মানুষকে কোরআন এবং দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিবে। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে তাহাদের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবে না। এইবার আপনি বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখুন, এই জামায়াত তাবলিগী জামায়াত ছাড়া দ্বিতীয় কোন জামায়াত নয়। বর্তমান তাবলিগী জামায়াতের একটি হাত রহিয়াছে দিল্লীতে, আর একটি হাত রহিয়াছে নজদে



অর্থাৎ বর্তমান রিয়াযে। সৌদী সরকারের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা রহিয়াছে এই জামায়াতের উপর।

হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, জুল খুয়াইসারাহ নামে যে মানুষটি আল্লাহর রসূলের সামনে বেআদবী করতঃ কথা বলিয়াছিল, সে লোকটি বাণী তামীম বংশের লোক ছিল। শেষ যুগে অভিশপ্ত জামায়াতটি তাহার বংশ ওহাবী সম্প্রদায় এই বাণী তামীম বংশ হইতে বাহির হইয়াছে। মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব ছিলেন বাণী তামীম বংশের মানুষ। যথা, আরবের বিখ্যাত ও বিশ্বস্থ ঐতিহাসিক আল্লামা জীনি দাহলান লিখিয়াছেন, "সব চাইতে পরিষ্কার কথা ইহাই যে, মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী বাণী তামীম বংশের মানুষ। এই কারণে খুবই সম্ভব যে, মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব জুলখুয়াই সারাহ তামীমীর বংশধর। যাহার সম্পর্কে বোখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদীয়াল্লাহু আনহু হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।" (আদ্ দুরার ৫১ পৃষ্ঠা)

হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, ঐ জামায়াতের চিহ্ন হইবে যে, তাহারা মানুষকে কোরআন এবং দ্বীনের দিকে আহ্বান করিবে। অথচ দ্বীনের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা স্বচক্ষে দেখিতে হইলে তাবলিগী জামায়াতের হালকা ও ইজতেমাগুলি দেখুন। মানুষকে দ্বীন ও কোরআনের দিকে দাওয়াত দিতে দিতে জবান শুকাইয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখুন! তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, উহাদের সমস্ত জিকির লোক দেখানো এবং দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ করিবার উদ্দেশ্য।

হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, তাহারা বাহ্যিক ভাল কথা বলিবে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আমল হইবে বিপরীত। এই হাদীসের সত্যতা যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে তাবলিগী জামায়াতকে লক্ষ্য করুন! উহারা যখন কথা বলিতে থাকে, তখন মনে হইয়া থাকে উহারা কতই না বিনয়ী। উহাদের মধ্যে কতই না লিল্লাহীয়াত রহিয়াছে। উহাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দ্বীন ইসলাম



pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রচার করা। কিন্তু উহাদের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করুন! উহারা হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানের ঈমানকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাওহীদের নামে রিসালাতের উপর আক্রমন করা, আল্লাহর আড়ালে রসূলুল্লাহকে ছোট করাই এই জামায়াতের নিদর্শন হইয়া গিয়াছে। এই জামায়াতের সাধারণ হইতে সাধারণ মানুষ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করিয়া থাকে। কোন সুন্নী আলেম যদি কোরআন হাদীসের আলোকে আল্লাহর প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই জামায়াতের মানুষ সহ্য করিত পারে না এবং বলিয়া থাকে যে, সুন্নীগণ আল্লাহর থেকে রসূলকে বড় করিয়া ফেলিতেছেন।

হাদীসে আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই জামায়াত মুসলমানদের রক্ত বহাইয়া দিবে। কিন্তু কাফের মোশরেকদের কিছু বলিবে না। এই কথার সত্যতা জানিবার জন্য পূর্বে উল্লেখিত হুসাইন আহমাদ মাদানীর কলমটি আরো একবার পাঠ করুন। ওহাবীরা মুসলমানদের রক্ত যেভাবে বন্যার ন্যায় বহাইয়া দিয়াছে, ইসলামের ইতিহাসে উহার নজীর পাওয়া কঠিন। ইহা তো হইল আরবের ওহাবীদের ইতিহাস। ভারতীয় ওহাবী তাবলিগী জামায়াতকে দেখুন! উহারা কোন অমুসলিমের নিকট কালেমার দাওয়াত লইয়া যায় না। বরং মুসলমানদের পল্লীতে কালেমার দাওয়াত লইয়া আসে এই কারণে যে, উহাদের ধারণায় ইহারা মুসলমান নয়। অমুসলিমের নিকটে কেন কালেমার দাওয়াত লইয়া যাওয়া হয় না, প্রশ্ন করিলে উহারা বলিয়া থাকে, "মুসলমানরা তো অমুসলমান হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।" আরো দেখিতে পাইবেন, যখন উহারা আপনাদের দুয়ারে আসিবে, তখন মনে হইবে উহারা অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও সোজা সরল মানুষ। কিন্তু অন্য সময় অথবা উহাদের এলাকায় উহাদের উগ্রতা, হঠকারিতা দেখিলে মনে হইবে হিংস্র জন্তু উহাদের নিকট হার মানিবে। উহারা বহু স্থানে সুন্নী আলেম ও সুন্নী বস্তীকে বয়কট করিয়া রাখিয়াছে। বহুস্থানে সুন্নী আলেমদের সভায় হাঙ্গামা বাঁধাইয়া সভা তছ্নছ্ করিয়া থাকে।



উল্লেখিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঐ জামায়াতের একটি নিদর্শন হইবে 'তাহলীক' অর্থাৎ মস্তক মুন্ডন করা। এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা জানিতে হইলে নিম্নের উদ্ধৃতিটি পাঠ করুন। যথা, 'হুযূরের বাণী যে, উহাদের খাস চিহ্ন হইবে মস্তক মুন্ডন করা। ইহা প্রকাশ্য ওহাবী ফিরকার মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ উহারা উহাদের অনুসারিদিগকে মস্তক মুন্ডন করিতে আদেশ দিয়া থাকে।" (আল ফুতুহাতুল ইসলামীয়া খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২৬৮)

'তাহলীক' শব্দের একটি অর্থ মস্তক মুন্ডল করা যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। আরবী ভাষায় 'তাহলীক' শব্দের মূল অক্ষর তিনটি। যথা, হে, লাম ও ক্বাফ। এই মূল অক্ষরগুলি দ্বারা গঠিত 'হাল্লাকা' শব্দের অর্থ 'চক্র দেওয়া'। অনুরূপ ঐ তিনটি মূল অক্ষর দ্বারা গঠিত 'তাহাল্লাকা' শব্দের অর্থ 'গোল হইয়া বসা'। (উলামায়ে দেওবন্দের নির্ভরযোগ্য অভিধান মিসমাহুল লোগাৎ পৃষ্ঠা ১৭২) মোট কথা, 'তাহলীক' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনটি অর্থ পাওয়া যাইতেছে। ১) 'মস্তক মুন্ডন' যাহা আরবের ওহাবীদের মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়াছে। ২) 'চক্র দেওয়া' এবং ৩) 'গোল হইয়া বসা। যাহা ভারতীয় ওহাবী তাবলিগী জামায়াতের মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া যাইতেছে। কারণ, তাবলিগী জামায়াতের কাজ হইল চক্র দেওয়া। উহারা স্থায়ীভাবে কোন স্থানে দাঁড়ায় না। আবার যখন উহারা কোন স্থানে অবস্থান করে, তখন গোল হইয়া বসে। কেবল গোল হইয়া বসে না বরং গোল হইয়া বসাই উহাদের নির্দেশ। আপনি ইনসাফের সহিত বলুন! বর্ণিত হাদীস তাবলিগী জামায়াতের উপর যথা অর্থে ফিট হইয়া যাইতেছে কিনা?

বর্ণিত হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, উহারা বাহ্যিকভাবে খুজু খুশু একাগ্রতার সহিত নামায পড়িবে এবং নামাযের এতই গুরুত্ব দিবে যে, অন্য মানুষ উহাদের নামাযের মুকাবিলায় নিজের নামাযকে তুচ্ছ মনে করিবে। এই লোক দেখানো ভাবটি তাবলিগী জামায়াতের ভিতরে এমনই প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে, যাহা কাহারো বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকার শত শত মানুষ রহিয়াছে, যাহারা পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া নামায পড়িয়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

আসিতেছে। অথচ তাহাদের কপালে লোক দেখানো দাগ নাই। কিন্তু তাবলীগের সহিত দুই চার চিল্লা দিয়ে আসা মানুষের কপালে বিরাট গাট্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, উহারা নিজের ইবাদাতের গৌরবে অপরকে অসম্মানের চোখে দেখিবে। বড় বড় আলেম এমনকি আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা এই জামায়াতের অভ্যাস হইবে। আপনি তাবলীগের দিকে লক্ষ্য করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন, উহারা বড় বড় আলেমকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। বিশেষ করিয়া তাবলীগের সহিত যে সমস্ত আলেম যোগাযোগ রাখেন না। ইহা বাস্তব সত্য হইলেও প্রমাণের জন্য মাওলানা শাহ্ আব্দুর রহিম দেওবন্দীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ - মাওলানা বলিয়াছেন, "আমি প্রত্যেক জুমআয় হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব মারহুমের খিদমতে উপস্থিত হইতাম এবং জামায়াতের বেলাগাম কর্মীদের সম্বন্ধে অভিযোগ করিতাম যে, অনেক সময় আমি নিজেই শুনিয়াছি ইহারা নীতির দিক দিয়া উলামাগণকে অসম্মান করিয়া থাকে। আপনি অতি শীঘ্র ইহাদের কঠিন ভাবে নিষেধ করুন। ইহাদের প্রতি আলেমদের চরম অভিযোগ রহিয়াছে।" (অসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ ৪৩ পৃষ্ঠা) মাওলানা আরো বলিয়াছেন, "কিন্তু আশ্চর্য কথা, যে ব্যক্তি তাবলিগী জামায়াতের যত নিকটবর্তী হইয়া যায়, সে ততই অন্য আলেমদের থেকে দূরবর্তী হইতে থাকে। এই প্রকার কেন? যে দুই চারটি চিল্লা দিয়াছে, তাহার কথা আর কি বলিব! সে উলামাদের পর্যন্ত কোন গুরুত্ব দেয় না।" (অসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ ৫০ পৃষ্ঠা) তাবলিগী জামায়াতের সাধারণ মানুষের কথা দেওবন্দী আলেমের জবানে শোনানো হইল। তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস সাহেবের কথা শুনুন। ইলিয়াস সাহেব তাহার জামায়াতের মানুষদের প্রেরণা দিতে গিয়া বলিয়াছেন- "যদি আল্লাহ তাআলা কাহারো দ্বারা কাজ নিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে নবীগণও



যতই চেষ্টা করুন না কেন, এক জর্রা নড়িবে না। আর যদি কাজ নিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তোমাদের মত দুর্বলের দ্বারা যে কাজ নিবেন, সে কাজ নবীগণের দ্বারা হইবে না। (মাকাতীবে ইলিয়াস ১০৭ পৃঃ) পাঠক ঈমান শর্তে বলুন! ইলিয়াস সাহেবের কথায় কি নবীগণকে ছোট করা হয় নাই?

হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দলের সহিত সোজা সরল কম বুঝের মানুষ ও নওজোয়ানের দল থাকিবে। তাবলিগী জামায়াতের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই জামায়াতের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত ও সোজা সরল যাহারা ভাল ধারণায় ঐ জামায়াতের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছেন। অনুরূপ স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও মুসলিম বস্তির নব যুবকের দলও ভাল ধারণায় উহাদের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছেন। উহাদের মধ্যে অনেকেই সোজা সরল হইবার কারণে জামায়াতের শিকার হইয়া গিয়াছেন। আবার অনেক যুবক অনবিজ্ঞতার কারণে ভুল বুঝিয়া উহাদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছেন। পরে জামায়াতের আসল রূপ জানিবার চেষ্টাও করেন নাই।

হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, শেষ যুগে পিপীলিকার ন্যায় পঙ্গুয়ার দল দেখিতে পাওয়া যাইবে। মিশকাত শরীফের একটি বর্ণনায় আসিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন- মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসিবে, মানুষ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলিবে। যখন সেই যুগ আসিবে তখন তোমরা তাহাদের নিকট বসিবে না। আল্লাহ এই প্রকার মানুষের কোন পরোয়া করেন না। হুযূরের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে তাবলীগের মাধ্যমে। তাবলিগী জামায়াত হইতে সাধারণ মানুষ দুই একখানা উর্দু ও বাংলা বই পড়িয়া মাওলানা হইয়া বসিয়াছেন। উহারা আমীর সাজিয়া দুই দশজনকে সঙ্গে লইয়া ঘোরাফেরা করিয়া থাকেন। পিপীলিকার ন্যায় সর্বত্র চলিতে ফিরিতে দেখা যায়। আবার এই জামায়াত মসজিদকে বৈঠকখানা করিয়া ফেলিয়াছেন। উপাসনালয়কে রান্নাঘর করিয়া লইয়াছেন। খাওয়া-শোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রকার দুনিয়াবী কাজের



pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য মসজিদকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হাদীস পাকে ঐ জামায়াতের আরো একটি নিদর্শন বলা হইয়াছে যে, হক্ব থেকে বাহির হইয়া যাইবার পর দ্বিতীয়বার হক্বের দিকে ফিরিবে না। আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখুন, তাবলিগী জামায়াতের সহিত যে লোকটির সম্পর্ক পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, আপনি শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে হক্বের দিকে ফিরাইতে পারিবেন না।

উল্লেখিত শেষ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনৈক যুবক রাসুলুল্লাহকে সালাম দেওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করিলে আল্লাহর রসূল তাহাকে কতল করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। হযরত আবু বাকার ও হযরত উমার রাদীয়াল্লাহু আনহুমার ন্যায় মানুষ, যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেন এবং চুল সমান তাঁহার বিপরীত চলিতেন না। সেই আবু বাকার ও উমার রাদীয়াল্লাহু আনহুমা যুবকের জাহিরী আমল দেখিয়া দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে কতল করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে শত শত সুন্নী মুসলমান তাবলিগী জামায়াতের জাহিরী আমল দেখিয়া দ্বিধাদগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছেন। উহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। কারণ, উহারা কেবল কালেমা ও নামাযের কথা বলিয়া থাকেন। কাহারো নিকটে কোন প্রকার সাহায্যও চান না। এই প্রকার মানুষকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কি সম্ভব? অবশ্য হযরত আলী রাদীয়াল্লাহু আনহু যিনি কতল করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করিবার পর যুবকের আসল রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল যে, সে আসলই কোন নামাযী ছিল না। বরং উম্মাতের মধ্যে ফাসাদকারী ইবলীস শয়তান। আপনি তাবলিগী জামায়াতকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। উহাদের ইবাদাতের আসল রহস্য প্রকাশ হইয়া যাইবে। তাবলিগী জামায়াতের জাহিরী আমল যথা, নামায, রোযা ইত্যাদি দেখিলে হইবে না। বরং উহাদের সম্পর্কে হাদীসে যে সমস্ত নিদর্শনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি লক্ষ্য করা একান্ত



জরুরী। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বহু নামাযীকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। "হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদীয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম খুৎবাহ পাঠ করিবার অবস্থায় বলিলেন- তোমাদের মধ্যে মুনাফিক রহিয়াছে। আমি যাহার নাম বলিব, সে যেন উঠিয়া যায়। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে অমুক উঠিয়া যাও, হে অমুক উঠিয়া যাও। এই প্রকারে ছত্রিশ জন মানুষকে বাহির করিয়াদিয়াছিলেন।" (খাসায়েসে কোবরা খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১০২)

উল্লেখিত হাদীস হইতে প্রমাণ হয় যে, মুনাফিক মুসল্লীকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সুন্নাত। "হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মাতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাতের প্রতি আমল করিবে, সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে।" (মিশকাত পৃষ্ঠা৩০) হাদীসের আলোকে প্রমাণ হইতেছে, তাবলিগী জামায়াত গোমরাহ বাতিল ফিরকাহ। উহারা ধর্মের নামে অধর্ম, দ্বীনের নামে বেদ্বীনী প্রচার করিতেছে। এই প্রকার মুনাফিক জামায়াতকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর সুন্নাত। এই সুন্নাতটি মুর্দা হইয়া যাইতেছে। যাহারা বাতিল ফিরকা তাবলিগী জামায়াতকে মসজিদ থেকে বাহির করিয়া সুন্নাত আদায় করিতে পারিবেন। ইনসাল্লাহ, তাহাদের আমল নামাতে একশত শহীদের সওয়াব লেখা হইবে। আল্লাহ সবাইকে এই সুন্নাতটি পালন করিবার তওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

## নজদের বাদশার সহিত চুক্তি

হাদীসের আলোকে আপনি নিশ্চয় অবগত হইয়াছেন যে, 'নজদ' একটি অভিশপ্ত স্থান। এই নজদ নামক স্থানে ওহাবী ফিরকার জন্ম হইয়াছে। বহুদিন হইতে ওহাবী ফিরকা নজদ তথা আরবের উপর রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে সৌদী সরকার ওহাবী। এই নজদী বা সৌদী সরকারের সহিত



pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সুসম্পর্ক ছিল। এমন কি ইলিয়াস সাহেবকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যথা, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সম্পর্কে লিখিয়াছেন- ১৯৩৮ সালে ইলিয়াস সাহেব হজ্ব করিতে গিয়া তাবলিগী জামায়াত লইয়া নজদের বাদশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। 'সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, প্রথমে নিজেদের উদ্দেশ্যগুলি আরবী ভাষায় লিখিয়া নজদের বাদশার নিকট জমা দিবে।" (দ্বীনী দাওয়াত ১০০ পৃঃ) ইহার পর নদবী সাহেব লিখিয়াছেন, "দুই সপ্তাহ পর (১৪ই মার্চ, ১৯৩৮ সালে) মাওলানা ইলিয়াস হাজী আব্দুল্লাহ দেহলবী, আব্দুর রহমান মাজহার ও মৌলবী এহতেশামুল হাসানকে সঙ্গে লইয়া বাদশার সহিত সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে মসনদ হইতে নামিয়া শুভাগমন জানাইয়া সম্মানী ভারতীয় অতিথিগণকে নিজের নিকটে বসাইয়া ছিলেন। উহারা তাবলীগের দরখাস্ত জমা দিয়াছিলেন। বাদশা প্রায় চল্লিশ মিনিট তৌহীদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পর মসনদ হইতে নামিয়া খুব সম্মানের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন।" (দ্বীনী দাওয়াত ১০০ পৃষ্ঠা) নদবী সাহেব সাহেব আরো লিখিয়াছেন "মৌলবী এহেতেশামুল হক তাবলীগের উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নোট করতঃ প্রধান বিচারপতি শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ বিন হাসানের নিকট জমা দিয়াছিলেন। মাওলানা ইলিয়াস ও মৌলবী এহতেশামুল হক সাহেব স্বয়ং বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উহাদের অত্যন্ত সম্মান করিয়াছিলেন। উহাদের প্রত্যেকটি কথার খুব সমর্থন জানাইয়া ছিলেন এবং মৌখিকভাবে উহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।" (দ্বীনী দাওয়াত ১০১ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলি কোন বেরেলবী কিতাব হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। বরং বর্তমান দেওবন্দীদের মুকুটমণি আবুল হাসান নদবীর কিতাব হইতে প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে দেওবন্দীদের দ্বিমতের অবকাস না থাকে। প্রকাশ থাকে যে, প্রধান বিচারপতি আব্দুল্লাহ-বিন-হাসান ছিলেন



মোহাম্মাদ-বিন-আব্দুল ওহাবের বংশধর। প্রিয় পাঠক ইনসাফ শর্তে বলুন, যদি তাবলিগী জামায়াতের উদ্দেশ্য ওহাবী মতবাদ প্রচার করা না হইত এবং উহাদের লিখিত দরখাস্তটি ওহাবী সরকারের মনোপুত না হইত, তাহা হইলে তাহারা কি ইলিয়াস সাহেবের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিত! তাবলিগী জামায়াত কোন্ মহান উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের দ্বারে আসিতেছে তাহা কি বুঝিবার বিষয় নয়! সাধারণ মানুষ ধারণা করিয়া থাকেন যে, কালেমা ও নামায শিক্ষা দেওয়াই তাবলিগী জামায়াতের শেষ কাজ। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং কালেমা ও নামাযের দাওয়াত উহাদের প্রাথমিক কাজ। যথা, ইলিয়াস সাহেব বলিয়াছেন, "কালেমা ও নামায শিক্ষা দেওয়া আমাদের সম্পূর্ণ সিলেবাসের 'আলিফ, বে, তে"। (মালফুজাতে ইলিয়াস ৩১ পৃষ্ঠা)

যে শিশুটি সবে মাত্র ক, খ, গ, পড়িতে শিখিয়াছে, সে কি বিজ্ঞানের এই থিউরী বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। যখন শিশুটি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে, তখন সেও প্রমাণ করিয়া দিবে যে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে। অনুরূপ অবস্থা সাধারণ মানুষের। তাহারা কেবল কালেমা ও নামাযের দাওয়াত দেখিতেছেন। উহার আড়ালে কি রহিয়াছে তাহা এই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব হইতেছে না। যখন উহারা তাবলিগী জামায়াতের সহিত পূর্ণভাবে জড়াইয়া যাইবেন, তখন ওহাবীদের ন্যায় অত্যাচারী, বর্বর হইয়া যাইবেন। আপনি বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করুন, যেখানে উহাদের প্রভাব পড়িয়াছে সেখানে মীলাদ কেয়াম ইত্যাদি করা অথবা উহাদের বিরুদ্ধে কোন বইয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাবলীগের মুবাল্লিগগণ নামাযের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়া থাকেন। অন্য কোন মতভেদী মসলা আলোচনা করিতে চাহেন না। আপনি কি খোঁজ রাখিয়াছেন? উহাদের নিকটে প্রকৃত পক্ষে নামাযের কোন মূল্যই নাই। দেখুন, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব কি বলিতেছেন- "দ্বীনের দাওয়াত আমার নিকটে এই সময়ে এত জরুরী যে, যদি কোন ব্যক্তি নামায পড়িতে থাকে এবং নতুন মানুষ আসিয়া চলিয়া যাইতে থাকে এবং পরে উহার সহিত



pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে আমার নিকটে নামায ভঙ্গ করিয়া দিয়া উহার সহিত দ্বীনের কথা বলিয়া নিতে হইবে। উহার সহিত কথা বলিয়া অথবা উহাকে থামিতে বলিয়া নামায পুণরায় পড়িয়া নিবে।" (মালফুজাতে ইলিয়াস ১৭১ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াস সাহেবের উক্তি অনুযায়ী তাবলিগী জামায়াতের মানুষ কোন সময় একাগ্রতার সহিত নামায পড়িতে পারেন না। কারণ, নামায আরম্ভ করিবার পর সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কে আসিতেছে এবং কে আসিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেবল এখানেই সমাপ্ত নয়। বরং যে নামাযের জন্য তাহাদের এতই মেহনত সেই নামাযকে শিকার ধরিবার জন্য ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এই হইল তাবলিগী জামায়াতের নামাযের গুরুত্ব। আল্লাহু আকবার! হযরত আলী রাদীয়াল্লাহু আনহুর দেহ হইতে তীর বাহির করা যখন অসম্ভব হইতেছিল, তখন তিনি নামায আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তীর বাহির করা সম্ভব হইয়াছিল। এখান হইতে ওহাবী ও সাহাবীদের নামাযের মধ্যে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য বোঝা যায়। আপনি কি এখনও উহাদের নামাযে ধোকা খাইতেছেন?

## ইংরেজরা আর্থিক সাহায্য করিয়াছিল

ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই যে, এক সময় ইংরেজদের আর্থিক সাহায্যে ভারতবর্ষে কাদিয়ানী ফিরকার জন্ম হইয়াছিল। অবশ্য এই ফিরকার মাধ্যমে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য যথার্থভাবে পূর্ণ হয় নাই। কারণ, প্রকাশ্য নবী দাবী করিবার কারণে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদের কাছে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। তাই ইসলামের পরম শত্রু ইংরেজ সরকার মুসলমানদের মিল্লাত ও মাযহাবের মধ্যে ভাঙ্গন ধারইবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য দিয়া তাবলিগী জামায়াতকে পুষ্ট করিয়াছিল। ইহার সত্যতা



প্রমাণের জন্য নিম্নের উদ্ধৃতিটি পাঠ করুন। যথা, "মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব বলিয়াছেন- প্রথম অবস্থায় সরকার পক্ষ হইতে হাজী রশীদ আহমাদের মাধ্যমে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাবলিগী জামায়াত কিছু টাকা পাইতো। পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" (মুকালামাতুস্ সাদরাইন পৃষ্ঠা ৮)

মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব কোন বেরেলবী আলেম নহেন। বরং দেওবন্দী, জামীয়াতুল উলামার প্রধান ও বিশ্বস্ত আলেম ছিলেন। তাবলিগী জামায়াত যদি নিছকই ইসলামী জামাআত হইতো, তাহা হইলে নিশ্চয় দুশমনে ইসলাম উহাদের আর্থিক সাহায্য দান করিত না। বর্তমানেও তাবলিগী জামাআত বিদেশী লক্ষ লক্ষ ডলার ও রিয়াল সাহায্য পাইয়া থাকে। যাহা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়। যথা ঃ- কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে ১০৬ টি জামায়াতের নির্দেশ জারী করা হইতেছে যে, সরকারের বিনা অনুমতিতে উহারা কোনো রূপ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। উক্ত ১০৬টি জামায়াতের মধ্যে দুইটি জামাতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ- অল ইন্ডিয়া মজলিসে মোশাওরাত এবং তাবলিগী জামাত বস্তী নিজামুদ্দীন দিল্লী।" (দৈনিক 'সঙ্গম' পত্রিকা, পাটনা হইতে ছাপা, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ সাল, সংগৃহিত অভিশপ্ত মযহব পৃষ্ঠা ৩১০) পি.টি.আই ঃ "ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা ১৯৭৬ সালের বিদেশী অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে এমন ১৪১টি সংস্থার নাম জানান। এখন থেকে এই সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী সাহায্য নিতে পারবে না। উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হল ঃ- (১) জামায়াতে ইসলামী, (২) আর. এস. এস., (৩) তাবলিগ জামাত, (৪) সি.পি.এম., (৫) সি.পি.আই. ইত্যাদি। (যুগান্তর, ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ সাল, সংগৃহিত অভিশপ্ত মযহব পৃষ্ঠা ৩১১)

তাবলিগী জামায়াতের আমীর ও মুবাল্লিগগণ প্রত্যেকেই বেতনভুক্ত। অবশ্য যে সমস্ত মুর্খ জাহেল দুই চারিটি চিল্লা দেওয়ার পর নিজে নিজেই



pdf By Syed Mostafa Sakib

আমীর বা মুবাল্লিগ সাজিয়াছেন তাহারা নয়। তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব লিখিয়াছেন, "আমি প্রথম দিকে বেতনভুক্ত মুবাল্লিগদের স্বপক্ষে ছিলাম। প্রথমাবস্থায় আমার জিদে অনেকগুলি বেতনভুক্ত মুবাল্লিগ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, বেতনভুক্ত মুবাল্লিগদের থেকে বিনা বেতনের মুবাল্লিগরা ভাল কাজ করে। (আবুল হাসান) আলী মিয়া লিখিয়াছেন, দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে তাবলীগের জন্য কয়েক বৎসর পাঁচজন বেতনভুক্ত মুবাল্লিগ রাখা হইয়াছিল। উহারা তাবলীগের প্রচলিত সাধারণ কাজগুলি করিত। উহারা প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিয়াছে।" (তাবলিগী জামায়াত পার ই'তেরাজাত পৃষ্ঠা ২০২)

এ পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল, তাহা হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হয় যে, তাবলিগী জামায়াতের পিছনে কোটি কোটি কালো টাকা রহিয়াছে। অবশ্য সাধারণ মানুষ এই সমস্ত তথ্য হইতে আদৌ অবগত নহেন। ইংরেজ সরকার যেমন মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে আর্থিক সাহায্য দিয়া পুষ্ট করিয়াছিল, তেমনই ইসলাম বিরুদ্ধ আক্বীদাহ সম্পন্ন পুস্তকাদি প্রণয়নের জন্য মাওলানা থানুবী সাহেবকেও আর্থিক সাহায্য দিয়া তাজা করিয়াছিল। যথা ঃ- মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী সাহেব মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "দেখুন! হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের এবং আপনার সর্বস্বীকৃত বুজর্গ ও নেতা ছিলেন। উহার সম্পর্কে অনেক মানুষকে বলিতে শোনা গিয়াছে যে, সরকারের তরফ হইতে উহাকে মাসে ছয় শত টাকা প্রদান করা হইত।" (মুকালামাতুস্ সাদরাইন পৃষ্ঠা ১১) এই কথা কেহ বলিতে পারিবে না যে ব্রিটিশ সরকার থানুবী সাহেবের মুরীদ ছিল। তাই ছয় শত করিয়া টাকা প্রতি মাসে নজরানা প্রদান করিত। আবার নজরানা নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে দেওয়া হয় না। সরকারী পক্ষ হইতে নিয়মিত প্রতি মাসে ছয় শত টাকা পেমেন্ট করায় বুঝা যাইতেছে, উহা বেতন ছিল। কিন্তু থানুবী সাহেব সরকারের কোন কর্মী ছিলেন না। এখন আমাদের



ধারণা কি ভুল হইবে যে, ইংরজদের সহিত থানুবী সাহেবের কোন চুক্তি ছিল। যাহার বিনিময়ে তাহার এই বেতনের ব্যবস্থা ছিল। প্রকাশ থাকে যে, মাজহার আলী নামে থানুবী সাহেবের কোন ভাই ছিলেন। যিনি ব্রিটিশ সরকারের বেতনভুক্ত সি.আই.ডি. অফিসার ছিলেন। লোকে বলিত, সরকারের সহিত থানুবী সাহেবের যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন মাজহার আলী সাহেব। যথা ঃ- দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমাদ মাদানী স্বয়ং লিখিয়াছেন- "মাওলানা মারহুম (থানুবী) সাহেবের বড় ভাই বড় সি. আই. ডি. অফিসার ছিলেন। তাহার নাম মাজহার আলী। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, অসম্ভব নয়।" (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২৯৯)

যেহেতু থানুবী সাহেব তাঁহার দলীয় মানুষের নিকট পীর, দরবেশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেহেতু হয়তো অনেকেই মাওলানা শাবীর আহমাদ উসমানী ও মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানীকে মিথ্যাবাদী বলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। তাই থানুবী সাহেবের চরিত্র সম্পর্কে আরো সামান্য আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কোন এক সময় থানুবী সাহেব কানপুরে 'মাদ্রাসা জামেউল উলুমের' মিদার্রিস ছিলেন। সেই সময়ে সেখানকার পরিবেশে মীলাদ কিয়াম ইত্যাদি সব কিছুই হইত। সুতরাং পরিস্থিতির চাপে তিনি বহুদিন পর্যন্ত নিজ ধারণার বিরুদ্ধে মীলাদ কিয়াম করিতেন। যখন উলামায়ে দেওবন্দ এ সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন - "সেখানে মীলাদ কিয়াম না করিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। এবং সেখানেই আমার থাকা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, উপকার ছিল যে, মাদ্রাসা হইতে বেতন পাইতাম।" (সায়ফে ইয়ামান ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলমানকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিব এবং নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে বলিব যে, একজন ধর্মীয় পথ প্রদর্শকের কাজ কি এই প্রকার হওয়া উচিৎ যে, অর্থের বিনিময়ে নিজের ঈমান ও আক্বীদাহকে জবাই করিয়া দিবে। যদি দ্বীন ইসলাম থানুবী সাহেবের নিকট প্রিয় হইত,



pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহা হইলে খোদার বিশাল জমীনের অন্যত্র রুজির সন্ধানে চলিয়া যাইতেন। নিজের মতের বিরুদ্ধে মীলাদ কিয়াম করিতেন না। কিন্তু যাহার নিকটে পয়সাই সব কিছু তাহার নিকটে ঈমান আক্বীদার কোন মূল্যই নাই। যিনি পয়সার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করিতে পারেন, তিনি অপরকেও বিক্রয় করিয়া দিবেন, ইহা কি অসম্ভব? যথা ঃ থানুবী সাহেব কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন - "যদি আমার নিকটে দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে সবাইকে বেতন করিয়া দিব। অতঃপর নিজেই ওহাবী হইয়া যাইবে।" (আল ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৬৭)

মুসলমান জাগ্রত বিবেকে চিন্তা করিয়া দেখুন! নিশ্চয় থানুবী সাহেবের নিকটে ইসলাম অপেক্ষা অহাবীয়াত পছন্দনীয় ছিল। তাই তিনি বেতন দিয়া কাহারো মুসলমান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। বরং মুসলমানকে ওহাবী বানাইবার জন্য তাঁহার রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। ইহার পরেও যদি কেহ উলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইবে যে, আল্লাহ পাক নিশ্চয় সুবিচার করিবেন। মোট কথা, উদ্ধৃতির আলোকে প্রমাণ হইতেছে যে, ইংরেজ সরকার আশরাফ আলী থানুবী ও ইলিয়াস সাহেবকে পয়সা দিয়া পুষিয়াছিল। থানুবী সাহেবের দ্বারা তাহারা ইসলাম বিরুদ্ধ পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া নিয়াছে এবং ইলিয়াস সাহেবের দ্বারাই তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে ঐগুলি প্রয়োগ করিয়াছে। যাহার কারণে আজ পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ফিরকাবন্দী হইয়া গিয়াছে। শয়তান জাতির এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। উলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের মধ্যে যেমন ব্রিটিশ সরকারের পয়সা কাজ করিয়াছে, তেমনই ওহাবীরাজ সৌদীর পয়সাও প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত উহাদের মধ্যে কাজ করিতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য রিয়ালের পরিবর্তে ওহাবী মতবাদ প্রচার করা। যাহা পদে পদে সার্থক হইয়াছে। আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখুন- যেমন উপমহাদেশে ফিরকাবন্দী হইয়াছে, যেমন ওহাবী মতবাদের চরম প্রভাব পড়িয়াছে। ইংরেজ ও ওহাবীদের



নিমকখোর ও নিমকহালাল দুই এজেন্ট মাওলানা থানুবী ও মাওলানা ইলিয়াস সাহেব একে অপরের সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহাদের নিমকখুরি ও নিমক হালালী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। যথা ঃ পূর্বে কোন এক পৃষ্ঠায় 'মালফুজাত'-এর উদ্ধৃতিতে লেখা হইয়াছে যে, ইলিয়াস সাহেব থানুবী সাহেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন- "হযরত মাওলানা থানুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি খুব বড় কাজ করিয়াছেন। সুতরাং আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, শিক্ষাটি হইবে তাহার এবং প্রচার করা হইবে আমার তাবলীগের মাধ্যমে। এই প্রকারে তাহার শিক্ষা ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া যাইবে।"- অনুরূপ থানুবী সাহেব ইলিয়াস সাহেবের সম্পর্কে বলিয়াছেন, ইলিয়াস নৈরাশাকে আশায় পরিণত করিয়া দিয়াছে।" (চাশমায়ে আফতাব পৃষ্ঠা ১৪ )

ইলিয়াস সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, আমি ও থানুবী দুইজনেই ইংরেজ ও ওহাবীদের নিমকখোর এজেন্ট। কিন্তু থানুবী সাহেব নিমকহালালি করিতে গিয়া উলামায়ে ইসলামের নিকটে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন এবং কাফের বলিয়া কলঙ্ক হইয়া গিয়াছেন। সেইহেতু তাঁহার শিক্ষা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করিবে না। তাই আমার তাবলীগের মাধ্যমে তাঁহার শিক্ষা প্রচার করা হইবে। অনুরূপ থানুবী সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, আমি ও ইলিয়াস দুইজনেই ইসলাম দুশমনদের অন্নে ও অর্থে পুষ্ট। কিন্তু উহাদের নিমকহালালি করিতে গিয়া আমি এমনই কলিঙ্কিত হইয়াছি যে, মানুষ আমার নাম শুনিলে শত হাত দূরে সরিয়া যায়। আমি কোন দিন আশা করিতে পারি নাই যে, মানুষ কোন দিন আমার শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কিন্তু আমার পরম ভক্ত ইলিয়াস আমার নৈরাশাকে আশায় পরিণত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ তাবলীগের মাধ্যমে আমার শিক্ষাকে সুকৌশলে সাধারণ মানুষের নিকটে পৌছাইয়া দিতে সামর্থ হইয়াছে। এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে আরো একটি কথা বলিয়া রাখি যে, মাওলানা থানুবী ও ইলিয়াস সাহেব সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা শুধু কেবল মিথ্যা অপবাদ নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। সেগুলির বর্ণনাকারী উহাদের ঘরের মাওলানা, মৌলবী, হাজী ও



pdf By Syed Mostafa Sakib

গাজীগণ। যদি মাওলানা হিফজুর রহমান হইতে হোসাইন আহমাদ মাদানী পর্যন্ত উহাদের ঘরের ভেদ প্রকাশ না করিতেন তাহা হইলে আমরা কোন দিন ঐগুলির গন্ধ পাইতাম না।

## হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের সহিত সুসম্পর্ক

ইসলামের বিদেশী শত্রুদের সহিত তাবলিগী জামায়াতের সুসম্পর্ক সম্বন্ধে উপরের অধ্যায়ে বহু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ভারতের ইসলাম দুশমন কয়েকটি সংস্থার সহিত তাবলিগী জামায়াতের কেমন সুসম্পর্ক রহিয়াছে তাহাই আলোচনা করিতেছি। কে না জানে যে, ভারতরে হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ প্রভৃতি সংস্থাগুলি ইসালামের ঘোর শত্রু এবং ইহারা মুসলমানদের নিধন করিতে চায়। অথচ তাবলিগী জামায়াতের সহিত উহাদের সসুম্পর্ক রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি ঃ- ১৯৬৮ সালে বিহারের 'বেতা' নামক স্থানে তাবলিগী জামায়াতের বিশ্ব ইজতেমা হইয়াছিল। বেতা বিশ্ব ইজতেমায় সর্ব প্রকার সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ সংস্থা। ইজতেমার সুব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কাজ করিয়াছিল ইসলামের এই দুই মহাশত্রু সংস্থা। ঐ বিশ্ব ইজতেমার সফলতা সম্পর্কে কানপুর হইতে একটি দেওবন্দী সংবাদ পত্রে প্রচার করা হইয়াছিল ঃ- "বিশ্ব ইজতেমার ব্যবস্থাপনায় কাহারা ছিলেন? অমুসলিম জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভা। যাহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছিল তাহার কাহারা ছিলেন? মুসলমান।" ('পায়ামে মিল্লাত' কানপুর, ১৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ সাল, পৃষ্ঠা ৫, সংগৃহিত তাবলিগী জামায়াত পৃষ্ঠা ১০৩) সম্পাদক আরো লিখিয়াছেন-"কেহ ময়ূরের পরের পাখা লইয়া হাওয়া করিতে দৌড়াইয়াছে। কেহ অজু করিবার জন্য পানির ব্যবস্থা করিয়াছে। কেহ বিনা পয়সায় হোটেল খুলিয়া দিয়াছে। কেহ প্রচুর পরিমাণে চিনি ও



খাদ্যের সুব্যবস্থা করিয়াছে। এই ব্যবস্থাপনায় তাহারা একে অপরকে হারাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সবাই এই চেষ্টা করিয়াছে যে, যে সমস্ত ঋষি ও মুনিরা খোদার জন্য নিজেদের ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া অনাবাদী এলাকাকে আবাদ করিয়াছে এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।" (পায়ামে মিল্লাত, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ সাল, ৫ পৃষ্ঠা)

সুধী পাঠক, আপনি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন! অপনার দাঁত আপনার জিহ্বাকে কামড়াইয়া ধরিবে। বেতা বিশ্ব ইজতেমা যে তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ঐ তারিখেই বেতার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা 'সুরুস্‌বন্ড' নামক মুসলিম বস্তীতে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলিতেছিল। বেতা বিশ্ব ইজতেমায় তাবলিগী জামায়াতের ঋষি ও মুনিদের সেবা করিবার জন্য যে জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার সদস্যরা আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সেই জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার সদস্যরা রক্ত পিপাষু হিংস্র পশুর ন্যায় সুরুস্‌বন্ড বস্তীতে আগুন লাগাইতে ব্যস্ত ছিল। মুসলমানদের রক্তে রাঙা করিয়াছিল তাহাদের হাত।" (তাবলিগী জামায়াত পৃষ্ঠা ১০৩/১০৪, সারাংশ)

প্রিয় পাঠক আরো একবার গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন কি! যে জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার সদস্যরা ইসলামের শত্রু এবং মুসলমানদের প্রাণের শত্রু। যাহারা মুসলমানদের চায় না, তাহারা তাবলিগী জামায়াতের মানুষের যত্ন নিতে এতই তৎপর ছিল কেন? যাহারা ইসলাম শব্দটি শুনিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা ইসলামের নামে সমবেত মুসলিমদের সেবা করিতে পাল্লা দিয়াছিল কেন? যাহারা ক্বোরআন ও মসজিদের সম্মান রক্ষা করিতে রাজী নয়, তাহারা তাবলিগী জামায়াতের মানুষকে শান্তি ও আরামের জন্য এতই আগ্রহ দেখাইয়াছিল কেন? কেন তাহারা পাখা লইয়া দৌড়াইয়াছিল? কেন পানির ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল? কেন হোটেল ও রেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিল? যদি আপনি তাবলিগী জামায়াতের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া নিজের ইনসাফ ও ঈমানের মাথা খাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার



pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট হইতে সদ্ উত্তর পাইবার আশা করা আমার পক্ষে চরম ভুল হইলে। আর যদি আপনি ঈমান ও ইনসাফকে বিক্রয় করিয়া না ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয় বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ঐ সম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির সহিত তাবলিগী জামায়াতের নিশ্চয় কোন গোপন সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, ইসলাম দুশ্মন জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের সম্পর্ক কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া এখানেই শেষ করিতে চাহিতেছি ঃ- রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য যে, কমনিজিয়মকে পরাস্ত করিবার পরিকল্পনায় আমেরিকা সরকার ধর্মের নামে ঐ তিন সংস্থাকে সাহায্য দিয়া থাকে। অতএব, যদি কোন সময়ে জনসংঘ, মহাসভা ও তাবলিগী জামাতের মাঝে মিলন ঘটিয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। এ পর্যন্ত বেতা বিশ্ব ইজতেমা সম্পর্কে যাহা আলোচনা করিলাম সে সম্পর্কে অনেকেই বিরুপ মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। এমন কি উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসর আগের কথা ১৯৯৩ সালে বিহারের গয়া জেলায় সরজু নদীর তীরে অনুষ্ঠিত তাবলিগী জামাতের বিশ্ব ইতজেমার কথা স্মরণ করেন, তাহা হইলে আশাকরি আপনার সন্দেহ স্বমূলে নির্মূল না হইলেও কিছুটা অবসান ঘটিবে। যদি আপনি ঐ ইজতেমায় উপস্থিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঐ সমস্ত কথা সংবাদ পত্রে এমন কি রেডিওতেও কয়েকদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে মধুর মিলনের কথা প্রচার করা হইয়াছিল। ঐ সময় সরজু নদীর তীরে হিন্দুদের বাৎসরিক মহামেলাও হইতেছিল। হিন্দু ঋষি, যোগী ও মুনি এবং মুসলমান মাওলানা, মৌলবীরা একসঙ্গে হাটে বাজারে, পানাহার করিতেছিল বলিয়া পত্রিকাগুলি খুব প্রচার করিয়াছে। যাহারা বারবী মসজিদকে বর্বরের ন্যায় নিপাত করিয়া সরজুর তীরে মহা মিলন ঘটাইয়াছিল। ঠিক তাহাদের পাশে একই দিনে তাবলিগী জামায়াতের ইতজেমা করিবার কি কারণ ছিল? যদি তাবলীগের চিল্লার উন্মাদনা না থাকে, তাহা হইলে আপনি একটু চিন্তা করিলে এর প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া পাইবেন।



## কত বড় ধোকাবাজ !

'বেতা' বিশ্ব ইজতেমায় তাবলিগী জামায়াতের মানুষকে জনসংঘ ও মহাসভার মানুষেরা যে সেবা ও সাহায্য করিয়াছিল, সে সম্পর্কে দেওবন্দী আলেম ও তাবলিগী জামায়াতের বক্তব্য হইল, তাহাদের মধ্যে বড় বড় বুজর্গের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এইগুলি হইয়াছিল। তাবলীগের বড় বড় বুজর্গেরা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ইসলামের শত্রুদের পর্যন্ত মন জয় করিয়া নিয়াছিলেন। তাহারা আরো প্রচার করিয়া থাকেন যে, রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে হাজার হাজার অমুসলিম ইহুদী, ইয়াসী খৃষ্টান তাবলীগের মাধ্যমে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। উহারা কত বড় ধোকাবাজ! যাহারা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ইসলাম দুশমনদের মনকে জয় করিয়া সেবা করাইতে সামর্থ হইলেন, তাহারা উহাদের মনকে জয় করিয়া মুলসলমান করিতে পারলেন না কেন? যদি জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার কোন সদস্যকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় মুসলমান করিতে পারিতেন ঐ ইজতেমায়, যদি দুই একটি অমুসলিম সেবক ইসলাম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বাহাদুরী ও বাহবা পাইবার কাজ হইত। মুসলমানকে কালেমা পড়ানোয় কোন বাহাদুরী নয়। অমুসলিমকে কালেমা পড়াইতে পারিলে তবেই তো বাহাদুরী। উহারা নিজের দেশের হিন্দুকে মুসলমান করিতে পারিতেছেন না। আবার রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মত দেশে গিয়া তাবলিগী জামাত- সুচতুর খৃষ্টানদের মুসলমান করিয়া ফিলিতেছেন। এই অলীক ও মিথ্যা গুজবে শত শত মুসলমান ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছেন। হায়, কত চিন্তার অভাব! আমেরিকা ও ব্রিটেনের খৃষ্টানেরা ভারতে শত শত মিশন চালাইতেছে। হাজার হাজার ভারতবাসী হিন্দু মুসলিম তাহাদের প্রভাবে পড়িয়া গিয়াছেন। শত শত হিন্দু ও তুলনামূলক কম মুসলমানেরা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছেন। সেই খৃষ্টানদের দেশে গিয়া তাবলীগের জাহেলেরা মুসলমান বানাইতেছেন। বাহাদুরী বটে! আজ পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা হইতে খৃষ্টান নও মুসলিমদের



pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি জামায়াত আসিল না কেন? ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টানেরা স্বাধীন ভাবে ভারতবর্ষে মিশন চালাইতেছে। দিন রাত স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি ছড়াইতেছে। হিন্দু মুসলমানকে স্বধর্মের দিকে দাওয়াত দিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। অথচ তাবলিগী জামায়াত এই স্বাধীনতার মাথায় লাথি মারিয়া, কোনো অমুসলিমের কাছে কালেমার দাওয়াত না পৌছাইয়া কেবল মুসলিম মহল্লায় মসজিদে বসিয়া মুসলমানদের কানে কানে কালেমার দাওয়াত দিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। এইবার আপনি চিন্তা করুন, উহারা কি আপনাকে মুসলমান ধারণা করিয়া থাকেন!

## একটি জটিল প্রশ্ন

প্রতি বৎসর তাবলিগী জামায়াতের শতাধিক ইজতেমা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একাধিক বিশ্ব ইজতেমা ও বাকী এলাকায় বিশেষ প্রাদেশিক এবং সারা ভারতব্যাপী ইজতেমা হইয়া থাকে। এক একটি ইজতেমার পিছনে খুব কম করিয়া লক্ষাধিক টাকা খরচ হইয়া থাকে। ইজতেমায় যোগদানকারী মানুষেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইজতেমার আসল খরচে আদৌ অংশ গ্রহণ করেন না। অনুরূপ সারা ভারত ব্যাপী তাবলিগী জামায়াতের বেতনভুকত কয়েক হাজার মুবাল্লিগ রহিয়াছেন। যাহারা তাবলীগের কাজে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। উহাদের পিছনে বাৎসরিক ব্যয় কয়েক কোটি টাকা। আপনি একথা বলিতে পারিবেন না যে, মুবাল্লিগগণ নিজ নিজ খরচায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কারণ, একজন মানুষের পক্ষে জীবনে দুই চারি মাস, খুব বেশি এক আধ বৎসর নিজের পয়সায় ভ্রমণ করা সম্ভব। কিন্তু সংসার ত্যাগ করিয়া সারাটি জীবন উৎসর্গ করিয়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আবার তাবলিগী জামায়াতের সবচাইতে বড় মারকাজ দিল্লীর বস্তী



নিজামুদ্দিনে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের পানাহারের সুব্যবস্থা করা রহিয়াছে। তথায় আরো রহিয়াছে তাবলীগের মাদ্রাসা "কাশেফুল উলুম"। উক্ত মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের আহারের ব্যবস্থা, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন এবং তাবলিগী জামায়াতের পরিচালক মন্ডলীর পূর্ণ খরচাদি। এই সমস্ত ব্যয়ের হিসাব বোঝা এবং বোঝানো খুবই মুশকিল। এক কথায় বৎসরান্তে কোটি কোটি টাকা খরচা হইতেছে। সব চাইতে বড় কথা ও খুব বুঝিবার বিষয় যে, তাবলিগী জামায়াতের পক্ষ হইতে কাহারো সাহায্য নেওয়া হয় না। এমনকি কেহ স্বইচ্ছায় সাহায্য করিতে চাহিলেও তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। কোন দিক দিয়া এক পয়সা আমদানী হয় না। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচা হয়। কাহারো নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ না করিবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। (১) "মাওলানার (ইউসুফ সাহেবের) প্রথম যুগের ঘটনা, হযরত নিজামুদ্দিনের মারকাজে যাতায়াতকারিগণ এবং মাদ্রাসার জন্য যে লংগরখানা চালু ছিল, এখনও তাহা রহিয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত উহার খরচাদি পরিশোধ করা হইয়াছিল না। যে দোকান হইতে মাল আসিত, উহার মালিক টাকা আদায়ের জন্য বলিলেন। এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য এবং প্রতিদিনের নিয়মিত খরচের জন্য দিল্লীর কয়েকজন সামর্থবান মানুষ এবং মাওলানার বন্ধু মাওলানাকে না জানাইয়া পঁচিশ হাজার টাকা তাহার নিকট জমা করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারে মাওলানাকে আদৌ জানানো হইবে না এবং টাকা মারকাজের ব্যবস্থাপনায় খরচা হইবে। কোন প্রকারে মাওলানা উহা জানিতে পারিয়া অর্থপ্রদানকারীদের ডাকিয়া সব কিছু অবগত হইবার পর বলিলেন- আপনারা যাহা করিয়াছেন, ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমার প্রতি এক প্রকারের অত্যাচার। যখন আপনারা এই প্রকার ব্যবস্থা করিবেন, তখন আমরা আল্লাহর সাহায্যের উপযুক্ত থাকিব না। আমরা ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যের উপযুক্ত থাকিব, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আমাদের কোন সাহায্যকারী না থাকিবে। আমাদের নজর থাকিবে আল্লাহর



pdf By Syed Mostafa Sakib

ভান্ডার ও তাঁহার সাহায্যের দিকে। ইহার পর মাওলানা নিজ নিজ টাকা নিয়া নিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং তাহাই করা হইল।"

(২) "কর্নেল ইকবাল আহমাদ সাহেব রাজস্থানের গঙ্গানগরের একটি সম্পত্তি দারুল উলুম দেওবন্দ, মাজাহির উলুম সাহারানপুর জামীয়াতুল উলামায়ে হিন্দ ও দিল্লীর বস্তী নিজামুদ্দীনের মাদ্রাসা কাশেফউল উলুমের জন্য অক্‌ফ করিয়াছিলেন এবং আসিয়া মুন্‌শী বশীরুদ্দিন সাহেবের নিকট অনুমতি নিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময় মাওলানা ইউসুফ সাহেব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিতেছ? আসল কথা বলা হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছিলেন আমার অথবা মাদ্রাসার জন্য কোন সম্পত্তির প্রয়োজন নাই।"

(৩) "মাওলানা ইউসুফ সাহেবের লিখিত 'হায়াতুস্ সাহাবা' সমাপ্ত হইবার পর উহা ছাপাইবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হইল যে, হায়দারাবাদের দায়রাতুল মায়ারেফের মাধ্যমে ছাপানো হইবে। হয়াদারাবাদের বন্ধুবান্ধবগণ ছাপাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে প্রায় আট দশ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রকারে মাওলানা জানিতে পারিয়া সমস্ত টাকা ফেরৎ দিয়া দেন এবং ছাপাইবার সমস্ত খরচ নিজেই বহন করিলেন।"

(৪) "মাওলানা মোহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের ইন্তেকালের প্রায় চার পাঁচ মাস পর ইলিয়াস সাহেবের ভক্ত এক ব্যবসায়ী আসিয়া মাওলানা ইউসুফকে বহু টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মাওলানা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি বলিলেন- আপনি ভালই জানেন যে, আপনার পিতার সহিত আমার কিসম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে কতই ভালবাসিতেন। কিন্তু মাওলানা বলিলেন আমার এই টাকার প্রয়োজন নাই।" (উপরের উদ্ধৃতিগুলি সাওয়ানেহে ইউসুফের ৬৬০ পৃষ্ঠা হইতে ৬৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, তাবলিগী জামায়াত



কোন সময় কাহারো নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহা কেবল উদ্ধৃতির আলোকে প্রমাণ নয়। বরং ঐ জামায়াতের প্রতিটি চামচার মুখে ঐ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এখন একটি জটিল প্রশ্ন পাহাড়ের ন্যায় সামনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে যে, এই বিরাট কারখানা কেমন করিয়া চলিতেছে? হয়তো আপনি বলিবেন যে, খোদা চালাইতেছেন, তাই চলিতেছে। আপনি জানিয়া রাখিবেন! এই মামুলী উত্তরটি পাহাড়ের সমান প্রশ্নটির সহজে সরাইতে পারিবে না। কারণ, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে এমন একটি জগৎ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে বিনা মাধ্যমে কোন কাজ হইবেনা। তাই আল্লাহর রসূল ইসলামের খাতিরে সাহাবাদিগের সর্ব প্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার থেকে আল্লাহর নিকটস্থ ও নির্ভরশীল বান্দা আর কে রহিয়াছে! ইসলামের মধ্যে জাকাত প্রথার কারণ কি? এইবার আপনি স্বীকার করিতে বাধ্য কিনা বলুন যে, তাবলিগী জামায়াতের পিছনে নিশ্চয় ওহাবীরাজ সৌদীর রিয়াল ও পাশ্চাত্য দেশের ডলার কাজ করিতেছে। আপনি নিশ্চয় ভুলিয়া যান নাই যে, প্রাথমিক অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাবলিগী তামায়াত সাহায্য পাইত। যাহা উলামায়ে দেওবন্দ স্বীকার করিয়াছেন। এইবার বলুন! যখন প্রথম দিকে ছিল, তাহা হইলে এখন নাই এই কথা আপনি সপথ করিয়া বলিতে পারিবেন? আপনি যাই বলুন না কেন, জগৎ কিন্তু বলিবে যে, তাবলীগের পিছনে বেদেশী পয়সা থাকা কেবল সম্ভব নয় বরং সুনিশ্চিত রহিয়াছে। অন্যথায় ইলিয়াস সাহেবের বিশাল কারখানায় বহুদিন পূর্বে তালা পড়িয়া যাইত।

যে কারখানা অপরের পুঁজিতে চলিয়া থাকে, সে কারখানা কোন সময় স্বাধীন নয়। মালিকের মর্জি মোতাবেক চলিতে বাধ্য। শেষবারের মত একবার জাগ্রত বিবেককে বলুন! ইলিয়াস সাহেবের তাবলিগী কারখানা নিছক ইসলামের মর্জি মোতাবেক চলিতেছে, না রিয়াল ও ডলার দাতা মালিকের মর্জি মোতাবেক চলিতেছে।' রিয়াল ও ডলার তো ইহাই চাহিয়াছে যে, মুসলমানদের অন্তর হইতে রসূলুল্লাহর ইশকের আগুন খতম হইয়া যাক।



pdf By Syed Mostafa Sakib

জিহাদী মনোভাব স্বমূলে নির্মুল হউক আর মুসলমানেরা ঘরোয়া দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠুক। তাবলীগের মাধ্যেমে এইগুলি হইতেছে কিনা ভাল করিয়া দেখুন। তাবলিগী জামায়াতের মানুষ নামায রোযার ফজীলাতের বিবরণ শুনিতে প্রস্তুত। পেশাব ও পায়খানার দোয়া শিখিতে আগ্রহী। কিন্তু কোরআন ও হাদীসের আলোকে রসূলে আরাবীর প্রশংসা শুনিতে আদৌ আগ্রহী নয়। উহাদের ধারণায় রসূলের প্রশংসা করিলে খোদার থেকে বড় করা হয়। (নাউজুবিল্লাহ) আর ইহাতো সত্য কথা, যাহাদের থেকে ইশ্‌কে রসূল খতম হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জিহাদী মনোভাব থাকিতে পারে না। আরো দেখুন, উলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের চাপা উঁশকানীতে মুসলমানেরা ঘরোয়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন কিনা?

## তাবলীগের নামে বিদেশে ব্যবসা

তাবলিগী জামায়াতের অধিকাংশ মানুষকে এই বলিয়া পাগল করিয়া রাখিয়াছে যে, তাবলিগী মেহনত ইউরোপ, আমেরিকা তথা পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা মিথ্যা প্রোপাগন্ডা ছাড়া কিছুই নয়। ইহার সত্যতা ঐ সময় উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যখন আপনি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বড় বড় ব্যবসায়িকের দিকে লক্ষ্য করিবেন। পাক ভারতের বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাবলিগী জামায়াতের বড় বড় মুবাল্লিগ সাজিয়া রহিয়াছেন। উদ্দেশ্য ইহাদের একটি যে, দ্বীনের নামে তাবলীগের আড়ালে বিদেশে ব্যবসা বানিজ্য করিবার ময়দান সন্ধান করা। যদি এই উদ্দেশ্য না হইতো, তাহা হইলে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাহায্য কারইতো উচিত ছিল। কারণ, তাবলিগী জামায়াত যে সমস্ত দেশে যাইবার জন্যে চেষ্টা করিতেছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায় বহু পূর্বে সেই সমস্ত দেশে পৌঁছিয়া তাবলীগের মারকাজ খুলিয়া কাজ করিতেছে। এ সম্পর্কে দেওবন্দী লেখকের একটি স্বীকার উক্তি প্রদান করিতেছি। যথা, 'সিদকে জাদীদ' পত্রিকার



সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মাজীদ দারিয়াবাদী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ- "কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মিশন ইউরোপ, আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, মারিশাস, ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া এবং হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে খোদা জানে কত কায়েম রহিয়াছে।" (সিদকে জাদীদ, ৭ই জুন ১৯৫৭ সাল, সংগৃহিত তাবলিগী জামায়াত পৃষ্ঠা ১২১)

নিশ্চয় আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় পৃথিবীর কোণায় কোণায় বসিয়া রহিয়াছে। কারণ, একজন দেওবন্দীর কলম হইতে উহা প্রমাণিত হইয়াছে। এইবার কাদিয়ানী কলমের প্রচার শুনুন। - "একজন ইংরেজ লেফ্‌টন্যান্ট নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতঃ বর্তমানে মুবাল্লিগ হইয়া ইংল্যান্ডে কাজ করিতেছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন এবং জুয়া মদ ইত্যাদির নিকটে যান না। নিজ পরিশ্রমের পয়সা দিয়া বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচার করিতেছেন অথবা জালসা করিতেছেন।"

"অনুরূপ একজন জার্মান নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি একজন ফৌজী অফিসার। তিনি অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জার্মানী হইতে বাহির হইতে পারিয়াছেন। এখনই সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি সুইজারল্যান্ডে পৌঁছিয়া গিয়াছেন এবং সেখানে থাকিবার অনুমতির অপেক্ষায় রহিয়াছেন। এই যুবক ইসলামের খিদমাত করিবার অসীম আগ্রহ অন্তরে রাখেন।"

"জার্মানীর আরো এক যুবক লেখক এবং তাহার সুশিক্ষিতা স্ত্রী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবত উহারা অবিলম্বে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া ইসলামী শিক্ষার জন্য পাকিস্তানে আসিবেন। অনুরূপ হল্যান্ডের এক যুবক ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অতি শীঘ্র কোন না কোন দেশে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগিয়া যাইবেন।" (পায়গামে আহমাদীয়াত পৃষ্ঠা ৩০, সংগৃহীত তাবলিগী জামায়াত পৃষ্ঠা ১২২)

এইবার আপনার অভিমত কি! তাহা ন্যয়তঃ ভাবে প্রকাশ করিতে



pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরোধ করিতেছি। বিদেশে মেহনত করিবার জন্য যদি তাবলিগী জামায়াতকে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার সাহায্য পাইবার জন্য কাদিয়ানীরা বেশি হকদার। কারণ, তাবলিগী জামায়াত যেখানে পৌঁছিবার প্রচেষ্টায় রহিয়াছে। কাদিয়ীরা সেখানে পৌঁছিয়া রীতিমত প্রচার চালাইতেছে। আপনি কি কাদিয়ানীদের সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন? - হয়তো আপনি বলিবেন, উহারা ইসলাম বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাকে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করেনা। কোরআন হাদীস মানে না ইত্যাদি কারণে একজন সাচ্ছা মুসলমান উহাদের সমর্থন করিতে পারেন না। ইহাতো আপনার কথা। কিন্তু কাদিয়ানীদের দাবী কি? তাহা জাগ্রত ভাবে জানিবার চেষ্টা করুন। উহাদের দাবী নিম্নোরূপ ঃ- "আমরা এই কথার প্রতি ঈমান রাখি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, এবং সাইয়েদুনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার রসূল এবং খাতেমুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা সত্য, কিয়ামত সত্য, হিসাবের দিন সত্য, জান্নাত সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজীদে যাহা কিছু ঘোষণা করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা সমস্তই সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, যে ব্যক্তি শরীয়তে ইসলামের এক জর্রা কম করিবে সে বেঈমান এবং ইসলাম হইতে গোমরাহ। আমরা আমাদের জামায়াতকে উপদেশ দিয়া থাকি যে, তাহারা যেন সত্য সত্যই আন্তরিকভাবে কালেমা তাইয়েবা- **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'** - এর প্রতি ঈমান আনে এবং উহার উপর ইন্তেকাল করে এবং সমস্ত নবী ও সমস্ত কিতাব, যেগুলির সত্যতা কোরআন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত নবী ও কিতাবের প্রতি যেন ঈমান রাখে। রোযা, নামায এবং যাকাত ও হজ্ব এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের নির্ধারিত করা সমস্ত ফরজকে ফরজ জানিয়া এবং সমস্ত নিষেধকে নিষেধ জানিয়া সঠিকভাবে ইসলামকে মানিয়া চলে। উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত জিনিস,



যেগুলি আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম বলা হইয়াছে, উহা সমস্ত স্বীকার করা ফরজ।" (আইয়ামুস্ সুল্‌হে পৃষ্ঠা ৮৬/৮৭)

প্রিয় পাঠক, যদি জাগ্রত অবস্থায় উপরের উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে আরো একবার পাঠ করিয়া নিন এবং আপনার ঈমানের সহিত কাদিয়ানীদের ঈমানের পার্থক্য কোথায় বলুন। উল্লেখিত উদ্ধৃতি হইতে নিশ্চয় কোন পার্থক্য প্রমাণ করিতে পারিবেন না। কাদিয়ানীদের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা, 'খতমে নবুওয়াত' সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ- "কিছু মানুষ ধারণা করিয়া থাকেন যে, কাদিয়ানীরা 'খতমে নবুওয়াত' (নবুওয়াত সমাপ্তী) স্বীকার করে না এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে 'খাতামান্ নাবীঈন' বলিয়া মানে না। ইহা একেবারেই ধোকা এবং না জানিবার ফল। যখন আহমাদী জামায়াত নিজেদের মুসলমান বলিয়া থাকে এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর বিশ্বাস রাখে, তখন ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, উহারা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে 'খাতামান্ নাবীঈন' বলিয়া স্বীকার করে না। কোরআন শরীফে পরিষ্কার আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন - **"মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম অলাকির রাসূলাল্লাহি অ খাতামান্ নাবীঈন।"** (আহজাব) মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন, ভবিষ্যতেও হইবেনা। কিন্তু তিনি আল্লাহ তাআলার রসূল এবং খাতামান্ নাবীঈন। কোরআনের প্রতি ঈমান রাখা মানুষ এই আয়াত কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারে। সুতরাং আহমাদীয়াদের আবশ্যই এই ধারণা নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নাউজু বিল্লাহ, 'খাতামান্ নাবীঈন' ছিলেন না। আহমাদীয়ারা যাহা কিছু বলিয়া থাকে, উহা কেবল ইহাই - বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে 'খাতামান্ নাবীঈন'-এর যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে উহা কোরআন শরীফের বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী নয় এবং উহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর ঐ ইজ্জত ও সম্মান প্রকাশ হইবে না, যে



pdf By Syed Mostafa Sakib

ইজ্জত ও সম্মানের দিকে এই আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে।" (পায়গামে আহমদীয়াত পৃষ্ঠা ১০)

সুধী পাঠক, এইবার একবার বলুন! আপনার ঈমানের সহিত কাদিয়ানীদের ঈমানের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা। উপরের উদ্ধৃতি হইতে যদি আপনার ঈমানের সহিত উহাদের ঈমানের পার্থক্য বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আর কোনদিন তাহা সম্ভব হইবে না। আপনি বলিবেন, নিশ্চয় পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাদিয়ানীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে 'খাতামান্ নাবীঈন' বলিয়া অস্বীকার করে না। কিন্তু 'খাতামান্ নাবীঈন' এর ঐ অর্থকে অস্বীকার করিয়া থাকে যাহা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এই অস্বীকারকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের 'খতমে নবুওয়াত' অস্বীকারকারী বলা হয় এবং কাফের বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কাদিয়ানীদের দাবী অনুযায়ী নিশ্চয় উহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে 'খাতামান্ নাবীঈন' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। আবশ্য 'খাতামান্ নাবীঈন'-এর প্রচলিত অর্থ অস্বীকার করিবার কারণে আপনি ও আমরা সবাই উহাদের কাফের বলিয়া থাকি। কিন্তু ঐ একই অপরাধে অপরাধী তাবলিগী জামায়তকে আপনি কেন কাফের বলিবেন না? একই আদালাত হইতে একই প্রকার অপরাধে দুইজন অপরাধীর শাস্তি একই প্রকার হওয়া কি উচিৎ নয়? হয়তো আপনি বলিবেন, তাবলিগী জামায়াতের সেই অপরাধ কোথায়, যাহার কারণে কাদিয়ানীদের ন্যায় তাহাদের কাফের বলিব? আমাদের দাবী ইহাই যে, আপনি আপনার ঈমান ও ইনসাফকে জাগাইয়া রাখুন। যদি কাদিয়ানীদের ন্যায় তাবলিগী জামায়াত অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার ঈমান ও ইনসাফ উহাদের কাফের বলিতে দ্বিধা করিবে না।

আপনি শুনিলে হাজার বার আশ্চর্য হইবেন যে, 'খতমে নবুওয়াওয়াত' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়া সম্পর্কে তাবলিগী জামায়াতের অপরাধ কাদিয়ানীদের সমান নয় বরং শতগুণ বেশি। চোর



চুরি করিবার কারণে অবশ্যই অপরাধী। কিন্তু যে পথ দেখাইয়া চোরকে চুরি করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহার অপরাধ কি চোর অপেক্ষা কম হইতে পারে? মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী দাবী করিবার কারণে একবার নয়, এক শত বার নয় কোটি কোটি বার অপরাধী। কিন্তু যে তাহাকে নবী দাবী করিবার প্রেরণা দিয়াছে অথবা যাহার কথায় প্রেরণা পাইয়াছে, সে কি কখনও মির্জা গোলাম আহমাদের থেকে কম অপরাধী হইতে পারে? আসুন, আমরা সন্ধান করি সেই প্রেরণা দাতা কে? কাহার প্রেরণায় নবী দাবী করিবার স্পর্ধা পাইয়াছিল কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমাদ! চোর যখন আদালতে উপস্থিত রহিয়াছে, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করাই ভাল যে, সে নিজে নবী দাবী করিয়াছে, না কাহারো প্রেরণায় দাবী করিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের স্বীকার উক্তি শুনুন ঃ- 'সমস্ত মুসলমান ফিরকাগুলি এই কথার উপর একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'খাতামান্ নবীঈন'। কারণ, কোরআন শরীফের অকাট্য দলীল 'অলাকির রসুলাল্লাহি অ খাতামান্ নাবীঈন'- এর মধ্যে হুযূর কে খাতামান্ নাবীঈন বলা হইয়াছে। সমস্ত মুসলমান এই কথারও উপর একমত রহিয়াছেন যে, 'খাতামান্ নাবীঈন' শব্দ হুযূরের প্রশংসা ও ফজীলাতের জন্য বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন কেবল ইহাই যে, 'খাতামান্ নাবীঈন' শব্দের অর্থ কি? নিশ্চয় উহার অর্থ এমনই হওয়া উচিৎ, যাহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর ফজীলত ও প্রশংসা প্রমাণ হয়। এই কারণে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতবী সাধারণ মানুষের অর্থকে সঠিক নয় বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন - সাধারণ মানুষের ধারণায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর খাতিম (সমাপ্তকারী) হইবার অর্থ ইহাই যে, হুযূরের যুগ পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের পর এবং সবার শেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানীদের নিকটে প্রকাশ যে, যুগের দিক দিয়া আগে ও পিছে হওয়ায় মূলতঃ কোন ফজীলাত নাই। আবার এই অবস্থায় প্রশংসার স্থলে - "অলাকির রসুলুল্লাহি অ খাতামান্ নাবীঈন" বলা, কেমন করিয়া সঠিক



pdf By Syed Mostafa Sakib

হইতে পারে?' রিসালায় তাহজীরুন নাস্ পৃষ্ঠা ৩ (রিসালায় খাতামান্ নাবীঈনকে বেহুতারীণ মায়ানা পৃষ্ঠা ৪, কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত, সংগৃহীত তাবলিগী জামায়াত পৃষ্ঠা ১২৪/১২৫)

কাদিয়াদী সম্প্রদায় কাসেম নানুতুবী সাহেবের কিতাব 'তাহ্জীরুন নাস্' হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কাসেম নানুতুবী সাহেবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'খাতামান্ নাবীঈন' শব্দ হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে 'শেষ নবী' ধারণা করা সাধারণ মানুষদের ধারণা। (নাউজুবিল্লাহ)

জ্ঞানী মানুষেরা 'খাতামান্ নাবীঈন' শব্দ হইতে হুযূরকে শেষ নবী বলিয়া মানেন না। আর সেই জ্ঞানীদের মধ্যে সব চাইতে মহাজ্ঞানী হইলেন মাওলানা নানুতুবী। মোট কথা, কাদিয়ানীরা কাসেম নানুতুবীর 'তাহজীরুল নাস' হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, তাহারা নানুতুবীর নিকট হইতে পূর্ণ প্রেরণা পাইয়াছে। যেমন, তাহারা লিখিয়াছে, "আহমাদী জামায়াত 'খাতামান্ নাবীঈন' শব্দের সেই অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকে, যে অর্থ ও ব্যাখ্যা মৌলবী কাসেম নানুতুবী সাহেব দিয়াছেন।" (ইফাদাতে কাসেমীয়া পৃষ্ঠা ১৬)

এইবার ইনসাফের সহিত বিচার করিয়া বলুন মির্জা গোলাম আহমাদ ও মাওলানা নানুতুবীর অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রহিয়াছে? মির্জাজী যেমন 'খাতামান্ নাবীঈন' শব্দ হইতে হুযূরের শেষ নবী হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন, তেমনই নানুতুবী সাহেবও হুযূরের শেষ নবী হওয়াটা অস্বীকার করিয়াছেন। উভয়ের ভাষাতে কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, মির্জাজী বলিয়াছেন, - 'খাতামান্ নাবীঈন' হইতে হুযূরকে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহার সম্মান প্রকাশ হইবে না। আর নানুতুবী সাহেব বলিয়াছেন, -'খাতামান নাবীঈন' হইতে হুযূরকে শেষ নবী স্বীকার করা সাধারণ মানুষের ধারণা। এখন প্রমাণ হইয়া গেল যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও কাসেম নানুতুবী দুইজনেই একই পথের আদালা পথিক। ইহা তো ঈমান ও ইনসাফের



বিপরীত যে, একজনকে কাফের বলিবেন, আর একজনকে কাঁধে চড়াইবেন। হুযূরের 'শেষ নবী' হওয়া অস্বীকার করিবার কারণে যেমন কাদিয়ানীরা কাফের হইয়াছে, তেমনই উলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলিগী জামায়াত কাফের হইবে না কেন?

হয়তো আপনি বলিবেন যে, কাদিয়ানীরা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর পর নতুন নবী স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু দেওবন্দী বা তাবলিগী জামায়াত নতুন নবী স্বীকার করে নাই। আমরা বলিয়া থাকি যে, তাবলিগী জামায়াতের মানুষও নতুন নবীর আগমনে বিশ্বাসী। যথা, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী সাহেব বলিয়াছেন- "যদি মানিয়া নেওয়া হয়, হুযূরের যুগেও কোন স্থানে কোন নবী হয়, তবুও তাঁহার 'খাতিম' বা সমাপ্তকারী হওয়া বাকী থাকিবে।" (তাহজীরুন নাস পৃষ্ঠা ১৪) অনুরূপ তিনি আরো লিখিয়াছেন- "যদি মানিয়া নেওয়া যায় যে, হুযূরের যুগের পর কোন নবী পয়দা হয়, তাহা হইলেও হুযূরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসিবে না। (তাহজীরুন নাস্ পৃষ্ঠা ২৮)

উল্লেখিত উদ্ধৃতি হইতে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, তাবলিগী জামায়াত বা দেওবন্দী আলেমদের নিকটে হুযূরের পর নতুন নবী পয়দা হওয়া সম্ভব। সম্ভব যদি বাস্তব হইয়া যায়, তাহা হইলে অপরাধ কোথায়? নানুতুবী যাহা সম্ভব বলিয়াছেন, মির্জাজী তাহা বাস্তব করিয়াছেন সুতরাং মির্জাজী যেমন অপরাধী তেমন নানুতুবী সাহেবও অপরাধী। একজন সাচ্ছা মুসলমান যেমন কাদিয়ানীদের খিদমাত গ্রহণ করিতে পারেন না, তেমনই তাবলিগী জামায়াতের খিদমাত মানিয়া নিতে পারেন না। কাদিয়ানীরা ইসলামের নামে কুফরের তাবলীগ করিতেছে। আর তাবলিগী জামায়াত দ্বীনের নামে বেদ্বীনী প্রচার করিতেছে। উভয়ের নিকটে ঈমান ও ইসলাম ধ্বংস হইবে। যেহেতু ইসলামের আদালতে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও কাসেম নানুতুবীর অপরাধ একই প্রকারের ছিল বলিয়া উলামায়ে ইসলাম উভয়কেই কাফের বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। যাহা



pdf By Syed Mostafa Sakib

'হুসামুল হারামাঈন' ও আস্‌সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া' নামে মুদ্রীত রহিয়াছে। উলামায়ে ইসলামের এই মহান ফতোয়ার বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমগণ উত্তর প্রদেশের জেলা ফায়জাবাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের এজলাসে ১৯৪৬ সালে ১২ ই জুন মুকাদ্দামা দায়ের করিয়াছিলেন। আহলে সুন্নাত বেরেলবী পক্ষে জজকে বুঝাইয়া ছিলেন আল্লামা হাশমাত আলী লাখনুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং দেওবন্দীদের পক্ষে ছিলেন মাওলানা আবুল ওফা সাজাহানপুরী। ১৯৪৮ সালে ২৫ শে সেপ্টেম্বর জজ মহাবীর 'হুসামুল হারামাইন' এর ফতোয়াকে সঠিক বলিয়া রায় প্রদান করেন। দেওবন্দীগণ জজের এই ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে শেসন জজ মোহাম্মাদ ইয়াকুব আলীর এজলাসে আপিল করিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৮ সে এপ্রিল জজ ইয়াকুব আলী সাহেব দেওবন্দীদের আপিল নিষ্প্রাণ ও জজ মহাবীরের রায় সঠিক বলিয়া রায় দিয়াছিলেন।

পাঠক, যদি আপনি সুন্নী বেরেলবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কলমের প্রতি নিশ্চয় আপনার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। আর যদি আপনি বেদ্বীন দেওবন্দী তাবলিগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহর ওয়াস্তে উলামায়ে ইসলামের ফতোয়াটি মানিয়া নিন। অন্যথায় চ্যালেঞ্জ করুন যে, উলামায়ে ইসলামের ফতোয়াটি ভুল। কারণ, কাসেম নানুতুবীর কিতাবে ঐ সমস্ত কথা নাই। আব যদি আপনি ফুরফুরা পন্থী হইয়া থাকেন এবং আমার কলমের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় ফুরফুরা পন্থী আলেমদের কলমের কথা মানিতে বাধ্য হইবেন। যথা, ফুরফুরা পন্থী হাফেজ আব্দুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন- 'হুযুর (ছঃ) সম্পর্কে দেওবন্দীদের আকিদা সাধারণ মানুষের ধারণায় হুযুর (ছঃ) এঁর শেষ নবী হওয়ার অর্থ হুযূরের নবুওয়াতের যুগ পূর্ব্বেকার আম্বিয়ায় কেরাম (আঃ) পরে এবং তিনি সকলের শেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানীগণের নিকট অন্য নবী (আঃ) দের আগে আসা এবং হুযূর (ছঃ) এঁর পরে আসাতে কোন মহত্ত্ব নেই।

**প্রমাণ ঃ-** দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ কাছেম নানুতুবী লিখিত



তাহযীরুনানাছ ৩ পৃষ্ঠা। আরো দেখুন যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হুযূরের যুগে অথবা হুযূরের পরের যুগে কোন নবী আসিবে তাহা হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এঁর শেষ নবী হওয়ায় কোন পার্থক্য আসিবে না বরং তাঁর শেষ নবী হওয়া বাকী থাকিবে।

প্রমাণ ঃ- উক্ত কিতাব ১৩ পৃষ্ঠা এবং উহার টীকা ১৪ পৃষ্ঠা।

মন্তব্য ঃ- এখানে হুযূরের পরে নবী আসা সম্ভব তাহা স্বীকার করা হইল। ইহাতে মিথ্যুক নবী দাবীদারগণ শক্তিশালী হইল। এবং কোরআন হাদীস পরিবর্ত্তন করা সহজ হইল। ইহাতে হিংসুক ভন্ডদের হাত হইতে ইসলামকে রক্ষা করা বেশ কঠিন হইয়া পড়িল।" (দেওবন্দীদের কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ ও তার রদ্দ পৃঃ ৩/৪)- অনুরূপ ফুরফুরা পন্থী মৌলবী আব্দুর রব সাহেব মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেবের উক্তিকে পদ্যের আকারে লিখিয়াছেন। যথা, "তাহ্‌জীরুন্নাস পাতিয়াছে ফাঁস, নবী হতে বড় হয় উম্মত, আখেরী নবীর পরেও নবী আসার রাখে হিম্মত।" ( ওয়াযে বে নজির ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬) প্রকাশ থাকে যে, আব্দুর রব সাহেবের উক্ত পুস্তিকা সম্পর্কে মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব মেদিনীপুরী অভিমত দিয়াছেন যে, আপনারা এই কেতাব পড়ুন, ইহা আমাদেরই কেতাব, সুন্দর কেতাব। (ওয়াযে বে নযির ৩৬ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইল যে, কাসেম নানুতুবী সাহেব হুযূরের পরে নতুন নবীর আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন। হুযূরের পর কোন নতুন নবীর আগমন বিশ্বাস করা কুফরী। যে বিশ্বাস করে সে কাফের। যাহারা কাফেরকে কাফের বলিতে সন্দেহ করিয়া থাকে, তাহারাও কাফের। (শিফা শরীফ ২য় খণ্ড ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা)

যদি কোন মানুষ মীলাদ, কিয়াম না করিয়া থাকেন অথবা আযানের পর হাত উঠাইয়া মুনাজাত না করিয়া থাকেন অথবা গোল টুপি ব্যবহার না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে কাফের বলা যাইবে না। অবশ্য যখন সে ইসলামের কোন মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করিবে, তখন সে নিশ্চয়



pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফের হইয়া যাইবে। উলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলীগের মানুষকে মীলাদ কিয়াম না করিবার কারণে কাফের বলা হয় নাই। বরং কাসেম নানুতুবী হইতে গাংগুহী ও থানুবী পর্যন্ত প্রত্যেকেই ইসলামের মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করিবার কারণে উলামায়ে ইসলাম তাহাদের কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, আমরা কাহাকেও কাফের বলি না। এতদসত্ত্বেও ফুরফুরার বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেব দেওবন্দীদের কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যথা, তিনি বলিয়াছেন- ''পীর, ওলী, নবী ও আল্লাহর প্রতি ওহাবী কাসেমীদের (দেওবন্দীদের) যে ভাবের আক্বায়েদ দেখা যায়। তাহাতে উহারা নিশ্চয় কাফের কাফের কাফের।'' (ওয়াযে বে' নযির পৃঃ ৩২) অনুরূপ মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন- 'দেওবন্দীরা ঘোর ধর্মদ্রোহী, ওহাবী ও লামাজহাবী।'' (ইসলাম দর্শন ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২২ সাল, সংগৃহীত অভিশপ্ত মযহব পৃঃ ১১৭) আশাকরি ফুরফুরা পন্থী সাধারণ মানুষ, যাহারা দেওবন্দী বা তাবলিগী জামায়াতের বদ আক্বীদাহ সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকিবার কারণে উহাদের চক্রান্তে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা আমার প্রদান করা উদ্ধৃতিগুলি সম্পর্কে নিশ্চয় যাঁচাই করিবেন। তবে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি কয়েক বৎসর হইতে কয়েকখানি পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনে উপরের মন্তব্যগুলি প্রচার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত পীর সাহেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ পন্থীর কোন আলেম প্রতিবাদ করেন নাই। এইবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাবলিগী জামায়াতের সহিত সুসম্পর্ক কায়েম করিলে ঈমান ও আক্বীদা নিরাপদে থাকিবে কিনা! আল্লাহ পাক বুঝিবার তৌফিক দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

সবাই কি শত্রুতা করিতেছেন? বাতিল ফিরকাগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া উলামায়ে ইসলামের দায়িত্ব। উলামায়ে ইসলাম বা আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এই দায়িত্ব পালনে আদৌ ত্রুটি করেন নাই। যখন কোন গোমরাহ ফিরকা মাথা চাড়া দিয়াছে, তখনই উলামায়ে আহলে সুন্নাত তাহাদের



গোমরাহী চিত্রকে উলঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। অখন্ড ভারতে যে মুহূর্তে ওহাবীয়াতের বীজ বপন হইয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতে সাধারণ মানুষকে সাবধান করা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন, আপনারা পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, ভারতে সর্ব প্রথম সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর মাধ্যমে ওহাবী মতবাদ প্রচার হইয়াছে। আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী হইতে আরম্ভ করিয়া উলামায়ে আহলে সুন্নাতের আরো বহু আলেম ইসমাঈল দেহলবীর প্রতিবাদে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাহক্বীকুল ফাতাওয়া' নামক কিতাবে ইসমাঈল দেহলবীর মত ও পথকে বাতিল প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দেহলবী সাহেবের সহিত আল্লামা সাহেব দিল্লীর জামে মসজিদে মুনাজরাও করিয়াছিলেন। সেই হইতে আজ পর্যন্ত উলামায়ে আহলে সুন্নাত উহাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সাবধান করিয়া আসিতেছেন। কালেমা ও নামাযের আড়ালে তাবলিগী জামায়াত, নিশ্চয় ওহাবী। যাহা এ পর্যন্ত উহাদের পুস্তকাদি হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে। এখন উহাদের আলেমদের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। কারণ, অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, আহলে সুন্নাতের আলেমদের কাজই হইল ভাল জামায়াতের বিরোধীতা করা। অতএব উহাদের বিরোধীতা করায় তাবলিগী জামায়াতকে গোমরাহ বলা যাইবে না। এই কারণে তাবলিগী জামায়াতের আলেমদের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইনি ইলিয়াস সাহেবের সহিত সারা জীবন তাবলিগী জামায়াতের কাজ করিয়াছেন। ইলিয়াস সাহেবের অবর্তমানে মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সহিত বহুদিন পর্যন্ত তাবলীগের কাজ করিয়াছেন। পরে তাবলীগের পূর্ণ বিরোধীতা করিয়াছেন। এই প্রকার আরো অনেক আলেম তাবলীগের চরম বিরোধীতা করিয়াছেন। যে সমস্ত দেওবন্দী বা তাবলীগের আলেম তাবলিগী জামায়াতের বিরোধীতা করিয়াছেন। আমরা তাহাদের কোন সময় সুন্নী বলিয়া গণ্য করিতেছি না। কেবল উদ্দেশ্য এতটুকু যে, ঘরের ভেদ ঘরের



pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ ভালই অবগত থাকে।

'তাওয়ালী নগর' নামক স্থানে তাবলিগী জামাতের ইজতেমা হইয়াছিল। উক্ত ইজতেমায় তাবলীগের বড় বড় আলেম এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। উক্ত উজতেমায় মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। আব্দুর রহিম সাহেব মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে জামায়াতের ভিতরের বহু মন্দ অবস্থা সম্পর্কে বলিতেন। কিন্তু ইউসুফ সাহেব সেগুলি আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। তাই তাওয়ালী নগরের ইতজেমায় আব্দুর রহীম সাহেব বলিতেছেন- "প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর ধারাবাহিক মরহুম (মাওলানা ইউসুফ) কে ঐ সমস্ত সম্পর্কে অবগত করাইয়াছি। আমি এ কথাও বলিয়াছিলাম যে, যদি আপনি এ সম্পর্কে সগাজ না হন, তাহা হইলে উলামাগণ খুব বেশি দিন নীরব থাকিবেন না। প্রয়োজনে তাহাদের বলিতে বাধ্য করিয়া দিবে। শেষে ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বলা মুশকিল।" (উসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ পৃষ্ঠা ৪৬) তিনি আরো বলিয়াছেন- "পরিশেষে যখন আমি কোন ভাল ফলাফল দেখিলাম না। তখন আমি ইস্তেখারাহ করিলাম এবং খুব দোয়া করিলাম, আলহামদু লিল্লাহ, যখন আমার অন্তর খুলিয়া গেল, তখন আমি তাবলিগী জামায়াতের উপস্থিতিতে উহাদের ঐ সমস্ত দুর্বলতা সম্পর্কে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। যেগুলি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ।" (দাওয়াতে উসুল ও তাবলীগ পৃষ্ঠা ৪৬)

প্রিয় পাঠক, দেখুন মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব কোন বেরেলবী আলেম নন। বরং তিনি প্রথম হইতে তাবলীগের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এখন কি ধারণা করিবেন। তিনি কি বেরেলবীদের প্রভাবে পড়িয়া তাবলীগের বিরোধীতা করিয়াছেন, না প্রকৃত পক্ষে তাবলীগের মধ্যে গোমরাহী ঢুকিয়া যাইবার কারণে তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি যখন ইস্তেখারার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দেওবন্দী বা তাবলীগের মানুষদের নিশ্চয় বিবেচনা করিবার বিষয়।



আব্দুর রহীম বলিতেছেন- "যেখানে তাবলীগের প্রভাব হইয়া গিয়াছে, সেখানে শীঘ্রই ইমাম ও উলামাগণকে বিরুদ্ধের মানুষ বলিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। চাই উহারা যতই উপযুক্ত হউন না কেন।" (উসুলে দাওয়াত ৪৮ পৃঃ) পাঠক, লক্ষ্য করুন! ঐ জামায়াতের দুর্ব্যবহারের দাস্তান। যদি নিজের আলেমদের সহিত জামায়াতের ঐ প্রকার দুর্ব্যহার হয়, তাহা হইলে বিরোধী আলেমদের সহিত কি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা ভালই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। অথচ ইলিয়াস সাহেব বলিয়াছেন- যে সমস্ত আলেম তাবলীগের কাজে বিরোধীতা করিবেন। তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখিয়া বর্কাত হাসেলের জন্য তাহাদের খিদমতে উপস্থিত হইতে হইবে। (মালফুযাতে ইলিয়াস ৮৮ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলিয়াছেন যে, তোমরা ঐ সমস্ত আলেমকে খিদমত করিবে। যাহারা এখনো পর্যন্ত তোমাদের কওমকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হন নাই। (মালফুজাতে ইলিয়াস ১৬০ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে তাবলীগের মানুষগুলি যদি ইলিয়াস সাহেবের এই কথাগুলির প্রতি আমল করিতেন, তাহা হইলে সমজে খানিকটা শান্তির হাওয়া বহিত। যাহারা ঘরকে ছাড়েন না, তাহারা পরকে কেন ছাড়িবেন? তাবলীগের মানুষের উগ্রতা সম্পর্কে আমার এক বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি ঃ গত দুই বৎসর পূর্বেকার কথা বলিতেছি। আমি মাদ্রাসার যে রুমে থাকিতাম, উহার সামনে একটি মসজিদ রহিয়াছে। ঐ মসজিদে কোন সময়ে তাবলিগী জামায়াত যায় না। অনুরূপ আমার দেশের মসজিদেও জামায়াত যায় না। হঠাৎ মাদ্রাসার মসজিদে তাবলীগের একটি পাল ঢোকাইবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী দেওবন্দী মাদ্রাসার মৌলবীদের পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় মানুষদের সহিত আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকেই পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন, আমরা উহার মধ্যে নাই। বিশেষ করিয়া মাওলানা সাহেব মসজিদে নামায পড়িয়া থাকেন। আবার ফজরের নামাযের পর কিয়ামও হয়। যদি কেহ কেয়াম না করে, তাহা হইলে কিছু বিপরীত হইয়া যাইতে পারে। ইহা



pdf By Syed Mostafa Sakib

সত্ত্বেও সকালে পাশের গ্রামের আমার এক পরিচিত যুবক বর্ধমানের একটি জামায়াত লইয়া উপস্থিত। তখন আমি আমার ঘরের মধ্যে পায়জামা পরিতে ব্যস্ত রহিয়াছি। ঐ জামায়াতের আমীর ও মা'মুর প্রত্যেকেই দাড়ী চাঁছা যুবক। স্কুলের মাষ্টার মহাশয় ফুঁশলাইয়া ছেলেগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আসিয়াছেন। অবশ্য ঐ মাষ্টার সাহেব ও যুবকদের ভিতরে এখনও পর্যন্ত পাকা তাবলীগের মানুষদের মত লোক দেখানো ভাবটি জন্মায় নাই। মাষ্টার সাহেব আমাকে সালাম দিয়াছেন। কিন্তু আমি কাপড় পরিধানের কাজে ব্যস্ত থাকিবার কারণে মুসাফাহা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। পরিচিত যুবকটি আমার সঙ্গে মুসাফাহ করিবার জন্য জামায়াতের যুবকদের ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারারা আমার ব্যস্ততা দেখিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। শেষ পর্যন্ত ধমকানোর চোটে দুই একজন আগাইয়া আসিলে আমার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও হাত বাড়াইয়া দিলাম। প্রত্যেকেই আমার সহিত মুসাফাহা করিয়া যাহাতে আমার মন জয় করিতে পারে, সে জন্য যুবকটি ধমকানো বন্ধ করিতেছে না। আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম- এত ধমকাইবার প্রয়োজন কি! যে যুবকটি নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ী শিক্ষা দিতে ধমকাইতে ব্যস্ত ছিল, সে নিজেই নম্রতার মাথায় লাথি মারিয়া রুক্ষ মেজাজে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিল- জামায়াত এইখানেই থাকিবে। প্রয়োজন হইলে আপনাকে গুলি করিব। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া গেল! সবাই যুবকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। অবশ্য পরে ছেলেটি আমার নিকটে ক্ষমা চাহিয়াছিল।

আব্দুর রহীম সাহেব দেওবন্দী আরো বলিয়াছেন- "আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি জামায়াত সম্পর্কে যাহা কিছু বলিতেছি, উহা আমার অনিচ্ছায়। কেবল ইসলামের খাতিরে বাধ্য হইয়া বলিতেছি। কারণ, যখন এত জাহেল মুবাল্লিগরা, যাহাদের বক্তৃতা দেওয়ার ইসলামী অধিকার নাই এবং বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে, তখন উহারা এই কাজের ফজীলাত বর্ণনা করায় সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে এবং প্রকাশ্যে ইসলামী অন্য



সংগঠনগুলিকে অসম্মান করিয়া থাকে। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলদিগকে বার বার অবগত করাইবার পরও যখন আজ পর্যন্ত উহাদের সংশোধন করিলেন না অথবা উহারা সংশোধন হইল না। এই অবস্থায় আসল ব্যাপারটি প্রকাশ করিয়া দেওয়াই দায়িত্ব। কেহ মানিয়া নিক অথবা অস্বীকার করুক।" (উসুলে দাওয়াত ৫২ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলিয়াছেন। "চিন্তার বিষয় যে, বিনা সনদে কোন মানুষ কম্পাউন্ডার পর্যন্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাবলীগের মানুষ ইসলামকে এতই সহজ মনে করিয়া লইয়াছে যে, যাহার মন চাহিতেছে বিনা সনদে সে বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইতেছে।" (উসুলে দাওয়াত পৃষ্ঠা ৫৪) - তাবলিগী জামায়াতের এই আচরণকে অনেকেই ভাল নজরে দেখিতে পারেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে উহা একটি নিদর্শন বলিয়াছেন। যথা, হুযূর বলিয়াছেন, "যখন ইসলামের কাজ অনুপযুক্ত মানুষের হাতে অর্পন করা হইবে, তখন তোমরা কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করিবে।" (মিশকাত)

ইহা আশ্চর্য নয় যে, তাবলিগী জামায়াতের অনুপযুক্ত আমীরদের দ্বারা রসূলুল্লাহর হাদীসের সত্যতা প্রকাশ হইবে। মোট কথা, তাবলীগের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কিয়ামাতের একটি আলামাত। জানিয়া রাখিবেন, কিয়ামত যেমন একটি ভয়াবহ জিনিষ, তেমনই উহার নিদর্শনাবালীও ভয়াবহ জিনিষ। উম্মাতের মধ্যে ফিৎনার দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া মোটেই গৌরবের কথা নয়। বরং মাতম করিবার বিষয়। যদি কোন মানুষ মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে দিবারাত্রি তাবলীগের মুসীবত হইতে বাঁচিবার জন্য দোয়া করিবেন। কারণ, উহারা নামাজীর বেশে হাজার হাজার মুসলমানের ঈমান, আক্বীদাহকে কতল করিতেছে।

জনাব আব্দুর রহীম সাহেব আরো বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাবলীগের মানুষের অনিয়ম ও অসঙ্গত ওয়াজ করিতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, যখন তাহার সম্বন্ধে মারকাজ হইতে প্রচার করা হয় যে, অমুক তাবলীগের



pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরোধী। এইবার তাহার সহিত এমন ব্যবহার করা হয়, যেমনটি বেরেলবী প্রভৃতিদের সহিত করা হয়। কেহ উহাকে কষ্ট দিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। অথচ যদি কেহ সঠিক জিনিষ জানিবার ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে আসল জিনিষটি প্রকাশ হইয়া যাইত। চিন্তা করুন, যে কাজ উলামা ও আমলোকের মধ্যে জোড় পয়দা করিবার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। আজ সেই কাজ উলামা ও মোদার্রেসীনগণের থেকে দূর হইবার কারণ হইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য কথা, যে যত তাবলিগী জামায়াতের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া যায়, সে ততই অন্য আলেমদের থেকে দূরে সরিয়া যায়। ইহা কেন? এবং যে দুই চারিটি চিল্লা দিয়াছে তাহার উন্নতির কথা আর কি বলিব! সে উলামাদের পর্যন্ত কদর বুঝিতে পারে না।" (উসুলের দাওয়াত ৫০ পৃষ্ঠা)

পাঠক, এবার চিন্ত করুন! এই সেই শয়তানী অহংকার। যে অহংকার শয়তানের কোটি কোটি বৎসরের ঈবাদাতকে ধ্বংস করিয়াছে। শয়তান সুকৌশলে তাহার অহংকারের অংশ তাবলীগের মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছে। মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব দেওবন্দী হইয়াও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন কেন? আব্দুর রহীম সাহেব আরো বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে আমি আরো বলিব যে, বহু আলেম তাবলীগের ফাজায়েল সম্পর্কে কিতাব লিখিয়াছেন এবং সেইগুলি শোনাইয়া থাকেন, ইহাতে বড় ধোকা রহিয়াছে। মানুষ সাধারণভাবে বুঝিতেছে যে, এই ফজীলাতগুলি একমাত্র তাবলীগের জন্য। অথচ লেখকদের পার্থক্য করিয়া দেওয়ার একান্ত প্রায়োজন ছিল। ইহা বড় ধোকাবাজী। যদি উহাদের ধারণায় তাবলীগ সব চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাত হয়, তাহা হইলে কোরআন ও হাদীসের দলীল দিয়া প্রমাণ করুন। যখন উহা সুন্নাত বলিয়া প্রমাণ হইয়া যাইবে, তখন ইহাও বলুন যে, প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সুন্নাতটি ত্যাগ হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইলে সমস্ত আলেম ও ওলীগণ এবং মুজতাহিদগণকে কি আমরা সুন্নাত ত্যাগকারী ধারণা করিব? আশ্চর্য বিপরীত! কখন তাবলিগী জামায়াতকে রসুলুল্লাহর সুন্নাত বলা হইতেছে। আবার কখনও মাওলানা ইলিয়াস নাওওয়ারাল্লাহুকে প্রতিষ্ঠাতা



বলা হইতেছে।" (উসুলে দাওয়াত ৫০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক, দেওবন্দী মাওলানা সুন্দর প্রশ্ন তুলিয়াছেন। যতক্ষণ এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাবলিগী জামায়াতের মানুষকে একধাপ আগে যাইতে দেওয়া উচিৎ নয়! উহারা একই মুখে দুই প্রকার কথা কেন বলিয়া থাকেন যে, উহা নবীগণ ও সাহাবাদিগের সুন্নাত। আবার দাবী করিতেছেন উহার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইলিয়াস। যদি প্রকৃতই প্রমাণ হয় যে, উহা নবীগণ ও সাহাবাগণের সুন্নাত, তাহা হইলে ইসলামের নির্ভরযোগ্য কিতাব হইতে প্রমাণ করিতে হয় যে, আম্বিয়া ও সাহাবাগণ মুসলমানদের কালেমা ও নামায শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রকার জামায়াত তৈরী করতঃ গাশ্ত করিয়া বেড়াইয়াছেন।- যদি প্রকৃতই উহা সুন্নাত হয় তাহা হইলে সাহাবাদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত উম্মাতের সমস্ত ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরকে সুন্নাত ত্যাগকারী বলিতে হইবে।- প্রচলিত তাবলীগ যদি নবী ও সাহাবাদের সুন্নাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইলিয়াস সাহেব কে উহার প্রতিষ্ঠাতা প্রমান করা হইবে ভুল। আর যদি ইলয়াস সাহেব প্রতিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নবী ও সাহাবাদের সুন্নাত বলিয়া দাবী করাই হইবে ভুল। তাবলিগী জামায়াতের দায়িত্বশীল মানুষদের উচিৎ যে, এই প্রাথমিক প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিয়া সাধারণ মানুষের সন্দেহকে দূর করা। অন্যথায় মিথ্যা-দাবীর ভিত্তিতে সরল মুসলমানদের ধোকা দেওয়া হইতে বিরত থাকা।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# শাহ সাহেবের শেষ কথা

মাওলানা আব্দুর রহীম শাহ সাহেবের বক্তৃতার বহুলাংশের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। যাহা হইতে আমরা তাবলীগের ভিতরের বহু কিছু অবগত হইতে পারিলাম। এখন শেষবারের মত শাহ সাহেবের বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। শাহ সাহেব বলিয়াছেন - "আমাদের মেওয়াতবাসীরা মাশা আল্লাহ, আরব ও অনারবে মুসলমান করিতে করিতে অলস হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। এই কারণে মেওয়াতের কিছু মেহনতী মুবাল্লিগ ও আলেম মুসলমানদের কাফের ও মুর্তাদ বানাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।" (উসুলে দাওয়াত পৃষ্ঠা ৬১)

প্রিয় পাঠক, শাহ সাহেব নিশ্চয় কোন বেরেলবী আলেম নহেন। বরং তিনি ইলিয়াস সাহেবের সহকর্মী তাবলিগী জামায়াতের সুবিখ্যাত আমীর। আজ তিনি তাবলিগী জামায়াত হইতে নিজেকে কেবল আলাদা করিয়া ফেলেন নাই। বরং বর্তমানে তাবলিগী জামায়াত কালেমা ও নামাযের আড়ালে মুসলমানদের কাফের করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া জোর গলায় প্রকাশ করিয়াছেন। শাহ সাহেবের ন্যায় আরো এক সুবিখ্যাত আমীর মাওলানা ইহতে শামুল হাসান সাহেবের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। জনাব বলিয়াছেন। "নিযামুদ্দীনের বর্তমান তাবলীগ আমার জ্ঞান ও বুঝ অনুযায়ী উহা না কোরআন ও হাদীস মুতাবিক, না মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী এবং হাক্কানী উলামাদের মসলা মুতাবিক। যে সমস্ত আলেম তাবলীগের মধ্যে রহিয়াছেন, তাহাদের প্রথম দায়িত্ব হইল, এই কাজকে প্রথমে কোরআন, হাদীস, ইমামগণ ও উলামায়ে হাক্কানীদের মসলা অনুযায়ী করা। আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির বাহিরে হইয়া যাইতেছে যে, যে কাজ অত্যন্ত নিয়মের মধ্যে থাকিয়া হযরত মাওলানা ইলিয়াসের যুগে কেবল 'বেদয়াতে হাসানা' বলিয়া গণ্য ছিল। আজ সেই কাজ অত্যন্ত



অনিয়মের মধ্যে চলিয়া দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। বহু মন্দ জিনিস উহার মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার কারণে বেদয়াতে হাসানাও বলা যাইবে না। আমার উদ্দেশ্য কেবল দায়িত্ব হইতে সরিয়া আসা।" (উসুলে দাওয়াত অ তাবলীগ শেষ টাইটেল পাতা)

প্রিয় ঈমানদার পাঠক, এই সেই মাওলানা ইহতে শামুল হাসান সাহেব, যাহার সম্পর্কে পূর্বের কোন এক পৃষ্ঠায় অবগত হইয়াছেন যে, ইনি মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে সৌদীর নজদী ওহাবী বাদশার সহিত চুক্তিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইহেতু মাওলানাকে সাধারণ আমীর মনে করা চলিবে না। কিন্তু চিন্তা করিবার বিষয় যে, একটি ফিৎনা যুবক হইয়া যখন কিয়ামত করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানের ঈমান ও আক্বীদাহকে কতল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সময় শাহ আব্দুর রহীম সাহেব ও ইহ্তেশামুল হাসান সাহেব চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলুন, একটি ফিৎনা ও গোমরাহীকে যাহারা সাহাবা ও নবীগণের সুন্নাত বলিয়া জগৎকে ধোকা দিয়াছেন। আজ সেই গোনাহ কাহাদের ঘাড়ে চাপিবে? মাওলানা ইলিয়াসের যুগে যাহা বেদআতে হাসানা বলিয়া প্রমাণ হইয়াছিল, তাহা এতকাল পর্যন্ত সুন্নাত বলিয়া প্রচার করতঃ মুসলিম জাহানকে ধোকা দেওয়া হইয়াছিল কেন? বর্তমানে যাহা বেদআতে হাসানা হইতে বেদআতে সাইয়ার পর্যায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। তথাপিও সুন্নাত বলিয়া শুধু ধোকা দেওয়া হইতেছে কেন? মানুষের শিরায় শিরায় তাবলীগকে পৌঁছাইবার পর সুন্নাত নয়, বেদআতে হাসানা ছিল বলিয়া চিৎকার করিলে কি দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে? বর্তমানে যাহা বেদআতে দালালাত বা সাইয়া হইয়া গিয়াছে। যাহার শুভ সংবাদ হাদীসে জাহান্নাম বলা হইয়াছে। ঐ কাজ করিয়া যাহারা জাহান্নামী হইয়াছে তাহাদের অবস্থা কি হইবে? মাওলানা ইলিয়াস, মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা ইহ্তেশামুল হাসান হইতে আরম্ভ করিয়া মাওলানা মঞ্জুর নোমানী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, ভূপালের মাওলানা ইহ্সান, কলিকাতার মাওলানা জিয়াউদ্দীন ও



pdf By Syed Mostafa Sakib

হাজী গোলাম রসূল পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই ভেদ জানিতেন। জানা সত্ত্বেও যাহারা মুসলমানদের ঈমান ইসলামকে বরবাদ করিয়াছেন, তাহারা কি প্রকৃতই মুসলমান? চোর ও ডাকাত চুরি ও ডাকাতি করিবার সময় একমত থাকে। কিন্তু বন্টনের সময় ঝাড়া করিয়া ফেলে। শেষ পর্যন্ত অনেকেই পুলিশকে সংবাদ পর্যন্ত দিয়া থাকে। অনুরূপ অবস্থা তাবলীগের এই আলেমগুলির। ইহারা প্রত্যেকেই দোষী। প্রত্যেকেই জানা সত্ত্বেও সমাজকে গোমরাহী ও কুফরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় রিয়াল ও ডলারের বন্টনে কম বেশি হইবার কারণে আজ এই চিৎকার শোনা যাইতেছে। যাইহোক, উহারা চোর অথবা ডাকাত যাহাই হউন না কেন, আমরা তো আসল তথ্য পাইয়া গিয়াছি। এখন আমাদের ঈমানী কর্তব্য কি? যে সমস্ত মানুষ না জানিবার কারণে তাবলীগের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে ধারণা খারাপ রাখা উচিৎ হইবে না। অবশ্য যাহারা জানিবার পর জামায়াতের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন, তাহাদের তওবা করতঃ ফিরিয়া আসা ইমানী কর্তব্য।

## আরো একটি গুপ্ত রহস্য

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুনাজির, উপমহাদেশের মুকুটমণি হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব কিবলার কলমে তাবলিগী জামায়াতের একটি গুপ্ত রহস্য পাঠকের সামনে উদ্ধৃত করিবার পূর্বে পরামর্শ স্বরূপ বলিতেছি। যাহারা উর্দু ভাষা পড়িতে পারেন, এই প্রকার সাধারণ মানুষ এবং যে সমস্ত আলেম আহলে সুন্নাত- বেরেলবী নহেন, তাহারা তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিবার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে আল্লামা মুশ্‌তাকআহমাদ নিজামীর লেখা খুনকে আঁসু, কাহরে আসমানী ও দেওবন্দ কা নয়া দ্বীন, জামায়াতে ইসলামী কা শিশ্ মহল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করেন।



আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব কিবলার কলম কি বলিতেছে শুনুন ঃ- "সম্ভবতঃ ১৯৫৬ সাল হইবে। ঐ সময় জামশেদপুরের মাদ্রাসা ফায়জুল উলুমের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খোলা আকাশের নিচে। টাটা স্টীল কোম্পানীর কাছ থেকে বিল্ডিং বানাইবার জমীন নেওয়ার ব্যাপারে ডক্টর সাইয়েদ মাহমুদ সাহেবের সহিত যোগাযোগ করিতে হয়। ঐ সময় মাহমুদ সাহেব পররাষ্ট্র দফ্‌তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি আমার একপত্রের উত্তরে সমস্ত কাগজপত্র লইয়া দিল্লী যাইতে বলেন। আমি সাবধানতা হেতু তাঁহার দেওয়া তারিখের একদিন পূর্বে দিল্লী পৌঁছিয়া গেলাম। আন্তরিক ভাবে ইচ্ছা করিলাম যে, প্রথম রাতটি মাহবুবে এলাহী নিযামুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে কাটাইবো। সুতরাং সামান পত্র রাখিয়া সোজা বস্তী নিযামুদ্দীনের দিকে গমন করিলাম। তখন সন্ধ্যা চারটা বাজিয়া ছিল। বাস হইতে নামিয়া যখন বস্তী নিযামুদ্দীনে প্রবেশ করিয়াছি, তখন অদুরে দুইজন মানুষকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমার দিকে এমনভাবে তাকাইতে ছিল যেন আমাকে চেনে এবং আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে। যখন আমি তাহাদের কাছাকাছি হইলাম, তখন তাহাদের দাড়ী এবং কপালের গাট্টা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমার জীবনে কোনদিন অতবড় দাড়ী এবং কপালে এত উঁচু দাগ দেখি নাই। তাহারা ভীষণ আগ্রহের সহিত আমার দিকে আসিয়া আমার রাস্তা বন্ধ করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল- "হাজ্জাত! এই সেই তাবলীগের মারকাজ। যেখান হইতে সমস্ত দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার হইতেছে। কষ্ট মনে না করিয়া কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে চলুন। স্বচক্ষে গিয়া দেখুন কেমন দ্বীন জিন্দা হইতেছে। যুগ হইয়া গিয়াছে। ইসলামের একজন নিঃসার্থক খাদেম এখানে নিজের আধ্যাত্মিক বীজ লাগাইয়া ছিলেন। এখন উহা যুবক হইয়া গিয়াছে। উহার বরকাতে একটি জগৎ উপকার লইতেছে। একবার দেখিয়া নিন! দুর্বল ইসলামকে দ্বীনের খাদেমরা কেমন তাজা করিতেছে।"

আমি নিজেই বহুদিন হইতে ইচ্ছা করিতেছিলাম যে, সুযোগ পাইলে



pdf By Syed Mostafa Sakib

কোনদিন তাবলিগী জামায়াতের কারবার নিজের চোখে দেখিবো। মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত যাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম গেট হইতে প্রবেশ করিলেই খোলা স্থানে কিছু অর্ধ বয়সী মানুষ 'আম্মা পারাহ' পড়িতে দেখিলাম। তাহাদের দিকে ইংগিত করত এই দুইজন বলিল-

"ইহারা মেওয়াত এলাকার নও মুসলিম মানুষ। ইহাদের বাপ দাদা মুসলমান ছিল। ইহারাও নিজেদের মুলসলমান বলিয়া দাবী করিত। কিন্তু ইহারা কুফর ও শির্ক প্রথায় এমনই ডুবিয়াছিল যে, ইসলামের সহিত ইহাদের দূরের সম্পর্কও ছিল না। তাবলিগী জামায়াতের পবিত্র রুহানী পথ প্রদর্শকদের কৌশলে এবং খুব প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহাদের পুরাতন মাজহাবকে পরিবর্তন করিয়া প্রকৃত ইসলাম দেখানো হইয়াছে। এখন ইহারা রাতদিন মারকাযে থাকিয়া দ্বীন শিক্ষা করিতেছে। যখন ইহারা পাকা হইয়া যাইবে, তখন নিজেদের এলাকা আয়ত্ত্ব করিয়া নিবে।"

পরে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই লোকগুলি বৎসরের পর বৎসর 'আম্মা পারাহ' পড়িতেছে। তাবলিগী জামায়াত নিজেদের দোকানে নমুনার মাল হিসাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। (১) আগত নতুন মানুষদের প্রথমে এই মাল দেখানো হইয়া থাকে যাহাতে মানুষ অতি আশ্চর্য হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পর লোক দুইটি আমাকে সঙ্গে লইয়া আরো একটি কামরার নিকটে দাঁড়াইয়া গেল এবং কামরার মানুষদের পরিচয় দিয়া বলিল -

"ইহারা তাবলিগী জামায়াতের খুব সুচতুর এবং অভিজ্ঞতা পূর্ণ আলেম।

(১) সুবহানাল্লাহ, আজ হইতে প্রায় ২৭/২৮ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। যখন আমার বয়স ১০/১১ বৎসর। সম্পর্কে এক চাচা বিশেষ এক কারণে তাবলীগে গিয়াছিল। তাবলিগী সফর হইতে ফিরিবার পর তিনি বার বার বলিতেছিল যে, মেওয়াতের একদল নও মুসলিম বৃদ্ধ মানুষ কি ভাবে 'আম্মা পারাহ' পড়িতেছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইবে। আমি আজ আল্লামার কথার সত্যতা যথেষ্ট উপলব্ধী করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়! চাচা লোকটি নমুনার মাল দেখিয়া আজও ভুলিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ গোমরাহ হইয়া গোরে ঢুকিবে।



মানুষের মগজ ধোলাই করিতে ইহারা অত্যন্ত পটু। মানুষের চিন্তাধারার মোড় ঘুরাইয়া দ্বীনের দিকে লাগাইয়া দেওয়াই ইহাদের দিন রাতের কাজ। আপনি ইহাদের নিকটে কিছুক্ষণ বসুন। ইহাদের সঙ্গ বিবেক বুদ্ধির জন্য অতি উপকারী।"

এই বলিয়া দুইজন বাহিরে চলিয়া গেল। সম্ভবতঃ আবার শিকার ধরিবার জন্য চলিয়া গেল। তাহাদের চলিয়া যাইবার পর তাবলীগের এই মৌলবীরা খুব সম্মানের সহিত আমাকে বসাইল। ইহাদের জানা ছিল না যে, আমাকে রাস্তা হইতে ছিনাইয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের ধারণা ছিল, আমি স্বইচ্ছায় দেশ হইতে এখানে আসিয়াছি। ইহারা আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করিয়া জানিতে আরম্ভ করিল, কেন আমি আসিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইয়া গেল, তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য জানিবার একটি অমূল্য সুযোগ হাতে আসিয়াছে, যাহা নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাদের বলিলাম- আমি জামশেদপুর হইতে আসিয়াছি। সেখানকার তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে হযরতজীর সহিত আলোচনা করিব। এই সময় হজরতজীর পদে ছিলেন মোলবী মোহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব। ইহারা বার বার জানিতে চাহিল, কথাটি কী? আমি একই কথা বলিলাম, হযরতজীকে বলিব। যখন ইহারা নিরাশ হইয়া পড়িল, তখন বলিল হযরতজী তাবলীগের জন্য শহরে গিয়াছেন। তিনি তাবলীগের কাজ সারিয়া অনেক রাতে ফিরিবেন। ফজরের নামাযের পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি চুপ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পাইয়া গোপনে দরগাহ শরীফের দিকে চলিয়া গেলাম। আল্লাহর শুকরিয়া, মাহবুবে এলাহীর দরবারে রাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সকালে নামাযের পর রাজভবনে যাইবার জন্য দরহাগ শরীফ হইতে ফিরিবার সময় সেই দুই শিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। দূর হইতে তাহারা আমাকে ডাকিল, যখন আমি তাহাদের কাছে পৌছিলাম, তখন আমাকে শুভ সংবাদ শুনাইবার মত বলিল, "মৌলবী সাহেব! তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? হাজরতজী সকাল হইতে তোমাকে



pdf By Syed Mostafa Sakib

খুঁজিতেছেন। চলো তাড়াতাড়ি চলো।" যখনই তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আমাকে দেখা মাত্রই তাহারা বলিল, মৌলবী সাহেব তুমি কাল সন্ধায় গোপনে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? আমরা তোমার খোঁজে খুব হয়রান হইয়াছি।" আমি উত্তর দিলাম, দরগাহ শরীফ গিয়াছিলাম। ঐখানেই রাত কাটাইয়াছি। ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া একজন মৌলবী সাহেব বলিল ঃ

"তুমি সারারাত্রি ঐ বেদআতখানায় কি করিতে ছিলে, তুমি কি জামায়াতের সহিত নতুন যুক্ত হইয়াছো? কোন জায়গায় যাতায়াত করিবার জন্য কমপক্ষে আমাদের তো জিজ্ঞাসা করিয়া নেওয়াই উচিত ছিল। ইহা দিল্লী, এখানে এক হইতে একশত তামাশা রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা দ্বীনের জন্য বাহির হইয়াছে, তাহারা কি তামাশার জন্য আসিয়া থাকে। এখানে আসিবার পর যদি জায়েজ ও নাজায়েজের পার্থক্য করা না হয়, তাহা হইলে এখানে আসিবার প্রয়োজন কি?"

আমি কথা না বাড়াইয়া বলিলাম, সামান্য দেখিতে গিয়াছিলাম, ঐখানে কি হইয়া থাকে। ইহার পর এক সাহেব মুখ মুচড়াইয়া বলিল - "যাক, ইহাতে কোন দোষ নাই।" - তারপর তাহারা আমাকে 'হযরতজীর দেওয়ানখানায়' লাইয়া গেল। ঐ সময় হজরতজী তাহার ফৌজী কমান্ডারদের কেক বিতরণ করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাহেব কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" - এক মৌলবী সাহেব মস্তক নত করিয়া উত্তর দিল - "হাজরাত! এই মৌলবী সাহেব জামশেদপুর হইতে আসিয়াছেন। ঐখানকার তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে আপনার সহিত কিছু আলোচনা করিবেন।" ইহা শুনিয়া হজরতজী আমাকে ইংগিত করতঃ বলিলেন, "বল কি বলিবার রহিয়াছে।" আমি গলা সাফ করিয়া তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলাম যে, প্রথম প্রথম ঐখানে তাবলিগী জামায়াতের কাজ খুব ভাল হইয়াছিল। সাধারণ মানুষ তাবলীগের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং উহার প্রতি খুব ভাল



ধারণা রাখিত। কিন্তু যখন তাবলীগের কিছু মুবাল্লিগ মিলাদ, কিয়াম এবং ইল্মেগায়েব-এর ন্যায় মতভেদী মসলায় নিজেদের ধারণা প্রকাশ করিয়া দিল, তখন হইতে বহু মানুষ তাবলিগী জামায়াত হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। যাহার পরিণাম এই হইয়াছে যে, বহু মসজিদে তাবলীগের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সবে মাত্র আমার এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে। হজরতজীর মুখের রং লাল হইয়া গিয়াছে। কঠিন রাগে নিজের উরুতে চড় মারিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমাকে তাবলিগী জামায়াতের একজন অনোভিজ্ঞ আমীর ধারণা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন-

"যখন মানুষ তাবলীগ করিবার ঢং না জানে, তখন কে তাহাকে তাবলীগ করিতে আদেশ দিয়াছে। এখানে আমার তাবলীগ করা কুড়ি বৎসর হইয়া গিয়াছে। আমি কাহাকেও বলি নাই যে, মীলাদ, ফাতিহা ছাড়িয়া দাও। অথচ জানার দিক দিয়া সবাই জানে যে, উলামায়ে দেওবন্দের যে ধারণা আমার সেই ধারণা। কিন্তু আমি ভাল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। ঐ সমস্ত জিনিষ নিষেধ না করিয়া মানুষের মনকে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাবলীগের গাশ্ত এবং মারকাজে চিল্লা দেওয়ার ভেদ তো ইহাই, মানুষকে নিজেদের আলেমদের পাশে খুব বেশি উঠা বসা করিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। এখানকার পরিবেশ হইতে ধারণা পরিবর্তন হইবার পর মানুষ নিজে নিজেই ঐ জিনিষগুলি ত্যাগ করিয়া থাকে। বরং নিজের ধারণায় এমনই মজবুত হইয়া যায় যে, অপরকে নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।"

আমার দিকে মুখ করিয়া হজরতজী খুব শান্ত ভাবে বলিলেন - "মৌলবী সাহেব! ভাল করিয়া বুঝিয়া নাও, আমরা এখনও পর্যন্ত এই দেশে সংখ্যায় কম, বেদআতীর সংখ্যা অনেক বেশি। এই অবস্থায় আমাদের মাজহাব প্রচার করিবার পথ একমাত্র ইহা ছাড়া কিছুই নাই যে, মানুষের সহিত ধোকাবাজী করিয়া কাজ নিতে হইবে। কুফর ও শির্ক হইতে ফিরাইবার জন্য ধোকাবাজী করা আসলেই কোন গোনাহের কাজ নয়। হকপরস্তীর



pdf By Syed Mostafa Sakib

উন্মাদনায় যদি আমরা 'তাক্বীয়াতুল ঈমান এবং বেহেশ্‌তী জেওর ইত্যাদি কিতাবের আক্বায়েদ প্রকাশ্যে প্রচার করিয়া থাকি, তাহা হইলে মানুষ আমাদের মসজিদে ঢুকিতে দিবে না। এই কারণে আমি সমস্ত মুবাল্লিগদের কঠিন ভাবে বলিয়া থাকি, তাহারা যেন বেদআতীদের সহিত ধোকাবাজী করিয়া কাজ করে। অর্থাৎ যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মীলাদ, কিয়াম করিয়া নিবে। বরং যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিজের আলেমকেও নিন্দা করিয়া দিবে। যেকোন প্রকারে উহাদের পিছনে লাগিয়া থাকিবে। উহাদের সঙ্গে লইয়া জামায়াতে ঘুরাইবে। কখনো না কখনো মানুষ ভাঙ্গিয়া এদিকে চলিয়া আসিবে। মৌলাবী সাহেব দেখ! এখানে আমার কুড়ি বৎসর তাবলীগের কাজ করা হইয়া গেল। মতভেদী মসলাতো বড় কথা, উহার হাওয়া পর্যন্ত কাহারো লাগিতে দেওয়া হয় নাই। কেবল এই করিয়াছি, তাবলীগের গাশ্‌ত, ধারাবাহিক চিল্লা এবং ইজতেমার মাধ্যমে নিজের বুজর্গদের ধারণা মানুষের অন্তরে বসাইয়া দিয়াছি। কাহারো দেওবন্দে লইয়া শায়খুল ইসলামের (হুসাইন আহমাদ মাদানীর) হাতে মুরীদ করাইয়া দিয়াছি। আবার কাহারো শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়ার নিকট মুরীদ করাইয়া দিয়াছি। যাহাকে যেমন পাইয়াছি, তাহার সহিত তেমনই করিয়াছি। তুমি এই যাহা দেখিতেছ, হাজার হাজার মানুষ দিনরাত তাবলীগের কাজ করিতেছে। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই কট্টর বেদআতী এবং কবর পূজক ছিল। কিন্তু আমার আলেমদের পাশে আসিয়া ধীরে ধীরে উহাদের মত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এমনকি যে শির্ক প্রথা বলিয়া ছাড়িত না, সেগুলি না বলায় ছাড়িয়া দিয়াছে। তাবলিগী জামায়াত এই ভেদ বুঝিয়া নিয়াছে, যাহার ধারণা অন্তরে পয়দা হইয়া যায়, মানুষ তাহার মাজহাব মানিয়া নিয়া থাকে।

যখন হযরতজী নিজের বক্তব্য বলিয়া চুপ হইয়া গেলেন, তখন আমি বলিলাম- আপনি আপনার এই উপদেশগুলি লিখিয়া দিন। তাহা হইলে আপনার এই উপদেশগুলি মানুষের নিকটে পৌঁছাইতে সহজ হইবে। ইহা



শুনিয়া হজরতজী বলিলেন -

"আবার তুমি ভুল প্রশ্ন করিলে! আমাদের এখানে সমস্ত কাজ মৌখিক হইয়া থাকে। কলম ব্যবহার করা হয় না। কেবল মুবাল্লিগদের ও ছাত্রদের চিঠির উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে। তাবলিগী জামায়াত কত প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লেখা-পড়া করিবার জন্য আমাদের এখানে একজন রেজিষ্টারকে তুমি দেখিতে পাইবে না।"

এই বলিয়া হজরতজী অন্যদিকে মুখ করিলেন এবং আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম। এই সময় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ পাইতেছিলাম- হায়, যদি আমার নিকটে টেপরেকর্ডার থাকিত, তাহা হইলে হজরতজীর বক্তব্য ধরিয়া নিতাম। আজ তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য ফাস করিবার জন্য কিতাব লিখিবার প্রয়োজন পড়িত না। কেবল দুই ইঞ্চি ফিতা সর্ব যুগকে জানাইয়া দিতো যে, এই শতাব্দীর সব চাইতে বড় ধোকার মারকাজ তাবলিগী জামায়াত। হজরতজীর উল্লেখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে আল্লাহ জুল জালাল ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী নাই। অবশ্য ফিরিশ্‌তাদের নিকট একটি লিখিত দফতর রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ দফতর এমন এক ময়দানে খোলা হইবে, যেখানে তাবলিগী জামায়াতের পরিণাম জানিবার জন্য কোনো দলীলের প্রয়োজন হইবে না।- যাহারা আমার লেখা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবে যে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। তাহাদের নিকটে আমার আবেদন, উহা বিশ্বাস করিবার জন্য সাক্ষী ছাড়া যে কোন পন্থা অবলম্বন করিবে, আমি তাহাতে দৃঢ়তার সহিত সব সময় প্রস্তুত রহিয়াছি। (তাবলিগী জামায়াত পৃষ্ঠা ২৫ হইতে ৩১ পর্যন্ত)



pdf By Syed Mostafa Sakib

# হজরতজীর চরিত্র দেখুন!

তাবলিগী জামায়াতের সাধারণ কর্মকর্তারা যদি বিশেষ কারণে কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া ধোকাবাজী করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সমালোচনার উর্দ্ধে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু তাবলীগের আসল মারকাজ হইতে মুখ্য মানুষটি ধোকাবাজী শিক্ষা দিচ্ছেন। সত্যের আশ্রয় নিয়া কি ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয় না। আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন! হজরতজী পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, যদি আমরা বেহেশতী জেওর ও তাকবীয়াতুল ঈমান প্রভৃতি কিতাবগুলির মতামত প্রকাশ্যে প্রচার করি, তাহা হইলে লোকে আমাদের মসজিদে ঢুকিতে দিবেনা। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ইসমাঈল দেহলবীর 'তাক্বীয়াতুল ঈমান' এবং আশরাফ আলী থানুবীর 'বেহেশ্‌তী জেওর' ও উলামায়ে দেওবন্দের অন্য কিতাবগুলি সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের যে অভিযোগ তাহা সত্য। তাই হজরতজী ঐ সমস্ত অপবিত্র কিতাবগুলির মসলা আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরতজীর কথা কিন্তু বাস্তবেও সত্য। ভারত পাকিস্তানে শত শত জামায়াত ঘুরিতেছে। কাহারো থলিতে থানুবী সাহেবের 'বেহেশ্‌তী জেওর' পাইবেন না। অনুরূপ দেওবন্দী আলেমদের অন্য কোনো কিতাব পাইবেন না। সবার কাছে একই কিতাব জাকারিয়া সাহেবের তাবলিগী নেসাব। ঐ কিতাবগুলি সঙ্গে না রাখিবার প্রধান কারণ হজরতজী নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, মসজিদে প্রবেশ করিতে দিবেনা। এখন প্রশ্ন এটাই, ঐ কিতাবগুলি. যদি ইসলামী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভয়ের কারণ কি? আর যদি অন্ ইসলামী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐগুলি রাখিবার কারণ কি? প্রিয় পাঠক! তাকবীয়াতুল ইমান, বেহেশ্‌তী জেওর প্রভৃতি কিতাবের মসলা অনুযায়ী প্রতি শতকে পঁচানব্বই জনেরও বেশি মানুষ মুসলমান হইয়াও অমুসলিম বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে। এই কারণে ঐ কিতাবগুলির মসলা বলিতে হজরতজীর বুক



কাঁপিয়াছে। তাবলিগের নমুনার মাল মেওয়াত বাসীগণ, যাহারা 'আম্মাপারাহ' পড়িতেছিল। তাহাদের সম্পর্কে শিকারী দুইজন আল্লামাকে বলিয়াছিল- ইহারা নও-মুসলিম। ইহাদের বাপ-দাদারা মুসলমান ছিল। ইহারাও নিজেদের মুসলমান বলিয়া দাবী করিত। কিন্তু শিকী রেসম রেওয়াজে ডুবিয়া থাকিবার কারণে ইসলামের সহিত ইহাদের দূরের সম্পর্কও ছিল না। প্রিয় পাঠক! যে শিকী রেওয়াজে ডুবিয়া থাকিবার কারণে মেওয়াত বাসীরা অমুসলিম বলিয়া গণ্য। আজও আপনি সেই শিকী রেওয়াজে ডুবিয়া রহিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি মীলাদ, কিয়াম, উরূস ও ফাতিহা প্রভৃতি পালন করিয়া থাকেন। এইগুলি তাবলিগী জামায়াতের নিকট শিকী রেওয়াজ। এইবার ভাল করিয়া চিন্তা করুন, তাবলিগী জামায়াত কোনো অমুসলিম এলাকায় উপস্থিত না হইয়া আপনাদের দ্বারে কালেমার দাওয়াত নিয়ে আসে কেন? দুঃখের বিষয়, যে মীলাদ কিয়াম ইত্যাদি তাবলিগী জামায়াতের ধারণায় শির্ক। হজরতজী পর্যন্ত তাহার মুবাল্লিগদের সেই শির্কের কাজগুলি প্রয়োজনে পালন করিতে পরামর্শ দান করিয়াছেন। কাহারো শির্ক হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে মুহূর্তের জন্যও নিজে মুশরিক হওয়া জায়েজ হইবে?

তাবলিগী জামায়াতের মুবাল্লিগ বা আমীরগণ কোরআন শরীফ অথবা হাদীস শরীফ অথবা অন্য কোনো কিতাব খুলিয়া শুনাইতে থাকেন না। সবাই একই কিতাব জাকারিয়া সাহেবের তাবলিগী নেসাব পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন। ইহার কারণ হইল - উহাদের নিকটে কোরআন, হাদীস ও দুনিয়ার সমস্ত কিতাব হইতে সব চাইতে বড় ও নির্ভুল কিতাব জাকারিয়া সাহেবের 'তাবলিগী নেসাব'। এ বিষয় কথা না বাড়াইয়া কেবল জাকারিয়া সাহেবের এক বিশেষ ছাত্র মাওলানা তাবিশ মাহদীর একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। জনাব তাবিশ সাহেব মাওলানা জাকারিয়া ও তাহার কিতাব তাবলিগী নেসাব সম্পর্কে সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন -

"আপনি দেশের যে কোনো মসজিদে চালিয়া যান। প্রতিটি মসজিদে সকাল, সন্ধ্যায় মানুষকে তাবলিগী নিসাব তেলাওয়াত করিতে দেখিবেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনকি দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় একটি বৃহত্তম ইউনিভারসিটির মসজিদেও সমস্ত নামাযের পর তাবলিগী নিসাব পড়া হইয়া থাকে। কোরআন হাদীসের শিক্ষার নাম নিশান পাইবেন না। যদি কোনো হতভাগ্য কোরআন, হাদীসের শিক্ষার কথা বলে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গোমরাহ এবং নাস্তিক ধারণা করা হইয়া থাকে। - একবার আমি মোহতারাম শায়খুল হাদীস (রাঃ)-এর জীবদ্শায় 'ইজতেমা' নামী পাক্ষিক পত্রিকাতে তাবলিগী নিসাব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহাতে আমি ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করতঃ তাবলিগী নিসাবের কিছু ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, তাবলিগী জামায়াতের মানুষ এই কিতাবকে বাস্তবে কোরআন হাদীস অপেক্ষা গুরুত্ব দিয়া থাকেন। আমার এই প্রবন্ধ পড়িয়া মহারাষ্ট্রের নান্ডির জেলার এক তাবলিগী ভাই অত্যন্ত রাগান্বীত হইয়া লিখিয়াছেন- মিষ্টার তাবিশ, আল্লাহ আপনাকে হিদায়েত করেন। 'ইজতেমা' পত্রিকায় আপনার লেখা পড়িয়াছি। আপনি উহাতে লিখিয়াছেন, তাবলিগী জামায়াতের লোক তাবলিগী নিসাবকে কোরআন, হাদীসের চাইতে গুরুত্ব দিয়া থাকেন। প্রথম তো ইহা নয়। আর যদিও গুরুত্ব দিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষ কোথায়? কোরআন তো কেবল কোরআন। উহা হইতে কেবল এক প্রকার কথা জানা যাইবে। কিন্তু তাবলিগী নিসাবে কোরআনও রহিয়াছে, হাদীসও রহিয়াছে এবং বুযুর্গদের কথাও রহিয়াছে। যাহা হইতে এক সঙ্গে তিন প্রকারের জিনিষ পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ তাবলিগী জামায়াতের মধ্যে এই ধারণা ব্যাপক হইয়া গিয়াছে। যাহার কারণে বেশ কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে যে স্থানে এবং যে সমস্ত মসজিদে কোরআন শিক্ষার প্রোগ্রাম করা হইতো, সেখানে ঐ প্রোগ্রাম বাতিল করতঃ তাবলিগী নিসাব পড়া আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জামায়াতের ভাষায় উহাকে তালীম বলা হইয়া থাকে। এবং তাবলিগী নিসাবকে এমন ইজ্জত ও সম্মানের সহিত রাখা হইয়া থাকে যেমন মুসলমান ইজ্জত ও সম্মানের সহিত কোরআনকে রাখিয়া থাকে।



ভাল রেশমের জুজদানে জড়াইয়া রেহেল-এর উপর রাখিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করা, পড়িবার পূর্বে এবং পরে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলানো এবং তাকে রাখিবার সময় সাবধান হওয়া, যাহাতে উহার উপর কিতাব রাখা না হয়, এমনকি কোরআনে করীম পর্যন্ত।" (তাবিগিলী নিসাব এক মতালায়া পৃষ্ঠা ১৫-১৬)

মুসলমান কান খুলিয়া শুনুন! কেবল বাহির হইতে নয়, ঘরের ভিতর হইতেও কান্নার শব্দ শোনা যাইতেছে। কেবল উলামায়ে আহলে সুন্নাত তাবলীগের বিরোধীতা করিতেছেন না। দেওবন্দী আলেমরাও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আল্লাহ আকবার! তাবলীগের মানুষদের কি ধারণা জন্মিয়াছে দেখুন! তাবলিগী নেসাবের উপর কোরআন শরীফ পর্যন্ত রাখা হইবে না।

হজরতজী আরো বলিয়াছেন, - 'তাবলিগী জামায়াত একটি ভেদ বুঝিয়া গিয়াছে, যে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে, সে তাহার মাজহাবও মানিয়া নিয়া থাকো' এইটাই হইল তাবলিগী জামায়াতের সব চাইতে বড় থিউরী। উহারা এই থিউরীকে সামনে রাখিয়া কাজ করিতেছে। পশ্চিম বাংলার শত শত মানুষ মীলাদ, কিয়াম উরুষ ও ফাতিহায় অভ্যস্ত ছিলেন। আজ তাহারা তাবলীগের প্রভাবে পড়িয়া সব ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ তাবলিগী জামায়াত ঐ সমস্ত জিনিষ করিতে নিষেধ করে নাই। মোট কথা, যদি কেহ নিরপেক্ষ হইয়া ঈমান শর্তে তাবলীগের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লামা আরশাদুল ক্বাদেরীর কলমকে বাস্তব সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# তাবলিগী জামায়াতের কৌশল

মুসলমান যাহা কিছু করিয়া থাকে। যথা, মীলাদ, কিয়াম, উরুষ, ফাতিয়া ও জিয়ারত প্রভৃতি। এই কাজগুলি তাবলিগী জামায়াতের ধারণায় শির্ক ও কুফরী কাজ। কিন্তু আজ পর্যন্ত উহাদের কোন ইজতেমায় কোন আলেমের মুখে ঐ সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেখা যাই নায়। বরং ইসলামের এমনই মোটা মোটা কথা আলোচনা করিয়া থাকে, যাহাতে কাহারো কোন প্রশ্ন করিবার সুযোগ হয় না। উহারা নিজেদের আসল আক্বীদাহ গোপন রাখিয়া ইসলামের এমন এমন বিষয় জোর দিয়া থাকে, যাহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। এইটাই হইল উহাদের কৌশল। যাহারা কৌশল ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে না পারিবে, তাহারা কেবল তাবলিগী জামায়াতের কাছে ধোকা খাইবে। কারণ, কোন জামায়াত এই বলিয়া আসিবে না যে, আমরা আপনার মাজহাব পরিবর্তন করিতে আসিয়াছি। নমুনার মাল সব সময় ভালই হয়। প্রচারের ভাষা খুবই সুন্দর হয়। কোন সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের ধারণাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলা সহজে সম্ভব হয় না। তাবলিগী জামায়াত ইজেতমার মাধ্যমে অপরিচিত মানুষকে যেন তেন প্রকারে কাছে আনিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাবলিগী গাশ্ত হইল উহাদের শিকারের প্রথম ময়দান। সুচতুর শিকারী মুবাল্লিগ বা আমীরগণ সহজ সরল মুসলমানদের গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে সঙ্গে লইয়া ঘুরাইতে থাকেন। উহারা বক্তৃতার মাধ্যমে জোর দিয়া থাকেন, মানুষ যেন তাহাদের সহিত বাহির হইয়া যায়। 'চলা ফেরা' করাই এই জামায়াতের একটি বিশেষ অঙ্গ। এমন কি যে ইজতেমা হইতে ব্যাপক মানুষকে বাহির করিতে না পারিয়াছে, সে ইজতেমা উহাদের নিকটে কাম্ইয়াব- সফল নয় বলিয়া গণ্য হইয়া যায়।

যেহেতু মানুষ সফরের অবস্থায় সাংসারিক জীবন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক



হইয়া থাকে এবং সঙ্গীদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই কারণে তাবলিগী জামায়াত মানুষকে বাহির করিবার দিকে খুবই গুরুত্ব দিয়া থাকে। যখন উহারা মানুষকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে নিজের বোতলে ঢোকাইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া যায়। তাবলিগী জামায়াতের এই সফর যেহেতু ইসলামী সফর বলিয়া গণ্য। সেহেতু ইসলামী বিধান সামনে রাখিয়া প্রতিটি মানুষকে ট্রেনিং প্রাপ্ত আমীরের অনুগত হইয়া চলিবার আদেশ করা হয়। যাহাতে তাবলিগী পরিবেশ হইতে কেহ স্বাধীন থাকিতে না পারে। এই প্রকারে মানুষ তাহার সফরের পূর্ণ সময়কে আমীরের হাতে অর্পন করিয়া থাকে। এইবার এই জামায়াত বস্তীর কোন একটি মসজিদে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে আমীরের নেতৃত্বে মহল্লা হইতে গাশ্ত করিয়া ফিরিবার পর নিজেদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈঠক করিয়া থাকে। ঐ মসলিসে বাহিরের কোন লোক থাকে না। শিকারের পর মানুষের আকেল ও আক্বীদার উপর থাবা মারিবার এইটাই হইল প্রথম ঘড়ি। শিকারীর এই থাবা হইতে বাঁচা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এই প্রথম ঘড়ি হইতে তাবলিগী জামায়াতের আসল কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। এইখানে মানুষকে এমন প্রভাবিত করা হয় যে, সে নিজেই অতীতের সমস্ত কর্মসূচীকে বাতিল করিয়া তাবলিগী জামায়াতের অঙ্গ হইয়া যায়। একটি সফরের পর এই নতুন লোকটিকে দ্বিতীয়বার একটি লম্বা সফর করিবার প্রেরণা দেওয়া হইয়া থাকে। এলাকার পুরাতন তাবলিগী শিকারীদের সহিত যেহেতু সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। সেহেতু উহারা বার বার ফুঁসলাইয়া এক চিল্লা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করিয়া ফেলে। বেচারা সরল মানুষটি সাংসারিক জীবনের শত বাধা উপেক্ষা করিয়া বস্তী নিজামুদ্দীনের উদ্দেশ্যে এক চিল্লায় বাহির হইয়া পড়ে। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাবলীগের বেতনভুক্ত একদল আলিমকে দেখিতে পায়। যাহারা বাহ্যিক ঠাতে বাটে খুব আল্লাহ বিল্লাহ করিতেছেন। এই বেতন খোর ট্রেনিং প্রাপ্ত আমীরদের ভাব ভঙ্গিমা দেখিলে মনে হইবে, দুনিয়াতে ফেরেশ্তার জামায়াত দেখিলাম। আবার ঐ চটকদার কপট আলেমরা সকাল



pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্ধ্যায় বিশ্বব্যাপী তাবলিগী জামায়াতের কাজকর্মের বিবরণ দিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। সেই সঙ্গেই শুনাইয়া থাকেন দেওবন্দীদের ভন্ড পীর দরবেশদের মিথ্যা ও কাল্পনিক কারামত। আরো শুনাইয়া থাকেন আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং শির্কও বেদয়াতের অপব্যাখ্যা। শেষ পর্যন্ত সরল মানুষটি মত্ত হইয়া জামায়াতের কোন জালিয়াতের হাতে মুরীদ হইয়া যায়। এইবার লোকটির অবস্থা এমন এক পর্যায় পৌছিয়া গেল যে, উহাকে কোন জিনিষ ছাড়াইবার জন্য মৌখিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে না যে, তুমি মীলাদ করিও না, কিয়াম করিও না, আউলিয়াগণের মাজার জিয়ারত করিতে যাইওনা ও আল্লাহর রসূলের মুহাব্বাত অন্তর থেকে মুছিয়া ফেল ইত্যাদি। বরং তাবলিগী পরিবেশের প্রভাবে এবং নতুন সম্পর্কের চাপা চাপে নিজের পূর্ব মাজহাব ও আক্বীদাহকে কতল করিয়া ফেলে। এবং ধারণা করিয়া থাকে যে, কুফর ও শির্ক হইতে বাহির হইয়া প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করিয়াছি। এইটাই হইল তাবলিগী জামায়াতের নীরব হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ডে না কাহারো এক বিন্দু রক্ত বাহির হইয়া থাকে, না তলোয়ারের দাগ দেখা যায়। কিন্তু এই প্রকারে তাহারা হাজার হাজার মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান জবাহ করিতেছে। এই নীরব হত্যাকান্ডের ঘৃণ্য চক্রান্তের একটি উদ্ধৃতি প্রদান করিবার পূর্বে পাঠকের অবগতির জন্য বলিতেছি।

"ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর আদেশে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কে সরন্দীপে, বিবি হাওয়া আলাইহিস সালামকে খোরাসানে, শয়তানকে দেওবন্দে, ময়ূরকে সিস্তানে ও সাপকে ইস্পাহানে নিক্ষেপ করলেন।" (দোযখের আযাব ও বেহেশ্তের শান্তি পৃষ্ঠা ৯৫, মুদ্রণে লক্ষী বাজার ঢাকা, ভারতীয় ছাপার প্রথম সংস্করণ)

যেহেতু অভিশপ্ত বিতাড়িত মহা চক্রান্তকারী শয়তান সর্বপ্রথম দেওবন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেইহেতু দেওবন্দ একটি অভিশপ্ত স্থান। এই স্থান হইতে ইসলামের প্রকৃত খিদমাতের আশা করা, ভাগ্যের সহিত লড়াই করিবার নামান্তর। বর্তমানে এই অভিশপ্ত স্থানে দাজ্জালের বৃহত্তম ক্যাম্প



হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে দেওবন্দ মাদ্রাসা। ইলিয়াস সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া তাবলিগী জামায়াতের সমস্ত আমীর ও মুবাল্লিগ ঐ ক্যাম্পের ট্রেনিং প্রাপ্ত শিষ্য। উহাদের নিকট হইতে ধোকা ছাড়া আর কি আশা করা যায়! এইবার আমীরে জামায়াত মাওলানা ইউসুফের একটি চক্রান্ত দেখুন!

## মাওলানা ইউসুফের নামে চিঠি

মুকার্রম বান্দা হজরত মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব। আমীরে তাবলিগী জামায়াত। বস্তী নিজামুদীন, দিল্লী।

সালামান্তে জানাইতেছি, আমাদের জামায়াতের কিছু মানুষ তাবলিগী জামায়াতের এই নিয়মের উপর প্রশ্ন করিতেছে যে, জামায়াতের লোক কেবল আমলের উপর জোর দিয়া থাকেন। আক্বায়েদ সংশোধনের ব্যাপারে উহাদের আদৌ চিন্তা নাই। অথচ ভারতের অধিকাংশ মুসলমান শির্কী প্রথায় ডুবিয়া রহিয়াছে। আমি নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঐ সমস্ত প্রশ্নকারীদের বুঝাইবার খুব চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু উহারা সন্তুষ্ট হয় নাই। যদি হুজুরের কষ্ট না হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্যবান সময়ের একাংশ বাহির করিয়া আমাদের শান্তনা দিন। যাহাতে পূর্ণউদ্দোমে জামায়াতের কাজ আগে বাড়িতে পারে। - আব্দুত্ তাওহীদ, জামশেদপুর।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# মাওলানা ইউসুফের উত্তর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুকার্রম বান্দা অফ্‌ফাকা কুমুল্লাহু অ ইইয়ানা লিমা ইউহিব্বু অ অয়ারদা। আস্‌সালামু আলাইকুম অ রহমা তুল্লাহি অ বারাকাতুহু।

পত্র পৌঁছিয়াছে। সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়াছি। উত্তর ইহাই যে, হজরত মাওলানা মোহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব কুদ্দিসা সির্রুহু। যিনি তাবলীগের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের জন্য, না কেবল মুসলমানদের জন্য বরং মানুষকে উহার দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করিয়াছেন। যদি তাঁহার মৌলিক নিয়মগুলি সামনে থাকে, তাহা হইলে এই কাজ করিতে কোন অসুবিধা অনুভব হইবে না। প্রশ্ন তো করা হইয়া থাকে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিজের কাজ হইবে না। যাহাকে উহার উত্তর দিবে, সে এই কাজ হইতে সরিয়া যাইবে। আমাদের তাবলীগের কাজ কেবল ভাল আমলের জন্য নয়, বরং প্রথমতঃ ইহা ঈমানের আন্দোলন। পরে ভাল আমলের আন্দোলন। এখন কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, শিকী প্রথা এবং গোনাহ ছাড়াইবার চেষ্টা করিলে মানুষ ঐ প্রথা ও গোনাহ ছাড়ে না। কিন্তু উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জামায়াতে ঘুরাইতে হইবে এবং উহাদের সামনে 'কালেমায়ে তাইয়েবা' এর সঠিকঅর্থ আসিতে থাকিলে সমস্ত প্রথা ও গোনাহ নিজে নিজে ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা। ইহাকে কি করিয়া মিথ্যা বলিবে? মতভেদী জিনিষকে আমরা এই কারণে সামনে আনি না যে, সবাইকে এই কাজে লাগাইতে হইবে। এই সমস্ত কথা চিঠিতে লিখিবার নয়। এখানে মারকাজে থাকিলে আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। অতএব একদল জ্ঞানী ও বুঝদার মানুষকে পাঠিয়ে দিন। যাহাতে উহারা এখানকার কাজের আসল নিয়ম বুঝিতে পারে এবং



মেওয়াত, মিরাঠের কাজে লাগিয়া কাজের সঠিক নিয়মাবলী শিখিয়া নিজ এলাকায় কাজ চালাইতে পারে। অস্‌সালাম।

বান্দাহ মোহাম্মাদ ইউসুফ, বকলমে মোহাম্মাদ আশেক এলাহী আফাল্লাহু আনহু, মাদ্রাসা কাশেফুল উলুম, নিজামুদ্দীন, দিল্লী। (তাবলিগী জামায়াত ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠা)

# একটি ছোট সমীক্ষা

'লেংটা মানুষের কাপড় চুরির ভয় থাকে না।' তাবলিগী জামায়াতের দ্বিতীয় হজরতজী মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের উত্তর হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উহাদের মধ্যে ঈমান ও আক্বীদার চরম দুর্বলতা রহিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন - "প্রশ্নের উত্তর দিলে কাজ চলিবে না। যাহাদের উত্তর দেওয়া হয়, তাহারা এই কাজ হইতে সরিয়া যায়।" আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, কোন জামায়াত সম্পর্কে কাহারো কোন প্রশ্ন থাকিলে যদি জামায়াতের পক্ষ হইতে সঠিক উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারীর সন্দেহ দূর হইয়া যায় এবং জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু হজরতজীর থিউরী সম্পূর্ণ আলাদা। তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিলে এবং প্রশ্ন করিলে জামায়াতের পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া নিষেধ। কারণ, উত্তর দিলে জামায়াতের আসল রহস্য প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং অন্তরের কথা মুখে প্রকাশ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় যাহারা জামায়াতের বিরোধী তাহারা জামায়াত ত্যাগ করিবে। মোট কথা, জামায়াতের জাহের ও বাতেন, ভিতর ও বাহির একনয় বলিয়া হজরতজী উত্তর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যথায় উত্তর দিতে আপত্তি কোথায়?

'চক্ষুতে ধূলা দিয়া মাল লুট করিয়া নেওয়া অবশ্যই গোনাহের কাজ। কিন্তু উহা অপেক্ষা বড় পাপের কাজ হইল, আমলের দোকান খুলিয়া দিয়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমানদের ঈমান লুট করিয়া নেওয়া।' একই অবস্থা তাবলিগী জামায়াতের। হজরতজী বলিয়াছেন- "আমাদের তাবলীগের কাজ কেবল ভাল আমলের জন্য বরং প্রথমে ইহা ঈমানের আন্দোলন। পরে ভাল আমলের প্রেরণা দান করা।"-

হজরতজী কত আশ্চর্য কথা বলিতেছেন দেখুন! তাবলিগী জামায়াতের প্রথম কাজ নাকি ঈমান এবং দ্বিতীয় কাজ হইল আমল। যদি হজরতজীর এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ঈমান ও আক্বীদাহ সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি নারাজ কেন? তাবলিগী জামায়াতের ধারণায় যে সমস্ত জিনিষ কুফর, শির্ক এবং বেদ্আত ও হারাম, সেই জিনিষগুলি সম্পর্কে কেন মানুষকে বলা হয় না? তাবলীগের আমীর বা মুবাল্লীগগণ কেন এই কথা বলিয়া মানুষকে ধোকা দিয়া থাকেন যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য আখলাক ও আমাল সংশোধন করা। আমলের দোকান খুলিয়া দিয়া মুসলমানের ঈমান লুট করিয়া থাকেন কেন?

হজরতজী আরো বলিয়াছেন, "এ পর্যন্ত কুড়ি পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি যে, প্রথা এবং গোনাহের বিরোধীতা করিলে মানুষ প্রথা ও গোনাহ ত্যাগ করে না। কিন্তু যদি উহাকে সঙ্গে লইয়া জামায়াতে ঘুরানো যায় এবং উহার সামনে কালেমায়ে তাইয়েবার সঠিক অর্থ সামনে আসিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথা এবং গোনাহ নিজে নিজেই ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা। ইহাকে কেমন করিয়া অস্বীকার করা হইবে?"

মানুষের মাজহাব পরিবর্তন করিবার এক নীরব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাবলীগের হজরতজী। কুপ্রথা এবং গোনাহের ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলিবেন না। কেবল জামায়াতে ঘুরাইবেন। এখন বোঝা যাইতেছে যে, তাবলিগী জামায়াতের ঘোরা ফেরা এবং গাশ্ত ও চিল্লা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য, সুন্নী মুসলমানদের মিল্লাত ও মাজহাবকে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া। গাশ্ত ও চিল্লার মাধ্যমে এখন এক পরিবেশে পৌছাইয়া দেওয়া



যাহাতে উহাদের পূর্বের আক্বীদাহ পরিবর্তন হইয়া যায়। এইবার ইনসাফ করিয়া বলুন! তাবলিগী জামায়াতের নিকট হইতে ইসলামের উপকারের আশা করা, ইসলামের শত্রুতা করিবার নামান্তর কিনা? আপনি আরো একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, হজরতজী কুড়ি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সুন্নী মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদাহকে আমলের আড়ালে বর্বাদ করিয়াছেন। ঈমান ও আক্বীদার বিরুদ্ধে তাবলিগী জামায়াতের জঘণ্য চক্রান্ত সর্ব দিক দিয়া ধরা পড়িয়াছে। এমন কি ঐ জামায়াতের দ্বিতীয় আমীর ইউসুফ সাহেব পর্যন্ত এই গোপন ভেদ নিজে প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদের সমূহ চক্রান্ত জ্ঞাত হইবার পর নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিবার বিষয়। যাহারা দায়িত্বশীল মানুষ, তাহারা কি সাধারণ মানুষকে ঐ চক্রান্তকারীদের হাতে শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিবেন অথবা এই বলিয়া চিৎকার করিবেন যে, তাবলিগী জামায়াতের গাশ্ত হইতে কালেমা ও নামাযের দাওয়াত পর্যন্ত কোনটি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের দ্বীনের সহিত সম্পর্ক নাই। কেবল দ্বীনের নাম এই জন্য নিয়া থাকে, যাহাতে উহাদের বানাউটি দ্বীনের সহিত তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করা সহজ হয়। সব সময় মনে রাখা উচিৎ, দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য বাড়ি হইতে বাহির হওয়া অবশ্যই সওয়াবের কাজ। কিন্তু নিজের মাজহাবকে পরিবর্তন করিবার জন্য কাহারো সহিত এক ধাপ যাওয়া আত্মহত্যা করিতে যাইবার সামান্তর।

হজরতজী ইউসুফ সাহেব আরো বলিয়াছেন, "মতভেদী বিষয় আমরা এই জন্য বলি না যে, সবাইকে এই কাজে নামাইতে হইবে।"-

প্রিয় পাঠক, ইউসুফ সাহেবের উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন! মতভেদী মসলা আলোচনা না করিবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমাদের জামায়াতের সহিত মতভেদী মসলার সম্পর্ক নাই অথবা আমরা উম্মাতকে মতভেদের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া অপছন্দ করিয়া থাকি। বরং সাধারণ সভাতে মতভেদী মসলা এই কারণে প্রকাশ করি না যে, মুসলমানদের মধ্যে মুশরিক ও বেদআতী শ্রেণীর মানুষকে সঙ্গে লইয়া জামায়াতে ঘুরাইতে



pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে এবং উহাদের মানসিকতা পরিবর্তন করিতে হইবে। যদি প্রথমে ঐগুলি বলা হয়, তাহা হইলে জামায়াতের সহিত আসিবেনা। পাঠক খুব চিন্তা করুন! তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস সাহেবের সাহেবজাদা ইউসুফ সাহেবের নিকট হইতে যখন আমরা জামায়াতের ভেদ বুঝিতে পারিয়াছি, তখন সাধারণ আমীর ও মুবাল্লিগদের তালি লাগানো কথায় সন্তুষ্ট হইব কেন? আশাকরি, আমার সে সমস্ত ভায়েরা আমীর ও মুবাল্লিগদের মোটা মোটা কথায় মাতিয়া গিয়াছেন, তাহারা পুণরায় চিন্তা ভাবনা করিবেন।

হজরতজী আরো বলিয়াছেন, "এই সমস্ত কথা চিঠিতে লিখিবার নয়। মারকাজে থাকিলে বুঝিয়া ফেলিবে।"

দূর হইতে চোরের মুখ দেখা যাইতেছে। হজরতজীর লেখা হইতে বেদ্বীন বানাইবার কৌশল ভালই বোঝা যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের মসলা স্বামী ও স্ত্রীর গুপ্ত কথার ন্যায় নয় যে, উহা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। যাহা চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়, তাহা মারকাজে উঠা বসা করিলে আপনা আপনিই জানা যাইবে। হজরতজীর কথা হইতে ভালই বোঝা যাইতেছে যে, আসল কথা চিঠিতে লিখিলে তাবলিগী জামায়াতের গোপন রহস্য চৌরঙ্গীতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তাবলিগী জামায়াত যাহাকে মারকাজ বলিতেছে, প্রকৃতপক্ষে উহা সাধারণ মানুষকে শিকার করিবার ময়দান।

সমীক্ষা সমাপ্ত করিবার পূর্বে আরো একবার বলিতেছি, তাবলিগী জামায়াতের চক্রান্ত বোঝাবার জন্য মাওলানা ইউসুফ সাহেবের চিঠি যথেষ্ট। ক্ষতিকারক কোন জামায়াতকে চিনিবার জন্য এই শর্ত লাগানো আদৌ সঙ্গত নয় যে, ঐ জামায়াত চিৎকার করিয়া বলিবে আমরা তোমাদের গালে বিষ দিতে আসিয়াছি। কারণ, উহা এমন একটি শর্ত, যাহা কোন সময় পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর কোন ধোকাবাজ নিজেকে ধোকাবাজ বলিয়া পরিচয় দেয় না। বরং ধোকাবাজীর দোকান ভাল ভাল জিনিস দিয়া সাজাইয়া রাখে।



# তাবলিগী জামায়াতের যঘণ্য পরিকল্পনা

যে তলোয়ার দোস্ত ও দুশমনকে পার্থক্য করে না, কেবল উহাদের অপরাধ সমান কিনা দেখিয়া থাকে। সেই তলোয়ারের অপর নাম হইল ইনসাফের তলোয়ার। প্রকৃত মুসলমান ইনসাফের তালোয়ার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে অপরাধ অমুসলিমের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। যদি কোন মুসলমানদের দ্বারা ঐ অপরাধ প্রকাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে মুসলমান ইনসাফের তলোয়ার উভয়ের উপর প্রয়োগ করিতে বাধ্য। ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক উগ্র অমুসলিমের হাতে বাবরী মসজিদ শাহাদাত বরণ করিয়াছে। যাহার কারণে হাজার হাজার ভারতবাসী শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকেই ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছেন। আবার অনেকেই মুখে প্রকাশ না করিলেও আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হইয়াছেন। মনে যাহাই থাকুক না কেন, অনেক অমুসলিম পর্যন্ত এই ঘটনাকে নিন্দা করিয়াছেন। আপনি কি অবগত রহিয়াছেন! সৌদীর ওহাবী বর্বরেরা মক্কা ও মাদীনা শরীফে কত মসজিদ ও মাজারকে শহীদ করিয়াছে। এ বিষয়ে আপনার সম্মুখে একটি ঐতিহাসিক সত্য তালিকা প্রদান করিব এবং দেখিব আপনার হাতে ইনসাফের তালোয়ার রহিয়াছে কিনা!

ওহাবীরা যখন মক্কা ও মাদীনা শরীফের উপর অমানুষিক আক্রমন চালাইয়া তথাকার মসজিদ ও মাজারগুলি ভাঙ্গিতে ব্যস্ত ছিল এবং কিয়ামতের পূর্ব্বে মক্কা ও মাদীনাবাসীর উপর কিয়ামত আনিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন লন্ডনের এক সাংবাদিক ২২ শে আগষ্ট ১৯২৫ সালে ভারতীয় সাংবাদিকের নিকটে একটি তার পাঠাইয়াছিলেন। ঐ তারটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ "নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ওহাবীরা মাদীনা শরীফের উপর আক্রমন করিয়া দিয়াছে। যাহাতে মসজিদে নবুবীর



pdf By Syed Mostafa Sakib

গুম্বাজে যাহার মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের কবর রহিয়াছে, ক্ষতি হইয়াছে এবং সাইয়েদুনা হামজার মসজিদ শহীদ করা হইয়াছে।" (খিলাফাত কমিটির রিপোর্ট ৩০ পৃষ্ঠা)

এই দুঃখজনক সংবাদে ভারতের সর্বত্রে মাতম আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বত্র হইতে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহার কারণে খিলাফত কমিটি সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য আরবের উদ্দেশে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইয়াছিল। ঐ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, ২) মাওলানা মোহাম্মাদ ইরফান, ৩) জাফর আলী খান, ৪) সাইয়েদ খুরশীদ হাসান খান, ৫) মাওলানা আব্দুল মাজীদ বাদাউনী, ৬) মিষ্টার শুয়াইব কুরাইশী। এই প্রতিনিধিদল ভারতে ফিরিবার পর নিম্নোরূপ বিবরণ দিয়াছিলেন ঃ -

"মক্কায় জান্নাতুল মওলার মাজারগুলি শহীদ করিয়া দিয়াছে। মাওলাদুন্নাবী (যে ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ওহাবীরাজ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, মদীনার মাজারগুলি ও নিদর্শনাবলী ভাঙ্গিবে না।" (খিলাফত কমিটি রিপোর্ট ২৩ পৃষ্ঠা) ইহার এক বৎসর পর ওহাবী সরকার আবার অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য হজের সময় ইসলামী জগতের বড় বড় নেতাগণ তথায় একটি বিশ্ব ইজতেমা কায়েম করিয়া ছিলেন। ঐ ইজতেমায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য খিলাফত কমিটির পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই প্রতিনিধি দল তথা হইতে ফিরিয়া একটি চাক্ষুস বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ বিবরণের একাংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ "২২শে মে আকবারী জাহাজ বন্দরে থামিলে সর্বপ্রথমে যে ভয়াবহ এবং দুঃখপূর্ণ সংবাদ পৌছিয়াছিল, তাহা হইল (মাদীনার) জান্নাতুল বাকী এবং আরো অন্য স্থানগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা ঐ সংবাদগুলি গ্রহণ করিতে চিন্তা করিয়াছিলাম। কারণ, রাজা ইবনো সৌদ খিলাফাত কমিটির দ্বিতীয় প্রতিনিধি



দলের নিকটে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, মাদীনা মুনাওয়ারার মাজার ও নিদর্শনাবলীগুলি আসল অবস্থায় রাখা হইবে। কিন্তু জাদ্দায় পৌছিয়া সর্বপ্রথম আমাদের একজন সদস্য শায়েখ আব্দুল আজীজ আতিকীর নিকট হইতে সংবাদের সত্যতা জানিতে চাহিলে তিনি সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেন এবং ইহা বলিয়াছেন যে, নজদী সম্প্রদায় বেদআত ও কুফরকে নির্মূল করা নিজেদের ফরজ ধারণা করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে উহারা ইসলামী জগতের কোন ক্ষতির পরওয়া করিবে না। চাই ইসলামী জগৎ সন্তুষ্ট হউক অথবা অসন্তুষ্ট হউক।" (খিলাফত কমিটির রিপোর্ট পৃষ্ঠা ৮৫) উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হইয়াছে, "মোট কথা, অবস্থা এবং ঘটনা যাহাই হউক, রাজা আব্দুল আজীজের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মাদীনা শরীফের সমস্ত গুম্বাজগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে। অথচ ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করা ওয়াজিব ছিল।" (রিপোর্ট ৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য নিজের চাক্ষুস দর্শনের একটি বিবরণ নিম্ন ভাষায় দিয়াছেন, "ইহা হইতেও বেশি দুঃখজনক জিনিষ ইহাই যে, মক্কা শরীফের ন্যায় মদীনা শরীফের কিছু মসজিদও বাঁচিতে পারে নাই। মাজারগুলির গুম্বাজের ন্যায় এই মসজিদগুলিকেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে! মাদীনায় যে মসজিদগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে, সেগুলির ব্যাখ্যা ইহাই - (১) মসজিদে কোবার সংলগ্ন মসজিদে ফাতেমা, (২) মসজিদে সানাইয়া (উহুদের যে ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর দাঁত মুবারাক শহীদ হইয়াছিল), (৩) মসজিদে মানারাতাইন, (৪) মসজিদে মায়েদাহ, (৫) মসজিদে ইজাবাহ, যেখানে হুযূরের একটি বিশেষ দোয়া কবুল হইয়াছিল। (রিপোর্ট ৮৮ পৃষ্ঠা)

ওহাবী বর্বরদের দ্বারা যে সমস্ত মাজার ধ্বংস হইয়াছে, উহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইতেছে। (১) হযরত ফাতেমা রাদীয়াল্লাহু আনহা, (২) হযরত জায়নাব রাদীয়াল্লাহু আনহা, (৩) হযরত উম্মে কুলসুম রাদীয়াল্লাহু আনহা, (৪) হযরত রোকাইয়া রাদীয়াল্লাহু আনহা। ইহারা



pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর কন্যা ছিলেন। (৫) হযরত ঈমাম হুসাইন রাদীয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হযরত ফাতেমা সোগরা, (৬) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদীয়াল্লাহু আনহা, (৭) উম্মুল মুমেনীন হযরত জায়নাব রাদীয়াল্লাহু আনহা, (৮) উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা রাদীয়াল্লাহু আনহা প্রমুখ। যথাক্রমে হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর নয় জন বিবির মাজার। (৯) হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১০) কারবালার শহীদ হযরত ইমাম হুসাইন রাদীয়াল্লাহু আনহুর মস্তক মুবারক, (১১) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১২) আল্লাহর রাসূলের কলিজার টুকরা হযরত ইব্রাহীম রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১৩) রাসূলুল্লাহর চাচা হযরত আব্বাস রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১৪) হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১৫) হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বাকের রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১৬) হযরত উসমান গাণী রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১৭) হযরত উসমান বিন মাজউন রাদীয়াল্লাহু আনহু, (১৯) হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদীয়াল্লাহু আনহু, (২০) ইমাম মালিক রাদীয়াল্লাহু আনহু, (২১) ইমাম নাফে রাদীয়াল্লাহু আনহু। (খিলাফত কমিটির রিপোর্টে ৮০ পৃষ্ঠা হইতে ৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) - খিলাফত কমিটির রিপোর্টে আরো বলা হইয়াছে, ''মাদীনা শরীফের এক সভায় নজদের কাজী মাদীনার আলেমদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে হিজাজবাসী! তোমরা হামান ও ফেরাউনের থেকে বড় কাফের। আমরা তোমাদের সহিত ঐ প্রকার হত্যাকান্ড করিব, যেমন কাফেরদের সহিত করা হইয়া থাকে। তোমরা আমীর হামজা এবং আব্দুল কাদের জিলানীর পূজারী।'' (রিপোর্ট ৮৫ পৃষ্ঠা)

খিলাফত কমিটি মন্তব্য করতঃ লিখিয়াছেন-দেশ জয় করিবার জন্য উহাদের নিকটে যে হাতিয়ার রহিয়াছে অর্থাৎ নজদী সম্প্রদায়। একশতাব্দীর বেশি হইতে উহাদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, উাহারা ব্যতীত সমস্ত মুসলমান মুশরেক। নজদীদের গত শতাব্দীর ইতিহাসও এই কথা বলিয়া থাকে যে, কোন সময় উহাদের হাত কাফেরদের রক্তে রাঙা হয় নাই।



উহারা যে সমস্ত হত্যাকন্ড করিয়াছে, সেগুলি কেবল মুসলমানদের করিয়াছে।'' (রিপোর্ট ১০৫ পৃষ্ঠা)

মিষ্টার মোহাম্মাদ আলী জাওহার আবর হইতে ফিরিবার পর দিল্লীর জামে মসজিদে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, উহার একাংশ নিম্নরূপ ঃ-

''আমি খোদার ঘরে বসিয়া রহিয়াছি এবং তাহাকে হাজের নাজের জানিয়া বলিতেছি। ইবনো সৌদের সহিত আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই। আমার কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। সাফ সাফ বলিব। চাই ইহাতে কোন জামায়াত সন্তুষ্ট হউক অথবা অসন্তুষ্ট হউক।

সুলতান ইবনো সৌদ এবং সরকারের সদস্যগণ সব সময় 'কিতাবুল্লাহ' এবং সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ' বলিয়া চিৎকার করিত। কিন্তু আমি ইহা পাইয়াছি যে, উহারা দুনিয়া কামাইবার জন্য কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহকে হাতিয়ার বানাইয়া রাখিয়াছে। যাহারা ডাকাতী করিয়া থাকে, চুরি করিয়া থাকে, তাহারা খারাপ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা কোরআন ও হাদীসের আড়ালে দুনিয়াবী রাজত্ব হাসেল করিয়া থাকে, তাহারা চোর ও ডাকাতের থেকেও খারাপ করিয়া থাকে।'' (মাকালাতে মুহাম্মাদ আলী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬) মিষ্টার মোহাম্মাদ আলীর ভাষণের আরো একটি অংশ ঃ - ''নজদ এবং নজদীদের কার্যকলাপ ইহাই যে, কেবল মুসলমানদের রক্তে উহাদের হাত রাঙা হইয়া রহিয়াছে।'' (মাকালাত পৃষ্ঠা ৩৭)

উম্মাতে মুহাম্মাদীগণ যুগ যুগ ধরিয়া যে সমস্ত স্মৃতিসৌধগুলিকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং যেগুলি দেখিয়া ইশ্‌ক ও ঈমানের চক্ষু ঠান্ডা করিতেন। নজদী ওহাবী বর্বরেরা যখন ঐ পবিত্র স্মৃতিসৌধগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল। যাহার কারণে বিশ্ব মুসলিমদের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। তখন ওহাবীদের ভারতীয় শাখা উলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলিগী জামায়াতের আলেমগণ ওহাবী সরকারকে অভিনন্দন জানাইয়া ছিলেন এবং বাদশাহ সৌদকে সম্বোধন



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া লিখিয়াছিলেন, "হে মহা সম্মানী! বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনার ব্যাপারে যখন মারহুম সুলতান আব্দুল আজীজ ইবনে সৌদ রাহেমাহুমুল্লাহ্ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ সেই জামায়াত ছিল, যাহারা পাশ্চাত্য দেশের বিরুদ্ধে মক্কা, মাদীনা শরীফের জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে ভাল ধারণা করিয়াছিল এবং মারহুম বাদশাহকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিল। ইহার পর নিজেদের বিশেষ প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে মারহুম বাদশাহকে সুপরামর্শ দানের জন্য পাঠানো হইতো এবং জমীয়তে উলামায়ে হিন্দের গৌরব যে, মারহুম বাদশাহ্ উহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেও বিরোধীদের মুখ বন্ধ হয় নাই। সৌদী সরকার স্বয়ং সম্পন্ন হইবার পর প্রথম হজের সময় জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ উপযুক্ত মাজহাবী ও রাজনৈতিক জামায়াত ছিল। যাহারা নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া খুশী প্রকাশ করিয়ছিল।" (শাহে সৌদ ওলায়ে আরব কা দাওরায়ে হিন্দ পৃষ্ঠা ৩৮ পৃষ্ঠা, কাশ্মীর হইতে ছাপা, সংগৃহীত তাললিগী জামায়াত ৭৮ পৃষ্ঠা)

মুসলমান! আজ আপনার ইনসাফের তালোয়ার কোথায়? ভারতের মাটিতে বাদশাদ বাবরের তৈরি মসজিদ উগ্র হিন্দুদের হাতে শহীদ হইবার কারণে উপমহাদেশে শত শত স্থানে হাঙ্গামা হইয়াছে। উগ্র হিন্দুদের বর্বর বলা হইযাছে। আজও পর্যন্ত বাবরী কমিটি পুনঃনির্মানের দাবী করিয়া চলিতেছে। কিন্তু যাহারা মক্কা ও মাদীনা শরীফের মাজার ও মসজিদগুলি শহীদ করিয়াছে, তাহাদের কেন বর্বর বলা হইতেছে না? কেন তাহাদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হইতেছে না? ভারত হইতে যাহারা ঐ বর্বরদের অভিনন্দন বার্তা পাঠাইয়াছিল এবং প্রতিনিধি দল পাঠাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদের সহিত কেন সুসম্পর্ক রখিয়া চলিতেছেন? ভারতের বি.জে.পি.দের অপেক্ষায় কি আরবের ওহাবীদের অপরাধ কম? আপনি ইনসাফের সহিত বিচার করুন। দেখিবেন, ভারতের বি.জে.পি.দের অপেক্ষায় আরবের ওহাবীরা এবং ওহাবীদের ভারতীয় শাখা দেওবন্দী ও



তাবলিগীরা উগ্র বেশি। উহাদের তুলনায় ইহাদের অপরাধ শতগুণে বেশি। কিন্তু আপনি কেন উহাদের প্রতি খড়্গহস্ত এবং ইহাদের মনে করিতেছেন দোস্ত?

রক্ত অপেক্ষা ঈমানের সম্পর্ক অনেকগুণে মজবুত। যদি কেহ আপনার কলিজার টুক্‌রা শিশুর কবরকে লাথি দিয়া ভাঙ্গিয়া দেয় অথবা কোদাল দিয়া কোপায়, তাহা হইলে আপনার আন্তরিক অবস্থা কি হইবে চিন্তা করুন! দেড় হাজার বৎসর হইতে চলিল। কিন্তু মুসলমান এযীদকে ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। অথচ এযীদ ইমাম হুসাইনকে শহীদ করিবার জন্য স্বয়ং কারবালায় উপস্থিত হইয়াছিল না। যাহারা সাহাবাগণের পবিত্র মাজারগুলি ভাঙ্গিয়াছে এবং পবিত্র লাশের উপর কোদালের কোপ বসাইয়াছে, আজ কেমন করিয়া তাহাদের ক্ষমা করা হইতেছে? আরবের ওহাবীরা যাহা করিয়া দেখাইয়াছে, উপমহাদেশের ওহাবীরা তাহাই করিয়া দেখাইবে। তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে মাটি সমান করা হইতেছে এবং জামায়াতে ইসলামীরা ইসলামী রাজত্ব কায়েম করিবার দাবী তুলিয়াছে। যদি কোন দিন উহারা উপমহাদেশের মস্‌নদে বসিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় সেইদিন ঘুরিয়া আসিবে, যেদিন মক্কা ও মাদীনাবাসীর উপর থেকে অতিক্রম করিয়াছে। যেমন, ওহাবীরা নির্মম হইয়া মক্কা ও মাদীনার সুন্নী উলামাগণকে কতল করিয়াছিল, তাহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছিল, পবিত্র স্থানগুলি ধ্বংস করিয়াছিল। তেমনি দেওবন্দী তাবলিগীরা এখানকার সুন্নী উলামাদের কতল করিবে, ইহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিবে এবং সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আউলিয়ায় কিরামগণের মাজারগুলি ধ্বংস করিবে। দেওবন্দী তাবলিগীদের এই জঘন্য পরিকল্পনা কেবল আন্তরিক নয় বরং কলমে প্রকাশ করিয়াছে। যথা, উলামায়ে দেওবন্দ লিখিয়াছেন- "যে স্থানে পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় হইয়া গিয়াছে, মাজারগুলি ধুলিসাৎ করিলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবে না, সেই স্থানে ধ্বংস করিতে হইবে। আর যদি হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা



pdf By Syed Mostafa Sakib

হইলে বিলম্ব করিতে হইবে।" (ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৭০)

ভাঙ্গা ভাঙ্গির কাজে ভাতরীয় ওহাবীরা খুব পিছিয়ে নয়। দেওবন্দী তাবলিগীদের আদি পীর এবং ভারতে ওহবীয়াতের বীজ বপনকারী সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী স্বয়ং কয়েক হাজার ইমামবাড়া ভাঙ্গিয়াছেন এবং পঞ্চাশ হাজার ইমামবাড়া ভাঙ্গাইয়াছেন। অনুরূপ তিনি স্বয়ং করবও ভাঙ্গিয়াছেন। (আরওয়াহে সালাসা পৃষ্ঠা ১২৯-১৪১)

বান আসিবার পূর্বে বাঁধের ব্যবস্থা না করিলে যথাসময়ে নির্ব্বাক হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। আরবের উপর যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও তথাকার অবস্থা কি, তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। বর্তমানে আরবে চার মাজহাবের কোন অস্তিত্ব নাই। কাবা শরীফ ও মসজিদে নবুবীর সমস্ত ইমাম ওহাবী। বাধ্যতামূলক তাহাদের পশ্চাতে নামায আদায় করিতে হইবে। স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই নাই। মক্কা ও মাদীনা শরীফে মাজহাব অবলম্বী অল্প মানুষ যাহারা রহিয়াছেন, তাহারা খুব ভীত চোরের মত গোপনে রহিয়াছেন। নিজেকে হানিফী বলিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। ওহাবীদের প্রশংসা ছাড়া প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই। বুঝিতে পারিলে বন্দী করিবে। বেশি কিছু করিলে কতল করিয়া দিবে। আরবে ভারতের দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের আলেমদের খুবই দাপট। ইহারা ভারতে হানিফী জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও আরবে পৌছিয়া ওহাবীদের মন জয় করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই করিয়া থাকেন। ভারতের বড় বড় সুন্নী আলেম হজ্বের উদ্দেশ্যে আরবে উপস্থিত হইলে দেওবন্দী তাবলিগী আলেমেরা তাহাদিগকে বন্দী করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

১৯৭৯ সালে যখন ভারত হইতে মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র হজ পালনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন এখানকার ইহুদীদের ইংগিতে তাঁহাকে বন্দী করা





হইয়াছিল এবং হজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল না। অনুরূপ অবস্থা করা হইয়াছিল কয়েক বৎসর পূর্বে। সম্ভবতঃ ১৯৮৬ সালে আমার পীর ও মুর্শিদ বর্তমানে মুফতীয়ে আজমে হিন্দ আল্লামা আখতার রেজী আজহারীকে। আমি ১৯৮৩ সালে হজ করিতে গিয়া কাবা শীফের কয়েকজন ইমামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনারা কোন মাজহাব অবলম্বী? উত্তরে পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, আমরা কোন মাজহাব মানি না। সরাসরি কোরআন ও হাদীস হইতে মসলা গ্রহণ করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয়, না জানিবার কারণে ভারতের শত শত মানুষ ঐ ওহাবীদের পশ্চাতে নামায পড়িয়া আসিতেছেন।

## এক ভুঁইফোড় ঐতিহাসিক

গোলাম আহমাদ মোর্তজা বর্ধমানী লিখিয়াছেন, "এই ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম আসলে মহম্মদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে, তাদের রাখা ঐ নাম হল ওহাব। আরব দেশে যখন শির্ক, বেদআত ও অধর্মীয় আচরণ ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখতে ঐ ওহাবের পুত্র মুহাম্মাদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। আরব দেশে ওহাবী নামাঙ্কিত কোন মাযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নাই। এই সংজ্ঞাটির প্রচলন আবর দেশের বাহিরে এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে আব্দুল ওহাব কোনও মযহাবও সৃষ্টি করেন নাই, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বালের মতানুসারী ছিলেন তিনি, তাছাড়া তিনি কবরের উপর সৌধ নির্মান, কবরকে ইট ও পাথর দিয়া বাঁধানো প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এগুলি শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল না, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদীনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। (চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৪-১৬ পৃষ্ঠা)



pdf By Syed Mostafa Sakib

ভুঁইফোড় ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেবের 'চেপে রাখা ইতিহাস'কে আমি আমার 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকায় তুলাধূনা করিয়াছি। বর্তমান পুস্তকে তাঁহার সম্পর্কে কিছু লিখিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি ওহাবী সম্পর্কে এমন এক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, যাহাতে এক শ্রেণীর মানুষ গোমরাহীর শিকার হইয়া যাইবেন। এই কারণে এক কলম লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমার প্রথম কথা হইল, গোলাম মোর্তজা সাহেব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ওহাবীদের দ্বারায় মক্কা ও মাদীনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর ভাঙা হইয়াছিল। অবশ্য ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার দুঃখ নাই। বরং তাঁহার লেখায় ইংগিত বহন করিতেছে যে, ঐ কবরগুলি ভাঙিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, ঐ কবরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শির্ক, বেদআত হইতো। এখন প্রশ্ন হইল, নাকের উপর মাছি বসিলে নাক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, না মাছিকে সরাইতে হইবে? কেহ মসজিদে পেশাব করিলে মসজিদ ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে, না পেশাব করা বন্ধ করিতে হইবে? গোলাম মোর্তজা সাহেবের কথা অনুযায়ী নাক কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং মসজিদ ভাঙিয়া দিতে হইবে। যদি কোন মাজারে শির্ক, বেদআত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইসলাম বিরোধী ঐ কাজগুলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পবিত্র মাজারগুলি ধ্বংস করিবার অধিকার কে দিয়াছে? গোলাম মোর্তজা সাহেবের কেমন ভন্ডামী দেখুন! একদিকে তিনি উসমানগণী রাদীয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় বড় বড় সাহাবাদের মাজার ভাঙিবার প্রয়োজন উপলব্ধী করিয়াছেন। অপরদিকে ভারত সরকারকে একচোখো বলিয়া মুসলমানদের ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সরকার অনেক অমুসলিম নেতাদের মূর্তি তৈয়ার করিয়াছে। কিন্তু কোন মুসলিম নেতার মূর্তি তৈরী করে নাই। মূর্তি তৈরী করা কি প্রতিমা পূজার নামান্তর নয়? এ প্রসঙ্গ এখানেই ইতি করতঃ মূল আলোচনা আরম্ভ করা হউক।

গোলাম মোর্তজা সাহেব ধারণা করিয়াছেন, আমি যাহা বলিব তাহা ইতিহাসের ইতিহাস হইয়া যাইবে। তাঁহার জানিয়া রাখা উচিৎ, সব সময়



শাক দিয়া মাছ ঢাকা দেওয়া যায় না। সেরা ঐতিহাসিক কেমন সুন্দর ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবর দেশে ওহাবী নামাঙ্কিত কোন মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নাই। ইংরেজদের ও ইউরোপীয়দের কার সাজিতে 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে, ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম মোহাম্মাদ এবং মোহাম্মাদের পিতার নাম আব্দুল ওহাব। তিনি কোন মযহাব সৃষ্টি করেন নাই। অতএব, দলের নাম মোহাম্মাদী না হইয়া ওহাবী হইল কেন? গোলাম মোর্তজা সাহেব এই নীরব প্রশ্নটি প্রত্যেক মানুষের মগজে ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গোলাম মোর্তজা সাহেব 'ইতিহাসের ইতিহাস' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু আসল ইতিহাস তাঁহার জানা নাই। যদি জানা থাকিত, তাহা হইলে আমার মত একজন নগণ্য লেখকের কলমের খোঁচা খাইতেন না। আরে সেরা ঐতিহাসিক, ভাল করিয়া জানিয়া নিন! আরবী প্রথায় অনেক ক্ষেত্রে পুত্রের কর্ম পিতা ও দাদার দিকে সম্বোধন হইয়া থাকে। যেমন, ইসলামের চারটি মাজহাবের মধ্যে একটির নাম 'হাম্বলী'। এই হাম্বলী মাজহাবের ইমামের নাম আহমাদ। ইমাম আহমাদের পিতার নাম মোহাম্মাদ এবং দাদার নাম ছিল হাম্বাল। (ফার্হাংগে আসিফীয়া খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২২৯) প্রকাশ থাকে যে, হাম্বাল সাহেব কোন মাজহাবের জনক ছিলেন না। ইমাম আহমাদ ছিলেন মাজহাবের নায়ক বা জনক। অথচ মাজহাবের নাম করন 'আহমাদী' না হইয়া 'হাম্বালী' হইয়াছে। এখানেও কি ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের কারসাজি রহিয়াছে? সেরা ঐতিহাসিক, আরো একটু জানিবার চেষ্টা করুন। দলের নাম মোহাম্মাদী না হইয়া ওহাবী হইয়াছে কেন! হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র নাম মোহাম্মাদ শব্দের সম্মান দেওয়া ঈমান ও ইসলামের অঙ্গ। যেহেতু ওহাবী মতবাদের নায়কের নাম মোহাম্মাদ। সেইহেতু উলামায়ে কিরামগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, এই মোহাম্মাদের ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ মোহাম্মাদ নাম উচ্চারণ করত; অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে। যাহাতে পবিত্র 'মোহাম্মাদ'



pdf By Syed Mostafa Sakib

শব্দের বেআদবী হইবে। এই কারণে উলামাগণ দলের নাম 'মোহাম্মাদী' আখ্যা না দিয়া 'ওহাবী' আখ্যা দিয়াছেন। (আনওয়ারে আহমাদী ৩১৪ পৃষ্ঠা)

আরব দেশে ওহাবী নামে কোন মাজহাব না থাকিলে কি 'ওহাবী' বলিয়া কোন মতবাদ থাকিতে পারে না? মতবাদের জন্য মাজহাব হওয়া শর্ত নয়। হাদীস পাকে তিয়াত্তরটি দল হইবে বলা হইয়াছে। প্রত্যেকটি দলের মতবাদ পৃথক হইবে। আরব ও বহির আরব সর্বত্রই ওহাবী রহিয়াছে। উহাদের মতবাদ চার মাযহাব হইতে সতন্ত্র।

১৯৭৯ সালে মসজিদে নবুবীর ইমাম শায়েখ আব্দুল আজীজ সাহেব মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান সাহেবের নিকটে বাহাসের শর্তনামাতে নিজেকে ওহাবী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। (হরফে হাক্কানীয়াত ২৩ পৃষ্ঠা) অনুরূপ মাওলানা জাকারিয়া সাহেব নিজেকে বড় ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৯৩ পৃষ্ঠা) গোলাম মোর্তুজা সাহেব উত্তর দিন। আরবের শায়েখ আব্দুল আজীজ হইতে ভারতের শায়েখ জাকারিয়া পর্যন্ত কেহ কি ইংরেজদের কারসাজি বুঝিতে পারিলেন না? যদি পৃথিবীতে ওহাবী ফিরকা বলিয়া কিছুই না থাকে, তাহা হইলে উহারা নিজেদের ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিয়া কাল্পনিক ফিরকার সদস্য হইলেন কেন? গোলাম মোর্তুজার উচিৎ ছিল, ইংরেজদের পাছাতে মুখ লাগাইয়া নাক সিটকানি না দিয়া ঘরের খবর ভাল করিয়া জানা।



## ফুরফুরা পন্থীদের ধারণায় 'তাবলিগী জামায়াত'

এ পর্যন্ত তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকাদির উদ্ধৃতিতে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাবলিগী জামায়াত বাতিল ফিরকা গোমরাহ্ দল। তবুও উহাদের সম্পর্কে ফুরফুরা পন্থীদের ধারণা কি, তাহা জানিতে এক শ্রেণীর মানুষ আগ্রহী। সেইহেতু ফুরফুরা পন্থীদের পুস্তকাদি হইতে উহাদের অভিমতগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। প্রকাশ থাকে যে, ফুরফুরা পন্থীগণ উলামায়ে দেওবন্দ এবং তাবলিগী জামায়াতের বিরুদ্ধে বহু পুস্তকাদি ও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। উহাদের প্রচারিত পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন আমার নিকটে এক ডজনের বেশি রহিয়াছে। যথা, ১) দেওবন্দীদের কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ ও তার রদ্দ, ২) গোঁজামিল ধর্মের প্রতিবাদ, ৩) তবলীগ জামায়াত সম্বন্ধে হিন্দুস্তানের মুফতী ও আলেমগণের মতামত, ৪) তাবলীগ জামাত সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের ফাতাওয়া, ৫) অহাবীদের কঠোর প্রতিবাদ, ৬) ওয়ায ও নসিহতই প্রকৃত তাবলীগ, ৭) গোমরাহী যুগ, ৮) সুন্নত অল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য, ) ফুরফুরা শীফের দাদা হুযূর পীর (রঃ) এঁর ভক্ত মুরিদ ও খলিফাগণের প্রতি সতর্ক বাণী ও মোজাদ্দেদ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা ইত্যাদি। এই সবগুলি একত্রিত করিলে একটি স্বতন্ত্র মোটা পুস্তক হইয়া যাইবে। কেবল নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিব।

(১) 'তবলীগ জামাত কোরান হাসীদের খেলাফ জামাত। প্রত্যেক মুসলমানকে তবলীগে যোগ দিতে হবে এরূপ নির্দেশ শরিয়তে নাই। কোরআন হাদীস এজমা কেয়াস এমন কি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমাম মোহাদ্দেস মোজতাহেদ ফকিহ্ এবং গওস কুতুব ও বোজর্গানে দ্বীন আউলিয়ায়ে কেরাম পীরে কামেলগণের রায় অনুসারে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ছয় ওসুলের তবলীগের কোন প্রমাণ বা দলিল নেই। সমালোচনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে,



pdf By Syed Mostafa Sakib

এই তবলিগী আন্দোলন ধর্মের নামে এক ভ্রান্তিকর প্রচার মাত্র। তবলীগ জামাতে ভ্রমণ করা কঠিন নাজায়েজ। সুন্নাত অল জামাতের আকিদার খেলাফী দল। হাজার হাজার সুন্নত অল জামাতের অন্তরভুক্ত বোজর্গানে দ্বীনগণের পথ ও মত এবং জামাত পরিত্যাগ করে তথাকথিত মনগড়া নব আবিষ্কৃত বাতেল ফেরকা তবলীগ জামাতের ফতোয়ার অনুসরণ করে নিজের আখেরাতকে বরবাদ করা উচিত হবে কি? .... এখন কতক দেওবন্দী হেদায়েতের নামে, ধর্মের নামে নামাজ কালেমার সাইন বোর্ড দেখিয়ে সু-কৌশলে মানুষের মধ্যে ওহাবী লামাজহাবীদের সুরে সুর মিলিয়ে নতুন নতুন ফতোয়া জারি করে সমাজে দলাদলি ও ফেৎনার বীজ রোপন করিতেছে।' (গোঁজামি ধর্মের প্রতিবাদ পৃষ্ঠা ৮, ৯, ১১ ও গোমরাবী যুগ পৃষ্ঠা ১, ৩)

(২) "সাবধান ঃ তবলীগ জামাতের কর্ম কর্তাগণ দেওবন্দী মতালম্বী। তাহারা গ্রামে জুমার নামাজ পড়া, আখেরী জোহর পড়া, আজানে হাত তুলিয়া মনাজাত করা, মহফিলে ওয়াজ ও তদুপলক্ষে ইসালে সওয়াব করা, মজলিসে উচ্চ শব্দে দরূদ শরীফ পড়া, মীলাদ ও কিয়াম করা, জানাজার নামায পড়িবার পর দোওয়া চাওয়া ইত্যাদি কাজ সমূহকে নাজায়েজ বলিয়া থাকে। অতএব, সর্ব সাধারণ মুসলমানগণকে সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।" (গোঁজামিল ধর্মে প্রতিবাদ পৃষ্ঠা ২১) অনুরূপ উক্ত পুস্তিকার তিন পৃষ্ঠায় রহিয়াছে- "ফেৎনাবাজ তবলীগ জামাতে যোগ দেওয়া চলিবেনা।" আবার দুই পৃষ্ঠায় রহিয়াছে- "ওহাবী তবলীগগণ যোয়াল্লীন পড়ে।"

(৩) প্রচলিত ছয় ধারার (সীমাবদ্ধ) তবলীগের জন্য দেশ বিদেশে গাশ্‌তে বাহির হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া ইহা কোরআন, হাদীস বা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম সাহাবা বা তাবেইন এর পাক জিন্দেগী হইতে সাব্যস্ত হয় না। এইরূপ সীমাবদ্ধ ছয় ধারার তবলীগ উহার জন্য ভ্রমণে যাওয়া নিঃসন্দেহে নাজায়েজ বেদআত হইতেছে।" (তবলীগ জামাত সম্বন্ধে



পশ্চিম বাংলার বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের ফতওয়া পৃষ্ঠা ২) প্রকাশ থাকে যে, উক্ত পুস্তিকায় ফুরফুরার মেজ হুযূর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া আশি জন আলেম স্বাক্ষর করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমার এলাকার কয়েকজন আলেমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। যথা- মওলানা এহসানুল হক সাহেব, সংগ্রামপুর, ২) মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ সাহেব, ঝাপবেড়িয়া, ৩) মাওলানা আলী আকবর সাহেব, ঝাপবেড়িয়া, ৪) মাওলানা আবু সুফিয়ান সহেব, নিশাপুর, ৫) মাওলানা আব্দুল জাব্বার সাহেব, খাঁপুর, ৬) মাওলানা মাওলা বক্‌শ সাহেব, নেতড়া। [১]

(৪) "প্রিয় পাঠকগণ, আমি কিছু কিছু দেওবন্দী মতের বড় বড় আলেমদের মতকে আমার এই ছোট বইখানির মধ্যে উল্লেখ করলাম। আপনারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করুন, বেইমান ও জাহান্নামী ও ঈমান চোর কারা? (দেওবন্দী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) মাওলানা কাসেম নানুতুবী বলেছেন, অনেক সময় উম্মত নবীর সমান সমান হয়। বরং নবীর চেয়ে বড় দরজায় পৌছেও যায়। উল্লেখ আছে তাহজি রুন্নাস কিতাবে।" (অহাবীদের কঠোর প্রতিবাদ পৃষ্ঠা ১) উক্ত পুস্তিকার নয় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে- "মুফতী আজম হযরত মেজ হুযূর পীর কেবলা বলেন- বর্তমান প্রচলিত ছয় ধারা তবলীগ নাজায়েজ হইতেছে। হাদীসে উহার কোন প্রমাণ নাই উহা হইতে সকলকে সাবধান থাকিতে হইবে।" প্রকাশ থাকে যে, উক্ত পুস্তিকাটি পীরজাদা মাওলানা আব্দুল্লাহিল মারুফ সাহেবের অনুমতিতে লিখিত হইয়াছে।

(৫) "দেওবন্দী সমর্থক মাদ্রাসাগুলি বা মৌলবীগণকে প্রায় তবলীগের সহায়তা করিতে দেখা যায়, ইহার কারণ তবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা ইলিয়াস সাহেব দেওবন্দী যে সমস্ত মতবাদ পোষণ করিতেন,

[১] পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন মাওলানা সায়ফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। আমার এলাকার যে সমস্ত আলেমের নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহারা প্রত্যেকেই অস্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা উহাতে স্বাক্ষর করি নাই। জানিনা মিথ্যাবাদীকে, বা কাহারা!



pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্তমান তবলীগের কর্মকর্তাগণও সেই সমস্ত মতবাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধর্মের নামে নামায ও কালেমার বাহ্যিক ভাল সাইনবোর্ড দেখাইয়া সুকৌশলে মানুষের মধ্যে দেওবন্দী ও ওহাবী মতামত প্রবেশ করাইয়া মুসলিম সমাজের মধ্যে কেমন ভাবে দলাদলীর বীজ বপন করা হইতেছে, ইহা পাঠে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতীত কাল হইতে বাংলা, আসাম ও হিন্দুস্তানের বিজ্ঞ আলেমগণ তাহকিক্ তদন্ত করতঃ মসলা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত উহা পালন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে স্থানে দেখিবেন দেওবন্দী মৌলবী ও তবলীগ জামাতের আবির্ভাব হইয়াছে সেই স্থানে মতভেদী মসলাগুলি প্রচার করতঃ দেশের মধ্যে বিবাদ ও ফাসাদের উৎপত্তি হইতেছে। অতএব মুসলিম সমাজকে সতর্ক ও সজাগ থাকা খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য দেশকে দলাদলী হইতে রক্ষা করা এই হেতু অত্র পুস্তিকাটি লিখিতে প্রয়াস পাইলাম।" (তাবলীগ জামাত সম্বন্ধে হিন্দুস্তানের 'মুফতী ও আলেমগণের মতামত' নামক পুস্তিকার ভূমিকা হইতে সংগৃহীত) - প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ রূপে তাবলিগী জামায়াতের বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে এবং প্রমাণ করানো হইয়াছে, তাবলীগে যোগ দেওয়া নাজায়েজ। যথা, পুস্তিকার ২৫ পৃষ্ঠার একটি অংশ দেখুন! 'প্রচলিত তবলীগের জন্য ভ্রমণ করা বেদআত সাইয়া ও নাজায়েজ, উহাতে যোগদান নাজায়েজ।'

(৬) 'সাধারণ মুমেন মুসলমান বিশেষতঃ খাঁটি সুন্নত অল জামাআতদিগের নিকট অনুরোধ, এই ওহাবী ভাবাপন্ন দেওবন্দী তাবলিগী জামাত হইতে সাবধান থাকুন। তাহা হইলে ছহি ইমানটুকু হয়ত বাঁচানো সম্ভব হইবে।" ('দেওবন্দীদের কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ ও তার রদ্দ পৃষ্ঠা ২০) উক্ত পুস্তিকার দশ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন - " আরো শুনুন, এরা দেওবন্দী মাদ্রাসার তথা ওলামায় দেওবন্দ নাম বাড়াতে রসূল পাককে কোথায় নামাইয়াছে। আর সেই সাথে উহারাও বা কোথায় নামিয়াছে।



দেওবন্দীদের আকিদা (ধারণা) নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম দেওবন্দী আলেমদের সংস্পর্শে আসিয়া উর্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন।"

(৭) ফুরফুরার পীরজাদা মোহাম্মাদ ইব্রাহীম সিদ্দিকী সাহেব একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। যথাক্রমে বিজ্ঞাপনটির নাম ঃ- ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুর পীর (রাঃ) এঁর ভক্ত মুরিদ ও খালিফাগণের প্রতি সতর্ক বাণী'। উক্ত বিজ্ঞাপনে দেওবন্দী তাবলিগীদের গোমরাহী ধারণা সম্বন্ধে বহু কিছু আলোচনা করিবার পর বিঃ দ্রঃ দিয়া লিখিয়াছেন বর্তমান অহাবী গোমরাহী তবলিগী দল বা জামাত হইতে সাধারণ মানুষের ঈমান রক্ষার্থে এই বিজ্ঞাপনখানি দ্বীনের প্রচারের জন্য সকলকে ছাপাইবার অনুমতি রহিল।

প্রিয় পাঠক, এ পর্যন্ত ফুরফুরা পন্থীদের পুস্তকাদি হইতে যে সমস্ত উদ্ধৃতি প্রদান করিলাম, তাহা হইতে নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, তাবলিগী জামায়াত একটি গোমরাহ দল। উহাতে যোগ দেওয়া নাজায়েজ। আশাকরি, ফুরফুরা পন্থী সাধারণ মানুষ, যাহারা ভুল বুঝিয়া তাবলিগী জামায়াতের সহিত সম্পর্ক কায়েম করিয়াছেন, তাহারা পুণরায় তাবলিগীদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবেন।

## ফুরফুরা পন্থীদের বর্তমান অবস্থা

অখণ্ড বঙ্গে ফুরফুরার পীর সাহেবদের চরম প্রভাব ছিল। বর্তমানে তুলনামুলক কম হইলেও যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু এই পন্থীর মানুষ ব্যাপকভাবে বাতিল ফিরকা-তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীর শিকার হইয়া যাইতেছে। ইহা আমি জোর করিয়া বলিতেছি না, বরং আপনি আপনার এলাকার দিকে লক্ষ্য করিলে অবশ্যই উপলব্ধী করিতে পারিবেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পীর সাহেবগণ তাবলিগী জামায়াতের গোমরাহী সম্পর্কে চরম প্রচার চালাইতেছেন। এতদ্সত্ত্বেও ঐ পন্থীর সাধারণ মানুষ তাবলিগীদের শিকার হইবার কারণ কি? - ইহার বহু কারণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে



pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করিতেছি। আপনি যদি আমাকে পীর সাহেবদের সমালোচক না ভাবিয়া কেবল নিরপেক্ষ হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি আমার সহিত একমত হইতে বাধ্য হইবেন। কারণটি হইল ইহাই যে, পীর সাহেবগণ কাগজ কলমে ও মৌখিকভাবে, এক কথায় সর্বদিক দিয়া দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াত হইতে সাবধান করিতেছেন সত্যই। কিন্তু পীর সাহেবদের একাংশ আলেম ও খলীফা তাবলিগী জামায়াতের আমীর সাজিয়া মারকাজ খুলিয়া দিয়াছেন। অথচ পীর সাহেবগণ সেই সমস্ত আলেম ও খলীফাকে নিজেদের আলেম ও খলীফা বলিয়া গণ্য করিতেছেন। এই কারণে পীর সাহেবদের সাবধান করায় সাধারণ মানুষ সাবধান হইতেছে না। সাধারণ মানুষ ধারণা করিতেছে যে, যদি তাবলিগী জামায়াত গোমরাহ হইতো এবং **উহাতে যোগ দেওয়ায় ঈমানের ক্ষতি হইতো, তাহা হইলে পীর সাহেবগণ নিশ্চয়** তাবলিগী আমীর, আলেম ও খলীফার নাম নিজেদের তালিকা হইতে কাটিয়া দিতেন। সাধারণ মানুষ আরো উপলব্ধী করিতেছে, পীর সাহেবদের যে সমস্ত আলেম ও খলীফা নতুন আমীর সাজিয়া তাবলীগের দোকান খুলিয়াছেন। পীর সাহেবগণ এ এলাকায় জালসা করিতে আসিয়া ঐ সমস্ত অলেম ও খলীফার সহিত গলায় গলায় জড়াজড়ি করিয়া থাকেন। আবার জালসায় প্রচার করিয়া থাকেন যে, ইহারা সবাই আমাদের আলেম। আপনারা ইহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবেন। এইবার সারা বৎসর বগল বাজাইয়া তাবলীগের কাজ করিয়া থাকেন এই সমস্ত আলেম ও খলীফা সাহেব। কিন্তু পীর সাহেবদের সেই সমস্ত মুরীদ ও ভক্তদের জান নিয়া টানাটানি হইয়া থাকে সারা বৎসর, যাহারা পীর সাহেবদের কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি।

দক্ষিন ২৪ পরগণায় সংগ্রামপুর এলাকায় আমার বাড়ী। এলাকার মানুষ হাজারে সাড়ে নয় শতকের বেশি ফুরফুরা পন্থী ছিল। এমন কি



আমরাও ছিলাম এবং উহাদের জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এই এলাকায় শতাধিক আলেম রহিয়াছেন। সবার উস্তাদ এবং বিশিষ্ট আলেম হিসাবে পরিচিত ছিলেন মাওলানা নূরুল হক সাহেব। ইনি মেজ হুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের নিরানব্বই জন খলীফার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নূরুল হক সাহেব প্রথম অবস্থায় তাবলিগী জামায়াতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না। অবশ্য পশ্চিম বাংলার তাবলিগী আমীর মাওলানা আব্দুল হক মগরাহাটী ছিলেন নূরুল হক সাহেবের বন্ধু। আব্দুল হক সাহেবের ইন্তেকালের পর হইতে নূরুল হক সাহেব তাবলিগী জামায়াতের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রতি শুক্রবার তিনি মগরাহাট মারকাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের উপর তাবলীগের প্রভাব পড়িতে লাগিল। নূরুল হক সাহেবের প্রেরণায় এলাকা হইতে কিছু কিছু মানুষ মগরাহাটমুখী হইয়া পড়িল। মগরাহাটের তাবলিগী আলেমরা এই বিরাট সুযোগটি গ্রহণ করতঃ নূরুল হক সাহেবের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ করিয়াদিলেন। আস্তে আস্তে সংগ্রামপুর এলাকায় মগরাহাট মারকাজ হইতে দেওবন্দী আলেমরা যাতাযাত আরম্ভও করিয়া দিলেন। ইহার পর সংগ্রামপুর ষ্টেশনের জামে মসজিদে নূরুল হক সাহেব তাবলীগের মারকাজ খুলিয়া দিলেন। এলাকার শত শত মানুষ আন্তরিকভাবে নূরুল হক সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু মানুষের চাপা ক্ষোভ চাপাই রহিয়া গেল। আমলের দোকান দেখিয়া মানুষ ধীরে ধীরে নিজেদের চাপা অগুন হজম করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হুজুরদের যে সমস্ত গোঁড়া মুরীদ কট্টর ভাবে তাবলিগী জামায়াতের বিরোধী হইয়া রহিল, তাহারা এলাকার মানুষের কাছে সমালোচনার পাত্র হইয়া গেল। এলাকার ফুরফুরা পন্থী অন্য আলেমগণের মধ্যে অনেকেই নূরুল হক সাহেবের সহিত তাবলীগের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহাতে তাহারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বেশি বেশি সালাম ও মুসাফাহা পাইতে



pdf By Syed Mostafa Sakib

লাগিলেন। আর নুরুল হক সাহেব তাবলীগ ও ফুরফুরা দুই পন্থীর পরম পীর সাজিয়া মারকাজের মসনদে বসিয়া গিয়াছেন। সেইহেতুতাঁহার সম্মানের ব্যাপারটাই সতন্ত্র। কিন্তু নুরুল হক সাহেবের এহেন আচরণ অনেক আলেমের অপছন্দ ছিল। এমনকি মাওলানা ইরফান আলী সাহেব একদিন এই সব ব্যাপারে আলোচনা কালে আমাকে বলিয়াছিলেন, মগরাহাটের আব্দুল হক সাহেবের জানাজায় ব্যাপক লোক দেখিয়া নূরুল হক সাহেবের লোভ হইয়া গিয়াছে। তাই তাবলিগী মারকাজ খুলিয়া দিয়াছেন। যাহাতে তাবলিগীরা অবাধে জানাজায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য এই কথাটি তাঁহার স্মরণ আছে কিনা জানিনা। অস্বীকার করিলে আল্লাহ ছাড়া আমার কোন সাক্ষী নাই। যাইহোক, বয়সের দিক দিয়া আমি ছোট হইলেও সাহসের দিক দিয়া খুব ছোট ছিলাম না। তাবলিগী বেঈমানদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলাম। ঐ মাওলানা ইরফান সাহেবকে একদিন সংগ্রামপুর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম- যতদিন পর্যন্ত মগরহাটের মারকাযে কিয়াম চালু না হইবে ততদিন পর্যন্ত বেঈমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবো। ইহাতে তিনি হাসিয়া আমার পিঠে আস্তে হাত চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, একটু আস্তে কাজ কর। এলাকায় আমার প্রভাব যতদূরে পৌঁছিয়াছিল, তাহা কমিতে কমিতে আমার গ্রামে আসিয়া গেল। এখনও পর্যন্ত হুযূরদের সহিত আমার পূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। কলিকাতায় মেজ হুযূরের নিকটে এলাকার সমস্ত বিবরণ শুনাইলাম। বিশেষ করিয়া নুরুল হক সাহেবের সম্পর্কে ভাল করিয়া বলিলাম, আপনার খলীফাই তাবলীগের আমীর! এক মাস পর হুযূরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন, নুরুল হক সাহেব আমার নিকটে আসিয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আমি মগরহাটে যাই না এবং কাহারো তাবলীগে যাইতে বলি না। উহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। শেষ পর্যন্ত আমি মেজ হুযূরকে বলিলাম, আপনি এলাকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করুন। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধী করিলাম, হুযূররা



ধারণা করিয়াছেন, গোলাম ছামদানী ছোট আলেম এবং কম বয়সের উগ্র মেজাজী। উহার সব কথায় কান দিলে চলিবে না। নুরুল হক সাহেবের মত বড় বড় আলেম আমাদের পিছনে থাকিলে যেমনকার মজা তেমনই পাইবো।

আমি এলকায় কোণঠাসা হইয়া গেলাম। এমনকি গ্রামের কিছু মানুষ নুরুল হক সাহেবের উসকানীতে আমার ঘোর বিরোধী হইয়া গেল। বহু লড়াইয়ের পর মসজিদ আমাদের হাতে আসিল। ফজরের নামাযের পর এবং জুমআর নামাযের পর মাইকে কিয়াম চালু করিয়া দিলাম।

১৯৮৭ সালের পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত তাবলিগী জামায়াতের কালোমুখ আমাদের মসজিদে দেখা যাই নাই। ইরফান সাহেবের যুক্তিমত আস্তে কাজ করিলে আমার মনে হয় কালোমুখোরা মসজিদে আমাদের নামায পড়িবার অধিকার দিত না।

১৯৯৩ সালে ৫ই জুলাই মেজ হুজুরের প্রথম খলীফা মাওলানা নুরুল হক সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। খুব তড়িঘড়ির মধ্যে তাঁহার এক বিশেষ আত্মীয় নুরুল হক সাহেবের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত জীবনীর একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যাহা হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, নুরুল হক সাহেব নামে মাত্র মেজ হুযূরের খলীফা ছিলেন। কিন্তু আসলেই ছিলেন দেওবন্দী এবং তাবলিগী জামায়াতের আমীর। যথা, জীবনীকার লিখিয়াছেন-

"ফুরফুরা শরীফের পীরগণের তিনি নিষ্ঠাবান অনুরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে (ছাত্রাবস্থায়) তিনি দাদা হুযূর কেবলার (রহঃ) হাতে বায়েত হইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁহার 'আম' মুরিদান ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে নির্ধারিত সবক লইয়া মশ্‌ক করিতেন না। তবে ঘন ঘন তাঁহার খিদমতে হাজির হইয়া দোয়া এবং নসীহত (উপদেশ) লইতেন। তাঁহার নিকট হইতে সবক না লইলেও মুজাদ্দেদে জামানের নেক সোহ্‌বতের গুণে তাঁহার ইলমে তাসাউফ ও ঈমানী ফায়েজ হুযূরের দিলের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ধর্মোন্মাদনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল।



pdf By Syed Mostafa Sakib

হুযূর বাতেনী শিক্ষার প্রথম সবক লইয়াছিলেন বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হায়দ্রাবাদের ওলী পীর হযরত হাসান জান শাহ (রহঃ)-র নিকট হইতে। .... তাঁহার ইন্তেকালের পর হুযূর ফুরফুরা শরীফের মেজ হুযূর কেবলা হযরত আবু জাফর মোহাম্মাদ অজহদ্দিন মোস্তফা সিদ্দিকী সাহেবের হাতে বায়েত হন। তখন হইতে তিনি মেজ হুজুর কিবলার নিকট হইতেই সবক লইয়া মশ্‌ক করিতে থাকেন। বহুদিন ধরিয়া হুযূর তাঁরার নিকট হইতে চার তরিকার সবক মশ্‌ক করিয়া তরিকা সমাপ্ত করিয়া খেলাফতের এজাজাত (অনুমতি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হুযূর তাঁহারই মুরিদান এবং খালিফা ছিলেন। .... হুযূর ফুরফুরা শরীফের পীর সিলসিলার অনুরাগী ছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কেবলমাত্র খানকাহ্ শরীফের এল্‌মে তাসাউফকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন হযরত বড়পীর সাহেব আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত দাদা হুজুর কেবলা (রহঃ) এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের 'পীর' সিলসিলার অনুরাগী, অপরদিকে তেমনই ছিলেন শায়খুল হাদীস হযরত জাকারিয়া (রহঃ), হজরত ইলিয়াস (রহঃ)-দের ভক্ত। তাঁহাদের সন্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে, রমজান মাসে তাঁহাদের সহিত একত্রে এতেকাফ করিবার জন্য, তিনি ছুটিয়া যাইতেন সাহারান পুরে। একদিকে যেমন তিনি আজীবন চালাইয়াছেন মজলিসে হালকায়ে জেকের। অগণিত মানুষকে মুরিদ করিয়া চার তরিকার সবক দিয়াছেন, জিন্দা রাখিয়াছেন ফুরফুরা শরীফের বাতেনী শিক্ষার ভাবধারাকে, অপরদিকে তেমনি পুরা মাত্রায় চালাইয়া গিয়াছেন তবলীগের কাজ। সংগ্রামপুরে চলিয়া আসিবার পর প্রতিদিন এশার নামাযের শেষে দ্বীনি তালীমে তিনি স্বয়ং বয়ান করিতেন। চিল্লার জন্য তশ্‌কীলে অংশ নিতেন। প্রতি সোমবার মহল্লায় গাশ্‌তে বাহির হইতেন। প্রতি শুক্রবার হাজির হইতেন মগরাহাট মারকাজে। শেষ জীবনে অত্যন্ত জয়ীফ হইয়া পড়িবার পর স্বয়ং ঐ সকল কার্য করিতে না পারিলেও



মজলিসগুলিতে যথা সম্ভব হাজির থাকিতেন। (জীবনী পৃষ্ঠা ৩০ হইতে ৩২ পর্যন্ত)

আল্‌হামদুলিল্লাহ এক যুগ পর আমার কথার সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিলেন নূরুল হক সাহেবের জীবনীকার। নূরুল হক সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পীর মেজ হুযূর এখনো হায়াতে আছেন। নিশ্চয় তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন নূরুল হক সাহেবের ব্যাপারে! নূরুল হক সাহেব এযাবত এলাকার মানুষের নিকটে তাবলীগের আমীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন কিন্তু কাগজ কলমে তিনি ছিলেন মেজ হুযূরের খলীফা। আজ কাগজ কলমেও প্রকাশ হইয়া গেল যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাবলীগের আমীর ছিলেন এবং নামে মাত্র ছিলেন মেজ হুযূরের খালীফা। সম্ভবতঃ মেজ হুযূর তাঁহার খলীফাগণের তালিকায় নুরুল হক সাহেবের নাম রাখিবেন কিনা নিশ্চয় চিন্তা করিতেছেন।

ফুরফুরার পীর খান্দান নিজেদের মতাদর্শকে যদি যথার্থ মূল্য দিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় নুরুল হক সাহেবের নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। অন্যথায় প্রমাণ হইবে, ফুরফুরা পন্থীদের সমস্ত মেহনত বৃথা এবং উহাদের নীতি নিছক নোংরামী। কারণ, তাঁহারা তাবলিগী জামায়াতের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই প্রবীন খলীফা ছিলেন জামায়াতের আমীর। যাইহোক, আমাদের এলাকায় ফুরফুরা ও তাবলীগের মাঝে যে সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল নূরুল হক সাহেব তাহা ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে এলাকার মানুষ বাঁধ ভাঙা স্রোতের ন্যায় তাবলীগ মুখী হইয়া পড়িয়াছেন। কট্টর ফুরফুরা পন্থী, এমনটি পীরজাদাগণ পর্যন্ত ঐ স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ রহিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ আগে দেশে ফিরিবার পর জানিতে পারিলাম যে, কয়েকদিন আগে সংগ্রামপুর মারকাজ মসজিদে ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ বৈঠক করিয়াছিলেন। ঐ বৈঠকে পীরজাদা সায়ফুদ্দীন সাহেবের উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে উপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য তাঁহার লিখিত 'বিভ্রান্তির বেড়াজালে তাবলিগী



pdf By Syed Mostafa Sakib

জামাআত' নামক পুস্তকটি ঐ মসলিসে প্রচার করা হইলে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এমনটি অনেককে বলিতে শোনা গিয়াছে যে, যদি সায়ফুদ্দিন সাহেব আসিতেন, তাহা হইলে গাড়ীর চাকা উল্টাইয়া দিতাম। আমি বলিয়াছিলাম, পীরজাদার গাড়ীর চাকা উল্টইয়া দিলে তাবলীগের গাড়ীর চাকাও খানিকটা অচল হইয়া পড়িবে। যাক্, ফুরফুরা পন্থীগণ তাবলীগের বিরুদ্ধে যাহাই করুন না কেন, খুব কাম্ইয়াব হইতে পারিবেন না। কারণ, উহারা রোগের আসল ঔষধ দিতে জানেন না। যদি ফজর ও জুম'য়ার নামাযের পর মসজিদে সালাম পাঠ আরম্ভ করিয়া দেন, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলার শত শত মসজিদ হইতে তাবলিগী জামায়াত বিদায় লইবে। এই আসল ঔষধটি তো উহারা দিবেন না।

গত ৯ই এপ্রিল হাওড়া জেলা, কুশাডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। ফুরফুরার পীরজাদা আবুল হাসান সাহেব ও আরো কয়েকজন দেওবন্দী আলেমও ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি এবং আহমালুল্লাহ মেদিনীপুরী সাহেব উক্ত মাদ্রাসায় সভা করিয়াছিলাম। এইবার যথাসময়ে উপস্থিত হইলে কয়েকজন মানুষ আসিয়া আমাকে গোপনে বলিয়া গেলেন- হুযূর, তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে কিছু বলিবেন। আমাদের এলাকায় তাবলীগের প্রভাব পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পর আরো কয়েকজন মানুষ আসিয়া প্রশ্ন করিলেন- হাদীসে কি আট রাকআত তারাবীহের কথা রহিয়াছে? আমাদের গ্রামে তাবলীগের লোকেরা আট রাকআত তারাবীহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমি বলিলাম- সভায় আলোচনা করিয়া দিব। এমন সময় কয়েকজন অল্প বয়সের দেওবন্দী মৌলবী আসিয়া আমাকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিতে থাকিলাম। হঠাৎ চলিয়া আসিলেন বিজ্ঞাপিত দেওবন্দী মৌলবীটি। উহারা সবাই নামায আরম্ভ করিলে আমি লক্ষ্য করিলাম, কেহ কান পর্যন্ত হাত উঠায় নাই এবং সিনার উপরে হাত না বাঁধিলেও নাভীর নিচে কেহ বাঁধে নাই। মনে মনে চিন্তা করিলাম- ইহাদের রোগ ভালই



জন্মিয়াছে। নামাযের পর দেওবন্দী মৌলবীটির নিকটে বেশ লোকজন আসিতে আরম্ভ করিলেন। বয়স্ক মানুষগুলির প্রত্যেকের পরিধানে রহিয়াছে গোল জামা ও গোল টুপী। সবার মুখে তাবলিগী জামায়াতের কথা। আমি শয়ন অবস্থায় চিন্তা করিতেছি এই লোকগুলি বাঁকড়ার বিশ্ব ইজতেমায় তাবলীগ জামাতের শিকার হইয়াছেন। এই লোকগুলি আমাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন আজ নাকি একজন আলেম আসিবেন, তিনি তাবলীগের ঘোর বিরোধী। আমাদের গ্রামের যুবকেরা পাঁচ শত লাঠি কাটিয়া রাখিয়াছে। মৌলবী সাহেব বলিলেন- আজ সভায় কাহারো মসলা বলিতে দেওয়া হইবে না। যে মসলা বলিবে তাহার কান ধরিয়া নামাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর আমার লিখিত একটি বিজ্ঞাপন পড়া আরম্ভ হইয়া গেল। কেহ কেহ বলিলেন, এই বিজ্ঞাপনের লেখক কে? একজন বলিলেন- তিনি এই শুইয়া রহিয়াছেন। আরো একজন বলিলেন- মাওলানা সাহেব উঠিবেন? আমি বসিয়া বলিলাম- বলুন, কি বলিতেছেন। বলিলেন- আমরা বিজ্ঞাপন বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বলিলাম- বিজ্ঞাপন তো বাংলায় লেখা, কেন বুঝিতে পারিতেছেন না? বলিলেন এই সমস্ত কথা কে বলিয়াছেন? আমি বলিলাম- পড়া শেষ করুন, বুঝিতে পারিবেন। দেওবন্দী মৌলবীটি বলিলেন- আপনি যে কিতাবের নাম দিয়াছেন, উহাতে ঐ সমস্ত কথা থাকিতে পারে না। আমি বলিলাম- আপনি কিতাবখানা পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন- নাইবা পড়িলাম। কমিটির কয়েকজন যুবক বলিলেন- আপনি যাহা পড়েন নাই, সে সম্পর্কে কেমন করিয়া চ্যালেঞ্জ করিতেছেন? মৌলবী সাহেব বলিলেন- আমার বাড়িতে ঐ কিতাব রহিয়াছে। আমি গর্জন করিয়া বলিলাম- মোটর সাইকেল করিয়া কিতাব আনুন। যদি না দেখাইতে পারি, তাহা হইলে হাওড়া জেলায় গর্দান রাখিয়া যাইব। আমার সমর্থনে কমিটির যুবকেরা জোর দিলেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা না করিয়া আমাকে বলিয়া ফেলিলেন- আপনি শয়তানী করিয়া বেড়াইতেছেন কেন? কমিটির মানুষ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে তাবলীগের লোকগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়েন



pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করেন। আমাকে এক নিরপদ স্থানে রাখা হইল। চরম গন্ডোগোলের সময় পীরজাদা আবুল হাসান সাহেব আমার কাছে ছিলেন এবং আমার স্বপক্ষে দুই চারটি কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্বরদের ব্যবহারে বেশিক্ষণ থাকিতে পারেন নাই। আমি এক সুযোগে কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষকে ডাকিয়া আমার বিজ্ঞাপনের স্বপক্ষে ফুরফুরা পন্থীদের একাধিক পুস্তিকা ও কয়েকটি বিজ্ঞাপন দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম যে, কোন প্রকারে আমাকে সভায় কমপক্ষে ১৫ মিনিট বলিবার সুযোগ দিবেন। প্রত্যেকেই বলিলেন আপনি আমাদের আকাঙ্খিত বক্তা। নিশ্চয় সুযোগ পাইবেন। হঠাৎ রাত ২টার দিকে সভায় বিরাট গন্ডোগোল আরম্ভ হইয়া গেল। দুই তিনজন লোক আসিয়া বলিলেন- সভাপতি আপনাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব রাখিলে তাবলীগের লোকেরা গন্ডোগোল সৃষ্টি করিয়াছে। আপনি প্রস্তুত থাকুন। যথাসময়ে আপনাকে লইয়া যাইব। শেষ পর্যন্ত মাইকে ফজরের আযান শুনিতে পাইলাম। কমিটির মানুষ আসিয়া বলিলেন- এলাকার তাবলীগের লোকেরা পরিকল্পিতভাবে আসিয়াছে। হয়তো আপনার নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সেইহেতু সভায় লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। ইনশাল্লাহ, আগামী দিনে চেষ্টা করিব। কমিটির মানুষের কোন প্রকার চক্রান্ত ছিল না। তাঁহারা আমাকে এক হাজার টাকা নজরানা প্রদান করতঃ সসম্মানে বিদায় দিয়াছেন।

গত ১৮ই মার্চ বাঁকুড়া জেলায় আর. কে. রোডে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ সুন্নীদের বিরোধীতা করিতেছেন। আবার ২২ শে এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার মানগ্রামে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, ফুরফুরা পন্থীরা সুন্নীদের সহযোগিতা করিতেছেন। মালদার কালিয়াচক এলাকায় অধিকাংশ ফুরফুরা পন্থী সুন্নী হইয়া গিয়াছেন। এক কথায়, উহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যেখানে সুন্নীদের প্রভাব সেখানে সুন্নী হইয়া যাইতেছেন। আবার যেখানে দেওবন্দীদের প্রভাব, সেখানে দেওবন্দী- তাবলিগী হইয়া যাইতেছেন। যে সমস্ত ফুরফুরা পন্থী নতুন ভাবে দেওবন্দী তাবলিগী সাজিয়েছেন, তাহাদের বেশি উত্তেজিত দেখা যাইতেছে।



## এখন প্রতিরোধের উপায় কি!

এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা হইল তাহা হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, তাবলিগী জামায়াত একটি বাতিল ফিরকা- ভ্রান্ত দল। বর্তমানে উহারা বেশ প্রভাব ফেলিতেছে। সাধারণ মানুষ উহাদের বদ আক্বীদাহ বা ভ্রান্ত ধারনা হইতে অবগত না থাকিবার কারণে উহাদের শিকার হইয়া যাইতেছে। এখন ঐ জামায়াত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাইতে হইলে আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। অন্যথায় ঐ জামায়াতকে প্রতিরোধ করা এবং সাধারণ মানুষকে আহলেসুন্নাতের উপর কায়েম রাখা সম্ভব হইবে না।

১। প্রতি মসজিদে কমপক্ষে ফরজ ও জুময়ার নামাযের পর মাইক না থাকিলে কমপক্ষে মুখে সালাম পাঠ করিতে হইবে। এই প্রকার সালাম পাঠ করা আদৌ নাজায়েয নয়। কলিকাতায় শতাধিক মসজিদে ফজর ও জুময়ার নামাযের পর সালাম পাঠ করা হইয়া থাকে। উপমহাদেশের সর্বত্র এই প্রকারে সালাম প্রথা চালু রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করিয়া উত্তরবঙ্গে ফজর ও জুময়ার নামাযের পর সালাম পড়িবার প্রথা ব্যাপক চালু হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত মসজিদে সালাম পড়িবার প্রথা ব্যাপক চালু হইয়া গিয়াছে, সেই মসজিদগুলি মাশাআল্লাহ তাবলিগী জামায়াত হইতে নিরপদ হইয়া গিয়াছে। ইনশা আল্লাহ, আপনাদের মসজিদও তাবলিগী জামায়াত হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। আল্লাহর অয়াস্তে এই নিয়ম চালু করিয়া দিন।

২। প্রতিটি মসজিদে 'ফায়যানে সুন্নাত' নামক কিতাবখানা পড়িয়া শুনাইতে হইবে। প্রত্যেক আলেমের উচিৎ যে, তাঁহাদের অমূল্য সময়ের একাংশ নিছক আল্লাহর অয়াস্তে দ্বীনের কাজে ব্যয় করা। যদি আলেম সাহেব কোন মসজিদের ইমামতির দায়িত্বে থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন নামাযের পর কিতাবখানা পড়িয়া মুসাল্লিগণকে শুনাইবেন। আর যদি ইমামতির



pdf By Syed Mostafa Sakib

দায়িত্বে না থাকেন, তাহা হইলে এলাকার যে মসজিদের ইমাম আলেম নয়, সেই মসজিদে নিজের সুযোগ মত মাঝে মধ্যে উক্ত কিতাবখানা পড়িয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যে এলাকায় একাধিক সুন্নী আলেম রহিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া যৌথভাবে এলাকার বিশেষ কোন স্থানে প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না হইলে মাসে একদিন একটি সভার আয়োজন করিবেন। এই সভার জন্য কোন বিজ্ঞাপন করিতে হইবে না। কেবল মৌখিক প্রচার থাকিবে। উক্ত সভায় 'ফায়যানে সুন্নাত' কিতাবটি অবশ্যই পড়িয়া শুনাইতে হইবে। তারপর আলেমগণ নিজ নিজ কৌশল মুতাবিক বাতিল ফিরকাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। দরুদ ও সালাম পাঠান্তে সভা শেষ করিতে হইবে।

৩। কোন কামেল পীরের হাতে বায়েত গ্রহণ করিতে হইবে। পীর হইবার জন্য চারটি মৌলিক শর্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে একটি শর্ত কম হইলে পীর হইতে পারিবেন না। ক) আলেম হওয়া। অর্থাৎ কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে এই পরিমাণ জ্ঞান রাখিতে হইবে যে, প্রয়োজন মত কিতাব হইতে মসলা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। যিনি আলেম নন, তিনি পীর হইবার অনুপযুক্ত। খ) সুন্নী সহীহুল আক্বীদাহ হওয়া। যাহার আক্বীদাহ-ইসলামী ধারণা ঠিক নাই তিনি পীর হইবার অনুপযুক্ত। সাবধান, খুব সাবধান! বর্তমানে ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগীরা সুন্নীদের ধোকা দেওয়ার জন্য পীর সাজিয়াছেন। জানিয়া রাখিবেন, উহাদের নিকটে বায়েত গ্রহণ করা হারাম। ঈমান চলিয়া যাইবে। ভুল করিয়া যদি কেহ উহাদের নিকট মুরীদ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বায়েত বাতিল করতঃ কোন সুন্নী পীরের নিকটে মুরীদ হওয়া জরুরী। অন্যথায় ঈমান যাইবে। গ) পীরের সিলসিলা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো। যে পীরের সিলসিলা হুযূর পাক পর্যন্ত নাই, তাহার নিকট বায়েত হওয়া জায়েয নয়। কারণ, উপর থেকে ফায়েজ আসিবে না।

ঘ) 'ফাসেকে মুলিন' না হওয়া। ফাসেকে মুলিনের নিকট বায়েত হওয়া



জায়েয নয়। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ কাবীরাহ করিয়া থাকে, তাহাকে ফাসেকে মুলিন বলা হইয়া থাকে।

৪। নিজ পীরের সঙ্গে এবং সন্নী আলেমদের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্ক কায়েম করিতে হইবে। সম্ভব হইলে নিজের দেশে তাঁহাদের আমন্ত্রণ করতঃ সভা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্ভব না হইলে পীরের সভাতে উপস্থিত হইতে হইবে। মোট কথা, পীর ও উলামাদের সহিত সব সময় যোগাযোগ রাখিতে হইবে।

৫। আপনার ছেলেকে সুন্নী মাদ্রাসায় পড়াইয়া আলেম করুন। যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপনার প্রতিবেশির ছেলেকে প্রেরণা দিয়া মাদ্রাসায় পাঠান এবং আপনার সামর্থ অনুযায়ী তাহাকে সাহায্য করুন। যে স্থানে সুন্নী আলেম হইয়া গিয়াছেন, সে এলাকায় দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াত ইসলামীদের প্রভাব কম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটি সুন্নী মাদ্রাসার নাম নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর এলাকায় দুইটি মাদ্রাসায় বোখারী শরীফ পর্যন্ত পড়ানো হইয়া থাকে। প্রথমটির নাম "জামিয়ায় রাজ্জাকীয়া কালিমীয়া" ও দ্বিতীয়টির নাম "মাদ্রাসা গাওসীয়া রেজবীয়া"। দুইটি মাদ্রাসার ব্যবধান মাত্র ৪/৫ কিলোমিটার। এই দুইটি মাদ্রাসার শাখা হিসাবে আরো আট দশটি মাদ্রাসা রহিয়াছে ১০/১৫ কিলোমিটারের মধ্যে। যথা, কানুপুর, চড়কা, কাসীয়াডাঙ্গা, উমারপুর, সুলতানপুর ও ফুল শহরী ইত্যাদি। অনুরূপ মালদা জেলায় কালিয়াচক এলাকায় দারিয়াপুর ও আলিপুর মাদ্রাসায় বোখারী শরীফ পর্যন্ত পড়ানো হইয়া থাকে। ঐ দুইটি মাদ্রাসার শাখা হিসাবে ঐ এলাকায় আরো আট দশটি মাদ্রাসা রহিয়াছে। যথা, অচিনতলা, খালতীপুর, জগদীশপুর ইত্যাদি। অনুরূপ দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এলাকায় অনেকগুলি সুন্নী মাদ্রাসা রহিয়াছে। এই সমস্ত মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য হইল ক্লাসে প্রবেশ করিবার পূর্বে সমস্ত ছাত্র মাদ্রাসা ময়দানে দাঁড়াইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সালাম পাঠ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত মাদ্রাসা হইয়া যাইবার কারণে উত্তরবঙ্গে সুন্নীদের প্রভাব ব্যাপক হইয়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

গিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গে সুন্নী মাদ্রাসা নেই বলিলে চলে। যাহার কারণে দেওবন্দী- তাবলিগীদের প্রভাব হইয়া যাইতেছে। অবশ্য কিছু কিছু মাদ্রাসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেমন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পলতা থানায় 'পোনকামরা' ও বিষ্ণুপুর থানায় গৌরীপুর ইত্যাদি। কলিকাতায়, হাওড়া টিকিয়াপাড়ায় মাদ্রাসা 'জিয়াউল ইসলাম' সুন্নীদের। বর্ধমানে 'গলসী' মাদ্রাসা সুন্নীদের। আপনারা এই সমস্ত মাদ্রাসার সহিত যোগাযোগ করিয়া ছাত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। আর যদি আল্লাহ্ সামর্থ দান করেন, তাহা হইলে সুন্নী আলেমদের সহিত যোগাযোগ করিয়া আপনার এলাকায় মাদ্রাসা কায়েম করুন। পশ্চিম বাংলার বাহিরে সুন্নীদের বড় বড় মাদ্রাসা রহিয়াছে। বেরেলী শরীফে 'মাঞ্জারে ইসলাম' ও 'মাজহারে ইসলাম' মুবারকপুর মাদ্রাসা 'মিসবাহুল উলুম'। এই মাদ্রাসাগুলিতে ভারতের বাহির হইতেও ছাত্র আসিয়া অধ্যায়ন করিয়া থাকেন। সাবধান, খুব সাবধান! দেওবন্দী মাদ্রাসায় পড়া বা পড়ানো হারাম। অনুরূপ উহাদের মাদ্রাসায় সাহায্য করা হারাম। জাকাত, ফিৎরা, উশুর ও কুরবানীর পয়সা উহাদের দান করিলে ঐগুলি আদায় হইবে না। আল্লাহ পাক সবাইকে মানিবার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

**- ঃ সমাপ্ত ঃ -**



# লেখকের কলমে প্রকাশিত

১। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
২। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড)
৩। 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
৪। ব্যাংকের সুদ প্রসঙ্গ
৫। মাসায়েলে কুরবানী
৬। সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামায শিক্ষা
৭। সলাতে মুস্তফা বা সহী নামায শিক্ষা
৮। দুয়ায়ে মুস্তফা
৯। দাফনের পূর্বাপর
১০। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
১১। 'আল্ মিসবাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
১২। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
১৩। নারীদের প্রতি এক কলম
১৪। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
১৫। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম
১৬। সম্পাদকের তিন কলম
১৭। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত
১৮। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
১৯। নফল ও নিয়াত
২০। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা - তিনটি সংখ্যা
২১। সেই মহানায়ক কে?
২২। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
২৩। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
২৪। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খণ্ড)

pdf By Syed Mostafa Sakib

# আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি

| | |
|---|---|
| ১। বাহারে শরিয়াত বাংলা | মূল্য ঃ ৩০০. টাকা। |
| ২। কানুনে শরিয়াত বাংলা | মূল্য ঃ ১০০ টাকা । |
| ৩। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য | মূল্য ঃ ৫০ টাকা। |
| ৪। সলাতে মুস্তফা বা সহীহ নামাজ শিক্ষা | মূল্য ঃ ৪০ টাকা। |
| ৫। আনওয়ারে শরিয়াত বাংলা | মুল্য ঃ ৪০ টাকা। |
| ৬। ইসলামিক সরল বাংলা ভাষণ | মুল্য ঃ ২৫ টাকা। |
| ৭। আজানে কবর বাংলা | মুল্য ঃ ২০ টাকা। |
| ৮। আঙ্গুঠা চুমার মসলা বাংলা | মুল্য ঃ ১৫ টাকা। |
| ৯। বাহারে মাদিনা বাংলা | মুল্য ঃ ১০ টাকা। |
| ১০। নাতে রাসুল বাংলা | মুল্য ঃ ১০ টাকা। |
| ১১। মরুর কুসুম বাংলা | মুল্য ঃ ১০ টাকা। |

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃঃ প্রাপ্তিস্থান ঃঃ

**মোহাঃ সাইদুর রহমান আশরাফী**

**সাঈদ বুক ডিপো**

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট রুম নং-৫০), মালদহ।

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০